সহজে নাহব শিখব

النحو الميسر

نسيم عرفات

مؤسسة الهدى الإسلامية
٤٠٣/إيه، كهيل غاؤ، داكا - ١٢١٩

সহজে নাহব শিখব

نسيم عرفات

পরিচালক, আল হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা- ১২১৯

সহজে নাহব শিখব

নাসীম আরাফাত

প্রকাশনায়
পরিচালক, আল হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা
ঢাকা-১২১৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ঃ ২০০২
শাওয়াল ঃ ১৪২৩

মূল্য ঃ ৮০/= (আশি) টাকা মাত্র

Sahaja Nahaba Shekhba. by Nasim Arafat
Published by - Director, Al Huda Islamic
Foundation. 403/A khilgaon. Dhaka- 1219.

Price : Tk. 80/= (Eighty taka only)

যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, উস্তাযুল আসাতিযা, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা এর স্বনামধন্য শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম **হযরত মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ (দাঃ বাঃ)-এর**

অভিমত ও দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আরবী ভাষা আমাদের ধর্মীয় ভাষা। এ ভাষা ছাড়া আমরা ইসলামকে তার মূল উৎস থেকে বুঝতে পারব না। কুরআন ও হাদীসে বুৎপত্তি অর্জন করতে পারব না। প্রজ্ঞাবান দূরদর্শী আলেমে দ্বীন হতে পারব না। আর এ ভাষাকে আয়ত্ত্বে আনতে হলে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের নাহব ও ছরফে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে।

আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে প্রাথমিক ছাত্রদের দীর্ঘকাল যাবৎ নাহবমীর নামক কিতাবটি পড়ানো হচ্ছে। তার ভাষা ফারসী। লিখন পদ্ধতি সেকেলে। ফলে ছাত্রদের তা বুঝতে ও রপ্ত করতে বেশ কষ্ট হয়। নানা সমস্যার তারা সম্মুখীন হয়।

তাই মাতৃভাষায় সহজ সরল পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ও অনুশীলনী সহকারে প্রাথমিক ছাত্রদের মেধার সামঞ্জস্যশীল একটি নাহব এর কিতাবের তীব্র অভাব বেশ কিছুদিন থেকেই অনুভব করে আসছি।

জামিয়া শারইয়্যাহর সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা নাসীম আরাফাত এ অভাবটি পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তার ফসলও আমাদের হাতে এসে গেছে। আমি এ কিতাবটি বিভিন্ন স্থান হতে পড়ে দেখেছি। উদ্দেশ্য সফলে কিতাবটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী। আল্লাহ তার মেহনতকে কবুল করুন।

আমি মনে করি, নাহবমীর কিতাবের স্থানে এ কিতাবটি পড়ালে ছাত্রদের খুব উপকার হবে এবং আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনে তাদের যথেষ্ট সহায়ক হবে। আর এ আশাও করি যে, আমাদের মাদরাসাসমূহের মুহতামিম ও পরিচালকগণ তা পাঠ্যপুস্তক রূপে কবুল করে নিলেই লেখকের দীর্ঘ শ্রম স্বার্থক হবে।

নিবেদক

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

ঢাকা-১২১৭

কৈফিয়ত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ

স্থান-কাল ও সময় ভেদে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিবর্তন নেমে আসে। এক সময় যা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকে, অন্য সময় তা অজ্ঞাত অবহেলিত। কাল প্রবাহের স্রোতধারায় অনায়াসে পাল্টে যায় অনেক কিছু। যুগ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ-বর্জনের এ নীতি ও ধারাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এটাই স্বাভাবিক। এটাই কালের ধর্ম। মানব জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রটিও এর অন্তর্ভুক্ত।

এক সময় যাঁরা আত্মশুদ্ধির জন্য শায়খদের দরবারে যেতেন তাদের প্রথম সবক হত অল্পাহার, অল্পকথা, একাকী নির্জন বাস, বিনিদ্র যাপন করে ইবাদতে বিভোর হয়ে থাকা, একের পর এক সিয়াম সাধনা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের মেহনত মুজাহাদার অনেক বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনা তাসাউফের কিতাবের পাতায় পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু এখন আর কোন শায়খ এ ধরনের সবক দেন না। এ ধরনের মেহনত মুজাহাদার কথা বলেন না। কারণ মানুষ এখন অনেক দুর্বল। সেই মেহনত মুজাহাদা এ যুগের মানুষের শরীরে সইবে না। তাই যুগোপযোগী সহজসাধ্য সাধনার সবকই তারা এখন দিয়ে থাকেন।

এমনিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। মানতেক ফালসাফার অনেক কিতাব এখন কুতুবখানার তাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ক্ষীণ কণ্ঠে নিজের অস্তিত্বের ঘোষনা করলেও কেউ তা অধ্যয়ন করে না। অথচ এক সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত উস্তাদরা তা পাঠদান করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তা পড়ার জন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে ছুটে আসত। এখনো শরহেজামী, শরহে তাহযীব ও এ ধরনের কিছু কিতাব অস্তিত্বের সংগ্রামে কোথাও কোথাও টিকে থাকলেও শীঘ্রই যে যবনিকাপাত ঘটবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যে মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচীতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে।

তবে আমাদের দেশে এখনো কিছু বিস্ময়কর বিষয় বহাল তবিয়তেই আছে। যেমন নাহবমীর নামক কিতাবটি। গ্রন্থকার মীর সাইয়েদ শরীফ (রহ. ৭৪০-৮১০ হিজরী) ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তার মাতৃভাষা ছিল ফারসী। ফারসী ভাষাভাষী ছাত্রদের জন্যই তিনি মাতৃভাষায় তা লিখেছিলেন। পরবর্তীতে মোগল সম্রাটদের কারণে ভারতবর্ষে ফারসী ভাষার প্রচলন ঘটলে তা ভারতবর্ষের ছাত্রদেরও পড়ানো হত।

কিন্তু সে যুগ অনেক আগেই তিরোহিত হয়ে গেছে। আমাদের মাতৃভাষা এখন বাংলা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি। মনের ভাব আদান-প্রদান করি। তাই আমাদের মাদরাসাগুলোতে প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবগুলো বাংলা ভাষায় রচিত হওয়া চাই। অথচ নাহবমীর কিতাবটি তেমন নয়। আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটি প্রাথমিক কিতাব। ফারসী ভাষায় লিখিত। উর্দূ ভাষায় তরজমা করা হয়। আর বাংলা ভাষায় তার ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠ দানের এই অদ্ভুত শৈলীর কারণে ফারসী আর উর্দূ ভাষার চড়াই-উৎরাই আর বন্ধুর পথ মাড়িয়ে আরবী ভাষার নাগালে পৌঁছতে পৌঁছতেই কোমলমতি নবীন ছাত্রদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়। শিক্ষা জীবনের শুরুতেই আরবী ভাষা সম্পর্কে একটা ভীতি মনের গভীরে এমন বাসা বাঁধে যে, আট দশ বৎসর লেখাপড়ার পরও আরবী ভাষা আর আয়ত্বে আনা সহজ হয় না।

কেউ হয়ত দ্বিমত পোষণ করে প্রতিবাদী কণ্ঠে বলতে পারেন, আমরা তো এ কিতাব পড়েই আলেম হয়েছি। আমরা কি কোন ক্ষেত্রে কম? এর উত্তরে বিনীত কণ্ঠে আরয করব, হ্যাঁ, কথা ঠিক। তবে সময়ের ব্যবধান, বয়স ও মেধার ব্যবধান, হিম্মত ও মেহনত-মুজাহাদার ব্যবধানও তো বিবেচ্য বিষয়। একথাও ভেবে দেখা দরকার।

যাক, ত্রি-ভাষার এ অদ্ভুত মারপ্যাঁচের বিষয়টি অনেকের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। অনেককে করেছে বেদনার্ত, চিন্তিত। তাই তারা নাহবমীর কিতাবটির হুবহু বঙ্গানুবাদ করেছেন। প্রকাশকরা তা বাজারজাতও করেছেন। বিভিন্ন মাদরাসায় তা পড়ানোও হচ্ছে। কেউ কেউ আবার তা আরবী করারও চেষ্টা করেছেন। সবার মেহনতকে আমি আন্তরিকভাবে মুবারকবাদ জানাই।

কিন্তু আমি আমার ছাত্র জীবনের এ চিন্তাকে বেঘোর মরতে দেই নি। আলো-বাতাস আর পুষ্টি দিয়ে তাকে জীবিত রেখেছি এবং শিক্ষক জীবনে

তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি লিখে সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। তবে প্রশ্নমালা ও অনুশীলনী তখনো সংযোগ করি নি। তখন এ অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া দেখে নিখুঁত ও নির্ভুল করতে চেষ্টা করেছিলেন মাদরাসা-ই নূরীয়ার প্রাক্তন স্বনামধন্য শিক্ষক **হযরত মাওলানা শরাফতুল্লাহ সাহেব (রহঃ)**। তিনি আমাকে দেখলেই সহাস্য বদনে স্বাগত জানাতেন। আজও তাঁর মিষ্টি মধুর সেই হাসি বিজড়িত ওষ্ঠাধয়ের স্মৃতি বার বার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। আমাদেরকেও তাঁর সাথে জান্নাতের সঙ্গী হওয়ার তাওফীক দান করুন।

২০০০ সালের কথা। রমযানের পর মালিবাগ জামিয়ার উস্তাদদের মজলিসে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পর নাহবমীর কিতাবটি বাংলা ভাষায় পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমি তখন আমার পাণ্ডুলিপিটি উপস্থাপিত করলে তা আরো পরিমার্জিত করে প্রশ্নমালা ও ব্যাপক গঠনমূলক অনুশীলনীর মাধ্যমে সুসজ্জিত করার পরামর্শ দেয়া হয় এবং তারপর পাঠ্যসূচীতে তালিকাভুক্ত করা হবে বলে আশ্বাসও দেয়া হয়।

তারপরের দীর্ঘ মেহনত ও মুজাহাদার ফসল পরিমার্জিত এই "সহজে নাহব শিখব, বা النحو الميسر। গ্রন্থটি। সহজ-সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও গঠনমূলক অনুশীলনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজন শক্তিকে শাণিত করার চেষ্টা করেছি। সুপ্ত মেধার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছি। আমার আশা ও বিশ্বাস, প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য এ গ্রন্থটি বেশ উপকারী হবে। সহজেই তারা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

ভুলকে কেন্দ্র করেই এ নিখিল বিশ্বে মানব আগমনের সূচনা। তাই আমার এ প্রচেষ্টায়ও ভুল থাকা স্বাভাবিক। ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী মুদ্রণে তা শুদ্ধ করে দেয়ার সকৃতজ্ঞ প্রতিশ্রুতি রইল। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

নাসীম আরাফাত
শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ
ঢাকা-১২১৭

محتويات الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِي أَمْرِيْ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا

قَوْلِيْ - رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ

عَلَيْنَا بِالْخَيْر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَعلى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهم بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

الــــدرس الأول

علم النحو

عِلْمُ النَّحْوِ : আরবী ভাষার বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করার নিয়মাবলী জানাকে علم النحو বলে।

غَرْضُ عِلْمِ النَّحْوِ : নির্ভুল বাক্য গঠন করা।

مَوْضُوْعُ عِلْمِ النَّحْوِ : কালিমা ও কালাম।

اللفظ المفرد وأقسامه

اللفظ : মানুষের মুখের অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে لَفْظٌ বলে। আরবী ভাষায় لفظ দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ لَفْظٌ مُفْرَدٌ ও لَفْظٌ مُرَكَّبٌ

اللفظ المفرد : একক لفظ একক অর্থ প্রকাশ করলে তাকে لفظ مفرد বলে। لَفْظٌ مُفْرَدٌ কে كَلِمَةٌ ও বলে।

أقسام الكلمة : كلمة তিন ভাগে বিভক্ত। যথাঃ اِسْمٌ, فِعْلٌ ও حَرْفٌ

الاسم وعلاماته

الاسم : যে কালিমা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং সে অর্থটি কোন কাল ধারণ করে না, তাকে اسم বলে।

যেমন– رَاشِدٌ – رَجُلٌ – كُرَّاسَةٌ - مَدْرَسَةٌ

علامات الاسم : اسم এর আলামত ১১টি

১. কালিমার শুরুতে اَلِفٌ و لَامٌ হওয়া। যেমন– اَلْكِتَابُ - اَلْقَلَمُ

২. কালিমার শুরুতে حَرْفُ الجَرِّ হওয়া। যেমন– إِلى المَدِيْنَةِ - فِى البَيْتِ

৩. কালিমার শেষে تَنْوِيْنٌ হওয়া। যেমন– زَيْدٌ - كُرْسِيٌّ

৪. مُسْنَدٌ إِلَيْه হওয়া। যেমন– ذَهَبَ رَاشِدٌ

৫. مُضَافٌ হওয়া। যেমন– وَلَدُ فَاطِمَةَ تِلْمِيْذٌ

৬. مُصَغَّرٌ হওয়া। যেমন– كُتَيْبٌ - قُرَيْشٌ

৭. مَنْسُوبٌ হওয়া। যেমন– عَرَبِيٌّ - بَغْدَادِيٌّ

৮. مُثَنًّى হওয়া। যেমন– رَجُلاَنِ - قَلَمَانِ [৩]

৯. مَجْمُوعٌ হওয়া। যেমন– رِجَالٌ - أَقلاَمٌ

১০. مَوْصُوفٌ হওয়া। যেমন– رَجُلٌ شَرِيْفٌ - مَنْظَرٌ خَلاَّبٌ

১১. কালিমার শেষে اَلتَّاءُ الْمُتَحَرِّكَةُ হওয়া। যেমন– ضَارِبَةٌ - نَائِمَةٌ

الفعل وعلاماته

الفعل : যে কালিমা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং সে অর্থটি কোন কাল ধারণ করে, তাকে فعل বলে। যেমন– ذَهَبَ - يَكْتُبُ - أَكَلَ

علامات الفعل : فعل এর আলামত ৮টি

১. কালিমার শুরুতে قد হওয়া। যেমন– قَدْ ضَرَبَ

২. কালিমার শুরুতে س হওয়া। যেমন– سَيَذْهَبُ

---

৩. যদিও দেখতে ফেয়েল مثنى ও جمع হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে فاعل ই مثنى ও جمع হয়। তবে বাহ্যিক হিসাবে فعل কেই مثنى ও جمع বলা হয়। خلاب – চিত্তাকর্ষী, মনোমুগ্ধকর।

৩. কালিমার শুরুতে سَوْفَ হওয়া। যেমন- سَوْفَ يَذْهَبُ

৪. কালিমার শুরুতে حَرْفُ الْجَزْمِ হওয়া। যেমন- لَمْ يَذْهَبْ

৫. কালিমার শেষে ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُتَّصِلٌ হওয়া। যেমন- ضَرَبْتُ

৬. কালিমার শেষে اَلتَّاءُ السَّاكِنَةُ হওয়া। যেমন- ضَرَبَتْ

৭. الأمر অর্থাৎ নির্দেশমূলক হওয়া। যেমন- اِذْهَبْ

৮. النهى অর্থাৎ নিষেধমূলক হওয়া। যেমন- لاَتَذْهَبْ

الحرف وعلامته

الحرف ঃ যে কালিমা অন্য শব্দের সংযুক্তি ব্যতীত স্পষ্টভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করে না, তাকে حَرْفٌ বলে। যেমন- ثم - و - من - إلى

علامة الحرف ঃ হরফের আলামত ১টি

১. اسم ও فعل এর আলামত মুক্ত হওয়া।

اللفظ المركب وأقسامه

اللفظ المركب ঃ একাধিক كلمة দ্বারা গঠিত لفظ কে لَفْظٌ مُرَكَّبٌ বলে। لفظ مركب দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ

مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ ও مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ

المركب المفيد ঃ যে مركب পূর্ণ কথা প্রকাশ করে এবং কোন খবর[১] বা তলব[২] বুঝায়, তাকে مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ, كَلَامٌ বা جُمْلَةٌ বলে। তবে مركب مفيد টি جُمْلَةٌ নামেই অধিক প্রসিদ্ধ।

---

১. খবরঃ ঐ পূর্ণাঙ্গ مركب কে বলে যা দ্বারা বক্তা শ্রোতাকে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে সংঘটিত কোন ঘটনার সংবাদ দেয়।

২. তলবঃ ঐ পূর্ণাঙ্গ مركب কে বলে যা দ্বারা বক্তা শ্রোতার নিকট কিছু চায়।

প্রশ্নমালা

১. علم النحو কাকে বলে?

২. علم النحو এর غرض ও موضوع কি বর্ণনা কর।

৩. যে নিয়মাবলীর মাধ্যমে আরবী ভাষার বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করার পন্থা জানা যায় তাকে কি বলে?

৪. বাক্য ও বাক্যস্থ শব্দের শেষ অবস্থা জানা কোন ইলমের আলোচ্য বিষয়?

৫. নির্ভুল বাক্য গঠন করা কোন ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য?

৬. لفظ কাকে বলে? لفظ কত প্রকার ও কি কি?

৭. اللفظ المفرد কাকে বলে? اللفظ المفرد এর অপর নাম কি?

৮. اللفظ المفرد কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

৯. كلمة কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

১০. اسم কাকে বলে? اسم এর আলামত কি কি?

১১. فعل কাকে বলে? فعل এর আলামত কি কি?

১২. حرف কাকে বলে? حرف এর আলামত কি?

১৩. اللفظ المركب কাকে বলে ও তা কত ভাগে বিভক্ত?

১৪. المركب المفيد কাকে বলে? المركب المفيد এর কয়টি নাম এবং কোন নামে তা অধিক প্রসিদ্ধ?

অনুশীলনী

১. নীচের কালিমাগুলোর মাঝে কোনটি ইসম, কোনটি ফেয়েল ও কোনটি হরফ তা নির্ণয় কর এবং তার আলামত বর্ণনা কর।

خَرَجَ - زَهْرَةٌ - عَلٰى - كَتَبَ - لَا تَذْهَبْ - مِرْوَحَتَانِ - بَيْتٌ جَمِيْلٌ
مِنْ - إِلٰى - لَا يَنْصُرُ - مُنْذُ - اَلْمِمْسَحَةُ - جَامِعَتَانِ - خَلَا
عَنْ - قَدِ اشْتَرٰى - حَتّٰى - كِتَابٌ مَشْهُوْرٌ - قُلْنَ - سَوْفَ يَنَامُ
رَجُلٌ عَرَبِيٌّ - شَرِبْتُ - أَكْتُبُ - صَائِمَةٌ - خَرَجَتْ
لَمْ يَأْكُلْ - عِقْدٌ جَمِيْلٌ - لَعِبَ - اُدْرُسْ

২. নীচের ইসম ও ফেয়েলগুলোতে কয়টি করে আলামত পাওয়া গেছে তা বর্ণনা কর।

سَفِيْنَةٌ جَدِيْدَةٌ - لَا تَحْزَنْ - سَوْفَ أَدْرُسُ - أَكَلَتْ - قَدْ كَتَبَ
قَدْ يَعْلَمُ اللهُ - شَاكِرَةٌ - حَفِظْتُ - شُرِقَ قَلَمَانِ - اَلنَّافِذَةُ
الْمَفْتُوْحَةُ - مُعَلِّمُوْنَ - نِسَاءٌ - مَاتَتْ - اَلْعَبُ - فَاطِمَةُ
غَضِبَ حَامِدٌ - اَلْقَلَمُ جَدِيْدٌ - اَلْكِتَابُ الدِّرَاسِيُّ - كَلْبٌ صَغِيْرٌ
اَلرَّحْمَةُ نَازِلَةٌ - وَجْهٌ بَاسِمٌ - دَارُ الْمُطَالَعَةِ - هُمْ لَعِبُوْا
أَنْتُمْ تَذْهَبُوْنَ اِذْهَبَا إِلٰى فِرْعَوْنَ

مِمْسَحَةٌ - পাপোশ। اَلْكِتَابُ الدِّرَاسِيُّ - পাঠ্যপুস্তক। وَجْهٌ بَاسِمٌ - হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। دَارُ الْمُطَالَعَةِ - গ্রন্থাগার

الدرس الثاني

الجملة الخبرية و أقسامها

الجملة ঃ جملة দুই প্রকার। যথাঃ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ ও جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ

الجملة الخبرية ঃ যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায়, তাকে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বলে।

جملة خبرية দুই প্রকার। যথাঃ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ ও جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ

الجملة الاسمية ঃ যে جملة এর প্রথম অংশ اسم হয়, তাকে جملة اسمية বলে।

যেমন– رَاشِدٌ تِلْمِيْذٌ - اَلْوَلَدُ شَرِيْفٌ - وَلَدُ رَاشِدٍ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ

الجملة الفعلية ঃ যে جملة এর প্রথম অংশ فعل হয়, তাকে جملة فعلية বলে। যেমন ذهب خالد - يَقْرَأُ التِّلْمِيْذُ

النسبة وأقسامها

النسبة ঃ একাধিক কালিমার মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে نِسْبَةٌ বলে।

نسبة দুই প্রকার। ১. نِسْبَةٌ تَامَّةٌ ২. نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ

النسبة التامة ঃ مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ এর মাঝে বিদ্যমান نسبة কে إِسْنَادٌ বা نِسْبَةٌ تَامَّةٌ বলা হয়।

النسبة الناقصة ঃ مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ এর মাঝে বিদ্যমান نسبة কে نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ বলে।

المسند ঃ যে কথা বলে হুকুম লাগানো হয়, তাকে مُسْنَدٌ বলে।

المسند إليه ঃ যার সম্পর্কে হুকুম লাগানো হয়, তাকে مُسْنَدٌ إِلَيه বলে। যেমনঃ رَاشِدٌ نَائِمٌ ও نَامَ رَاشِدٌ

এখানে প্রথম জুমলায় نَامَ ফেয়েলটি মুসনাদ আর رَاشِدٌ ইসিমটি মুসনাদুন ইলাইহি। আর দ্বিতীয় জুমলায় رَاشِدٌ ইসিমটি মুসনাদুন ইলাইহি আর نَائِمٌ ইসিমটি মুসনাদ। সুতরাং বুঝা গেল যে, সর্বত্র خَبَرٌ ও فِعْلٌ মুসনাদ হয় আর مُبْتَدَأٌ ও فَاعِلٌ মুসনাদ ইলাইহি হয়।

আরো বুঝা গেল যে, ইসম مسند ও مسند إليه উভয়টি হতে পারে। আর فعل শুধু مسند হতে পারে। مسند إليه হতে পারে না। আর হরফ مسند ও مسند إليه কিছুই হতে পারে না।

الجملة الإنشائية وأقسامها

الجملة الإنشائية ঃ যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায় না, তাকে جملة انشائية বলে।

الجملة الإنشائية ১০ প্রকার

১. الأَمْرُ (আদেশ মূলক বাক্য) যেমন– اِضْرِبْ

২. اَلنَّهْيُ (নিষেধমূলক বাক্য) যেমন– لَاتَضْرِبْ

৩. اَلْإِسْتِفْهَامُ (প্রশ্নবোধক বাক্য) যেমন– هَلْ ضَرَبْتَ زَيْدًا

৪. اَلتَّمَنِّى (আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক বাক্য) যেমন– لَيْتَ زَيْدًا عَالِمٌ

৫. اَلتَّرَجِّى (সম্ভাবনা প্রকাশক বাক্য) যেমন– لَعَلَّ عَمْرًوا غَائِبٌ

৬. اَلْعُقُوْدُ (সন্ধি বা চুক্তিমূলক বাক্য) যেমন– بِعْتُ ـ اشْتَرَيْتُ

৭. اَلنِّدَاءُ (আহবানমূলক বাক্য) যেমন- يَا رَاشِدُ

৮. اَلْعَرْضُ (আবেদনমূলক বাক্য) যেমন- أَلَا تُسَافِرُ مَعَنَا

৯. اَلْقَسَمُ (শপথ মূলক বাক্য) যেমন ঃ وَاللهِ لَا أَذْهَبُ مَعَكَ

১০. اَلتَّعَجُّبُ (বিস্ময় প্রকাশক বাক্য)

যেমন- مَا أَحْسَنَ كَلَامَه - أَحْسِنْ بِكَلَامِه

مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ وَ أَقْسَامُه

مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ ঃ যে مركب পূর্ণ কথা প্রকাশ করে না তাকে مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ বলে।

مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ ছয় প্রকার।

اَلْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ، اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ، مُرَكَّبُ مَنْعِ الصَّرْفِ
اَلْمُرَكَّبُ التَّوْصِيْفِيُّ، اَلْمُرَكَّبُ الصَّوْتِيُّ، اَلْمُرَكَّبُ الْإِسْنَادِيُّ

اَلْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ ঃ مضاف ও مضاف إليه মিলে যে مركب হয়, তাকে اَلْمُرَكَّبُ الإِضَافِيُّ বলে। যেমন- قَلَمُ رَاشِدٍ - حَدِيْقَةُ الْمَدْرَسَةِ

المركب الإضافى এর প্রথম অংশকে مُضَافٌ এবং দ্বিতীয় অংশকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলে। مُضَافٌ إِلَيه সর্বদা مَجْرُوْرٌ হয়।

اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ ঃ ভিন্ন অর্থ প্রকাশক দু'টি ইসমকে একাকার করে একটি ইসম বানানোর পর দ্বিতীয় ইসমটি কোন হরফ এর অর্থ ধারণ করলে, তাকে اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ বলে। اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ এর উভয় ইসমটি فتحة এর উপর مبنى হয়। যেমন-

أَحَدَ عَشَرَ - سَبْعَ عَشَرَ - لَيْلَ نَهَارَ - صَبَاحَ مَسَاءَ

এ ইসমগুলো عَشَرٌ وَ أَحَدٌ - سَبْعٌ وَ عَشَرٌ - لَيْلٌ وَنَهَارٌ - صَبَاحٌ وَ مَسَاءٌ ছিল। কিন্তু বর্তমানে أَحَدَ عَشَرَ দ্বারা এগারো এবং سَبْعَ عَشَرَ দ্বারা সতের আর لَيْلَ نَهَارَ দ্বারা দিন-রাত মোট চব্বিশ ঘন্টা এবং صَبَاحَ مَسَاءَ দ্বারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট বার ঘন্টা বুঝায়।

مُرَكَّبُ مَنْعِ الصَّرْفِ : ভিন্ন অর্থ প্রকাশক দু'টি ইসমকে একাকার করে একটি ইসম বানানোর পর দ্বিতীয় ইসমটি কোন হরফের অর্থ ধারন না করলে, তাকে مُرَكَّبُ مَنْعِ الصَّرْفِ বলে। যেমনঃ بَعْلَبَكٌّ - حَضَرَ مَوْتٌ ইসম দুইটি حَضَرٌ مَوْتٌ ও بَعْلٌ بَكٌّ ছিল। এ ধরনের مركب কে مُرَكَّبٌ إِمْتِزَاجِيٌّ বা مُرَكَّبٌ مَزْجِيٌّ ও বলে।

اَلْمُرَكَّبُ التَّوْصِيْفِيُّ : صِفَةٌ ও مَوْصُوفٌ মিলে যে مركب হয়, তাকে اَلْمُرَكَّبُ التَّوْصِيْفِيُّ বলে। যেমনঃ قَرْيَةٌ صَغِيْرَةٌ - حَدِيْقَةٌ جَمِيْلَةٌ

اَلْمُرَكَّبُ الصَّوْتِيُّ : জীবজন্তু বা জড় পদার্থের দু'টি শব্দের সমষ্টিগত আওয়াজ যাকে মানুষ অনুকরণ করে উচ্চারণ করে, তাকে اَلْمُرَكَّبُ الصَّوْتِيُّ বলে। যেমন- غَاقِ غَاقِ - কাকের ডাক অনুকরণের আওয়াজ। طَاقْ طَاقْ - দুই পাথরের পারস্পরিক আঘাতের শব্দ অনুকরণের আওয়াজ।

اَلْمُرَكَّبُ الإِسْنَادِيُّ : যদি جملة اسمية বা جملة فعلية কে নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে اَلْمُرَكَّبُ الإِسْنَادِيُّ বলে।

جملة اسمية যেমন- جَاءَ "اَلْخَيْرُ نَازِلٌ"

جملة فعلية যেমন- "فَتَحَ اللّٰهُ" رَجُلٌ نَشِيْطٌ

প্রশ্নমালা

১. الجملة কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?

২. الجملة الخبرية কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?

৩. الجملة الاسمية ও الجملة الفعلية সংজ্ঞা বর্ণনা কর। প্রত্যেক প্রকারের দু'টি করে উদাহরণ দাও।

৪. النسبة কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

৫. الإسناد এর অপর নাম কি?

৮. المسند ও المسند إليه কাকে বলে? মিছাল দিয়ে বর্ণনা কর।

৯. الجملة الإنشائية কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?

১০. مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ এর পরিচয় বর্ণনা কর এবং তার প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।

১১. المركب البنائى ও مركب منع الصرف এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর এবং মিছাল দিয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের مركب গুলোর মাঝে কোনগুলো مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ আর কোনগুলো مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ তা চিহ্নিত কর।

ذٰلِكَ بَيْتٌ ـ أَنَا تِلْمِيْذٌ ـ إِلَى الْقَرْيَةِ ـ كِتَابٌ مَفْتُوْحٌ ـ اَلْوَلَدُ شَرِيْفٌ ـ وَلَدُ خَالِدٍ ـ أَكَلَتْ فَاطِمَةُ ـ بِعْتُ ـ غُرْفَةُ رَاشِدٍ وَاسِعَةٌ ـ اَلْكَعْبَةُ بَيْتُ اللهِ ـ هٰذِهِ كُرَّاسَةٌ صَغِيْرَةٌ ـ سَاعَةُ الْجِدَارِ

২. নীচের جملة গুলোর মাঝে কোনগুলো اَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ الْخَبَرِيَّةُ আর কোনগুলো اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ الْخَبَرِيَّةُ তা বর্ণনা কর।

رَاشِدٌ تِلْمِيْذٌ مُتَوَاضِعٌ ـ هُوَ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَا يَلْعَبُ فِيْهَا ـ شَرِبَتْ عَائِشَةُ مَاءً بَارِدًا ـ اَلْقُرْآنُ كِتَابُ اللهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ـ هُوَ وَلَدٌ غَبِيٌّ ـ يَسْقُطُ فِى الْإِمْتِحَانِ دَائِمًا ـ أَصْدُقُ دَائِمًا وَلَا أَكْذِبُ ـ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَانْتَشَرَ ضَوْءُهَا ـ اَلْمُسْلِمُ يَعْبُدُ اللهَ وَالْكَافِرُ يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللهِ.

৩. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কোনটা কোন প্রকার الجملة الإنشائية তা বর্ণনা কর।

يَا خَالِدُ ! لَا تَنْتَقِمْ مِنْ أَحَدٍ ـ اِرْحَمِ الصَّغِيْرَ وَلَا تَضْرِبْهُ ـ هَلْ ذَهَبَ رَاشِدٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ ـ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ ـ نَكَحْتُ. أَلَا تَلْعَبُ فِى الْمَلْعَبِ ـ لَعَلَّ اللهَ يَرْحَمُكَ ـ بِعْتُ هٰذَا الْفَرَسَ. وَاللهِ! لَا أَتْرُكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ـ مَا أَحْسَنَ كَلَامَ الْخَطِيْبِ. أَجْمِلْ بِزَهْرَةِ الْحَدِيْقَةِ ـ طَلَّقْتُ ـ بِمَاذَا تَكْتُبُ أَيُّهَا التِّلْمِيْذُ !

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর বাক্যগুলোতে কোন কোন প্রকার مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ আছে তা চিহ্নিত কর।

عَاشَ الْإِمَامُ سِيْبَوَيْهِ فِى الْبَصْرَةِ ـ ضَرَبْتُ الْبَقَرَةَ فَصَاحَتْ مَا... مَا ...
بِنْتُ فَاطِمَةَ تِلْمِيْذَةٌ ذَكِيَّةٌ ـ "رِجَالٌ حَوْلَ الرَّسُولِ" كِتَابٌ
جَمِيْلٌ جِدًّا ـ هِىَ تَقْرَأُ وَتَكْتُبُ صَبَاحًا وَمَسَاءً ـ جَاءَ قِطٌّ صَغِيْرٌ
وَقَالَ مِيْو... مِيْو... ـ أَنَا أُسَافِرُ مِنْ حَضَرَمَوْتَ إِلٰى بَعَلَبَكَّ ـ اِشْتَرٰى
هٰذَا التِّلْمِيْذُ مِنَ الدُّكَّانِ أَحَدَ عَشَرَ كِتَابًا ـ اِرْتَفَعَ صَوْتُ الطَّبْلَةِ
بُمْ ... بُمْ ... ـ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ مَسْجِدًا ـ كَانَ الْأَمْبَرَاطُوْرُ
شِيْرشَاه يُحِبُّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ ـ تَنْزِلُ رَحْمَةُ اللهِ فِىْ شَهْرِ
رَمَضَانَ لَيْلَ نَهَارَ ـ نِيُوْيُوْركْ مَدِيْنَةٌ مَشْهُوْرَةٌ فِى أَمْرِيْكَا ـ كَانَ
الْإِمَامُ نِفْطَوَيْهِ نَحْوِيًّا مَشْهُوْرًا ـ وَكَانَ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ سِيْبَوَيْهِ.
سَمِعَ الْوَلَدُ الصَّغِيْرُ صَوْتَ كَلْبٍ هَوْ... هَوْ. فَخَافَ وَبَكٰى.
نِيُوْدِهْلِى عَاصِمَةُ الْهِنْدِ ـ "شَابَ قَرْنَاهَا" اِمْرَأَةٌ شَرِيْفَةٌ

مركب منع الصرف, এধরণের শব্দগুলো وَيْهِ ও سِيْبٌ শব্দটির দুটি অংশ سيبويه المركب الصوتى নয়। حَضَرَمَوْتُ শব্দটিকে বর্তমানে আরবরা সহজে উচ্চারণের জন্য حَضْرَمَوْتُ পড়ে ও লিখে। এখানেই হযরত সালেহ (আঃ) এর মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল। أَمْبِرَاطُور - সম্রাট। نَحْوِىٌّ - নাহব বিশারদ।

الدرس الثالث

المعرب والمبني

শব্দের শেষ অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত কালিমা দুই প্রকার। যথাঃ مُعْرَبٌ ও مَبْنِيٌّ

المعرب : عامل এর পরিবর্তনে যে শব্দের শেষে পরিবর্তন হয়, তাকে مُعْرَبٌ বলে। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

এখানে عامل অর্থাৎ جَاءَ - رَأَيْتُ ও بِ এর পরিবর্তনের কারণে زيد শব্দটির শেষে পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং زَيْدٌ শব্দটি مُعْرَبٌ। আর إعرابٌ হল كَسْرَةٌ - فَتْحَةٌ - ضَمَّةٌ আর عَامِلٌ হল ب ও رأيت - جاء এবং زيد শব্দের শেষ হরফ دال হল مَحَلُّ الْإِعْرَابِ অর্থাৎ এরাব দেয়ার স্থান।

المبني : عامل এর পরিবর্তনে যে শব্দের শেষে পরিবর্তন হয় না, তাকে مَبْنِيٌّ বলে। যেমন- جَاءَ هٰؤُلَاءِ - رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ - مَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ

এখানে عَامِلٌ অর্থাৎ جَاءَ - رَأَيْتُ ও بِ এর পরিবর্তন সত্ত্বেও هولاء শব্দটিতে কোন পরিবর্তন হয় নি। সুতরাং هولاء শব্দটি مَبْنِيٌّ হয়েছে।

أقسام المعرب

আরবী ভাষায় معرب দুই প্রকার। যথাঃ

১. مضارع নূন الْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ এর নূন মুক্ত এবং نُوْنُ التَّاكِيْدِ মুক্ত এর বারটি ছিগা।

২. اِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

اَلْاِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ ঃ যে ইসম اَلْمَبْنِيُّ الْأَصْلِيُّ এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না, তাকে اِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ বলে। আরবী ভাষায় এই দুই প্রকার معرب ছাড়া আর কোন معرب নেই। বাকী সব مبنى।

أقسام المبنى

مبنى তিন প্রকার। যথাঃ

المبنى الأصلى ، اَلْمَبْنِيُّ الْعَارِضِيُّ، اَلْمَبْنِيُّ الْمُشَابِهُ بِأَصْلِ الْمَبْنِيِّ

مبنى الأصل তিন প্রকার। যথাঃ

اَلْأَمْرُ الْحَاضِرُ الْمَعْرُوفُ، اَلْفِعْلُ الْمَاضِى، جَمِيْعُ الْحُرُوفِ

المبنى العارضى তিন প্রকার। যথাঃ

১. اِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ যখন বাক্যে ব্যবহৃত না হয়।

২. فِعْلٌ مُضَارِعٌ যখন جمع مؤنث এর নূন এবং তাকীদের নূন যুক্ত হয়।

৩. منادى যখন مَعْرِفَةٌ ও مُفْرَدٌ হয়।

أَقْسَامُ الْاِسْمِ الْغَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ

যে ইসম مَبْنِيُّ الْأَصْلِ এর সাথে সাদৃশ্য রাখে, তাকে اَلْمَبْنِيُّ الْمُشَابِهُ বলে। اَلْمَبْنِيُّ الْمُشَابِهُ কে اِسْمٌ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ বলা হয়।

اسم غير متمكن আট প্রকার। যথাঃ

اَلْمُضْمَرَاتُ، أَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ، اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَاتُ

أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ، أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ، أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ

أَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ، اَلْمُرَكَّبَاتُ الْبِنَائِيَّةُ

اَلْمُضْمَرَاتُ ঃ নামের পরিবর্তে যে اسم কে ব্যবহার করা হয়, তাকে ضمير বলে। ضمير পাঁচ প্রকার। যথাঃ

ضَمِيْرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ ، ضَمِيْرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ

ضَمِيْرٌ مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ . ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُتَّصِلٌ

ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ

১. **ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُتَّصِلٌ** ঃ যে যমীর رافع عامل এর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير مرفوع متصل বলে।

ضمير مرفوع متصل এর ১৪টি ছিগা। যথা–

ضربت - ضربنا - ضربت - ضربتما - ضربتم - ضربت

ضربتما - ضربتن - ضرب - ضربا - ضربوا - ضربت

ضربتا - ضربن

২. **ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُنْفَصِلٌ** ঃ যে যমীর رافع عامل থেকে পৃথক হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير مرفوع منفصل বলে।

ضمير مرفوع منفصل এর ১৪টি ছিগা। যথা–

أنا - نحن - أنت - أنتما - أنتم - أنت - أنتما - أنتن

هو - هما - هم - هى - هما - هن

৩. **ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُتَّصِلٌ** ঃ যে যমীর ناصب عامل এর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير منصوب متصل বলে।

ضمير منصوب متصل এর ১৪টি ছিগা। যথা–

ضربنى - ضربنا - ضربك - ضربكما - ضربكم - ضربك

ضربكما - ضربكن - ضربه - ضربهما - ضربهم - ضربها

ضربهما - ضربهن

৪. **ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُنْفَصِلٌ** : যে যমীর عامل ناصب থেকে পৃথক হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير منصوب منفصل বলে।

ضمير منصوب منفصل এর ১৪টি ছিগা। যথা–

إِيَّایَ - إِيَّانَا - إِيَّاكَ - إِيَّاكُمَا - إِيَّاكُم - إِيَّاكِ - إِيَّاكُمَا

إِيَّاكُنَّ - إِيَّاه - إِيَّاهُما - إِيَّاهم - إِيَّاهَا - إِيَّاهُما - إِيَّاهُنَّ

৫. **ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ** : যে যমীর عامل جار অর্থাৎ مضاف বা حروف جارة এর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير مجرور متصل বলে।

ضمير مجرور متصل এর ১৪টি ছিগা। যথা–

لی - لنا - لك - لكما - لكم - لك - لكما - لكن

له - لهما - لهم - لها - لهما - لهن

<u>**أَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ**</u> : যে ইসম দ্বারা কোন কিছুর দিকে ইঙ্গিত বা ইশারা করা হয়, তাকে اسم الإشارة বলে। اسم الإشارة তেরটি। যথা–

ذَا - ذَانِ - ذَيْنِ - تَا - تِیْ - تِهْ - ذِهْ - ذِهِی - تِهِی - تَانِ

تَيْنِ - أُولَاءِ - أُوْلٰی

<u>**اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَاتُ**</u> : যে ইসম عَائِدٌ ও صِلَةٌ ছাড়া বাক্যের পরিপূর্ণ অংশ হতে পারে না, তাকে الإسم الموصول বলে। الإسم الموصول এরপর ব্যবহৃত جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ কে صلة বলা হয়। আর صلة এর মাঝে বিদ্যমান ضمير যা الأسم الموصول এর দিকে ফিরে, তাকে عَائِدٌ বলা হয়। যেমন–

جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِىْ أَبُوه عَالِمٌ এ বাক্যে أَبُوه عَالِمٌ অংশটুকু صِلَةٌ আর أَبُوه এর মাঝে বিদ্রমান "ه" যমীরটি عَائِدٌ। তাই الذى ইসমটি তার صِلَةٌ ও عَائِدٌ ছাড়া পূর্ববর্তী বাক্যের পরিপূর্ণ অংশ অর্থাৎ صِفَةٌ হতে পারবে না।

الإسْمُ الْمَوْصُولُ পনেরটি। যথা–

اَلَّذِىْ - اَلَّذَانِ - اَلَّذَيْنَ - اَلَّذِيْنَ - اَلَّتِىْ - اَللَّتَانِ - اَللَّتَيْنِ - اَللاَّتِىْ - اَللَّوَاتِىْ - مَا - مَنْ - أَىٌّ - أَيَّةٌ - الأَلِفُ وَاللَّامُ بِمَعنٰى اَلَّذِى - ذُوْ بِمَعنٰى اَلَّذِىْ

أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ ঃ যে ইসম فعل না হয়েও فعل এর অর্থ দান করে, তাকে اِسْمُ الْفِعْلِ বলে। اسم الفعل দুই প্রকার।

১. الأَمْرُ الْحَاضِرُ এর অর্থ দানকারী اسم الفعل। যেমন–

رُوَيْدَ – অবকাশ দাও। بَلْهَ – ছেড়ে দাও। حَيَّهَلْ – এসো।

هَلُمَّ – এসো। عَلَيْكَ – ধর। دُوْنَكَ – ধর। هَا – সাবধান হও।

২, الفعل الماضى এর অর্থ দানকারী اسم الفعل। যেমন–

هَيْهَاتَ – দূর হয়ে গেছে। شَتَّانَ – পৃথক হয়ে গেছে।

سَرْعَانَ – দ্রুত করেছে।

أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ ঃ যে ইসম অর্থপূর্ণ নয়, তবে তা দ্বারা বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হয়, তাকে اِسْمُ الصَّوْت বলে। যেমন–

أُحْ - أَحْ – কাশির সময় মানুষের মুখ-নির্গত আওয়াজ। أُفْ – আক্ষেপের বা বেদনার ভাব প্রকাশক আওয়াজ। بَخٍّ – আনন্দ ও স্ফূর্তির ভাব

প্রকাশক আওয়াজ। نَخٍّ – উট বসানোর ভাব প্রকাশক আওয়াজ। غَاقٍ – কাকের কণ্ঠস্বরের অনুকরণের ভাব প্রকাশক আওয়াজ।

<u>**أَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ**</u> ঃ যে اسم স্থান বা কাল বুঝায়, তাকে اِسْمُ الظَّرْفِ বলে।

اسم الظرف দুই প্রকার। যথাঃ ظرف الزمان ও ظرف المكان

ظَرْفُ الزَّمَانِ ঃ যে ইসম কাল বুঝায়, তাকে ظرف الزمان বলে। যেমন–

إِذْ - إِذَا - مَتٰى - كَيْفَ - أَيَّانَ - أَمْسِ - مُذْ - مُنْذُ

قَطُّ - عَوْضُ - قَبْلُ - بَعْدُ

قَبْلُ ও بَعْدُ মাবনী হবে যখন তা مُضَافٌ হবে এবং مُضَافٌ إِلَيْه টি مَحْذُوْفٌ مَنْوِيٌّ হবে। যেমন–

لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ - جَاءَ زَيْدٌ قَبْلُ (أَيْ قَبْلَ رَاشِدٍ مَثَلًا)

ظَرْفُ الْمَكَانِ ঃ যে ইসম স্থান বুঝায়, তাকে ظرف المكان বলে। যেমন– فَوْقُ - تَحْتُ - حَيْثُ - قُدَّامُ

فَوْقُ - تَحْتُ - قُدَّامُ এই শব্দ তিনটি মাবনী হবে যখন مُضَافٌ হবে এবং مُضَافٌ إِلَيْه টি مَحْذُوْفٌ مَنْوِيٌّ হবে। যেমন–

رَاشِدٌ فَوْقُ (اى فَوْقَ السَّقْفِ مَثَلًا) ـ رَاشِدٌ تَحْتُ (اى تَحْتَ الْمِرْوَحَةِ مَثَلًا)

<u>**أَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ**</u> ঃ ইঙ্গিত মূলক শব্দকে اسم الكناية বলে।

اسم الكناية দুই প্রকার–

১. সংখ্যার ইঙ্গিতের জন্য। যেমন–

اِشْتَرَيْتُ كَذَا كَذَا سَمَكًا - كَمْ كَمْ ضَرَبْتُ

২. কথার ইঙ্গিতের জন্য। যেমন–

قَالَ رَاشِدٌ كَيْتَ كَيْتَ - قَالَتْ فَاطِمَةُ ذَيْتَ ذَيْتَ

اَلْمُرَكَّبَاتُ الْبِنَائِيَّةُ ঃ যেমন–

تِسْعَ عَشَرَ - أَحَدَ عَشَرَ - لَيْلَ نَهَارَ - صَبَاحَ مَسَاءَ

প্রশ্নমালা

১. معرب ও مبنى এর পরিচয় উদাহরণসহ বুঝিয়ে বর্ণনা কর।

২. مبنى কত প্রকার ও কি কি? المبنى العارضى এর প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।

৩. المبنى المشابه কাকে বলে? তার অপর নাম কি এবং উহা কত প্রকার? প্রকারগুলোর নাম বর্ণনা কর।

৪. ضمير مرفوع متصل কাকে বলে? এর কয়টি ছিগা? ছিগাগুলো বর্ণনা কর।

৫. ضمير منصوب منفصل কাকে বলে? এর কয়টি ছিগা? ছিগাগুলো বর্ণনা কর।

৬. পাঁচ প্রকার যমীরে মোট কতটি ছিগা হয়? সবগুলো ছিগা বর্ণনা কর।

৬. اسم الفعل কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিবরণ দাও।

৭. اسم الصوت কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৮. اسماء الظروف কত প্রকার ও কি কি? تحت - فوق - بعد - قبل এই اسم গুলো কখন مبنى হবে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৯. اسم الكناية কাকে বলে। উহা কত প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং উপরে দাগ দেয়া কোন ইসমগুলো معرب এবং কোন ইসমগুলো مبنى এবং কেন তা বর্ণনা কর।

جَاءَ جَدُّنَا وَجَلَسَ عَلَى الْكُرْسِيِّ - نَحْنُ سَلَّمْنَا عَلَى جَدِّنَا وَجَلَسْنَا أَمَامَه - نَحْنُ نَحْتَرِمُ جَدَّنَا - هؤلاءِ عُلَمَاءُ - أَنَا دَعَوتُ هٰؤلاءِ إِلَى بَيْتِىْ - وَأَعْدَدْتُ لِهؤلاءِ طَعَامًا

২. নীচের বাক্যগুলো পড়, অর্থ বল এবং উপরে দাগ দেয়া কোন فعل গুলো مُعْرَبٌ এবং কোন فعل গুলো مَبْنِيٌّ এবং কেন তা বর্ণনা কর।

أَنَا أَنْصُرُ الصَّالِحَ دَائِمًا - وَلَمْ أَنْصُرِ الْفَاسِقَ قَطُّ - وَلَنْ أَنْصُرَ الْفَاسِقَ أَبَدًا - لَأَنْصُرَنَّ الصَّالِحَ دَائِمًا - أَيَّتُهَا الْمُسْلِمَاتُ! لِمَ لَاتَسْمَعْنَ كَلَامَ الرَّسُوْلِ وَلَا تَقْعُدْنَ فِى الْبُيُوتِ - أَرْجُو أَنْ تَسْمَعْنَ كَلَامَ الرَّسُولِ - إِنْ تَسْمَعْنَ كَلَامَ الرَّسُولِ لَتَسْعَدْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

৩. নীচের বাক্যগুলো পড়, এবং অর্থ বল। অতঃপর দাগ দেয়া শব্দগুলো কোন প্রকারের مبنى তা বর্ণনা কর।

خَرَجَ رَاشِدٌ مِنَ الْبَيْتِ وَذَهَبَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ - هُوَ ذَهَبَ إِلَيْهَا لِلْقِرَاءَةِ - يَا فَاطِمَةُ! أَيْنَ صَدِيْقَاتُكِ؟ هَلْ تَذْهَبْنَ الْيَومَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ قُلْتُ لِهٰذَا الْوَلَدِ: وَاللّٰهِ دُونَكَ كِتَابَ اللّٰهِ فَاقْرَأْه - وَعَلَيْكَ بِالْعَمَلِ فِى حُكْمِ اللّٰهِ - فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْعَمَلِ وَغَيْرِ الْعَمَلِ - قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - هٰؤلاءِ يَلْعَبُونَ صَبَاحَ مَسَاءَ وَنَحْنُ نَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ - نَزَلَ الْمَطَرُ بَعْدُ- فَقَالَ أَبِى بَخٍّ بَخٍّ! هٰذه نِعْمَةُ اللّٰهِ تَنْزِلُ عَلَيْنَا - اَلنِّسَاءُ اللَّاتِى فِى الْبُيُوتِ صَالِحَاتٌ۔

الدرس الرابع

المعرفة والنكرة وأقسام المعرفة

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে اسم দুই প্রকার। যথাঃ معرفة ও نكرة

اَلْمَعْرِفَةُ وَأَقْسَامُهَا ঃ যে ইসম নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাকে معرفة বলে। معرفة সাত প্রকার। যথা–

১. اَلضَّمَائِرُ যেমনঃ أَنْتَ مُؤَدَّبٌ – هُوَ يَخَافُ اللّٰهَ – أَنَا تِلْمِيْذٌ

২. اَلأَعْلَامُ যেমনঃ فَاطِمَةُ بِنْتٌ مُؤَدَّبَةٌ – رَاشِدٌ تِلْمِيْذٌ

৩. أَسْمَاءُ الإِشَارَتِ যেমনঃ – تِلْكَ شَجَرَةٌ – ذٰلِك بَيْتٌ وَاسِعٌ
هٰذِهِ مَدِيْنَةٌ نَظِيْفَةٌ

৪. اَلأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَاتُ যেমনঃ أَنْصُرُ مَنْ نَصَرَكَ – أُحِبُّ الَّذِى يُحِبُّنِىْ

৫. اَلْمُعَرَّفُ بِالأَلِفِ وَاللَّام যেমনঃ لَعِبْتُ بِالْكُرَةِ، اِقْرَأِ الْكِتَابَ

৬. اَلْمُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ إِلٰى الْخَمْسَةِ الْمَذْكُوْرَةِ যেমনঃ
كِتَابُ خَالِدٍ جَمِيْلٌ – أَيْنَ سَيَّارَتُكَ

৭. اَلْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ যেমনঃ يَاعَائِشَةُ – يَا خَالِدُ

اَلنَّكِرَةُ ঃ যে ইসম অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাকে نَكِرَةٌ বলে। যেমনঃ ذَهَبَ تِلْمِيْذٌ إِلٰى السُّوقِ – سَرَقَ سَارِقٌ ثَوْبًا – اِشْتَرَيْتُ قَلَمًا

المذكر و المؤنث وأقسام المؤنث

اَلْمُذَكَّرُ ঃ যে ইসমে مؤنث এর কোন আলামত নেই, তাকে مُذَكَّرٌ বলে।

اَلْـمُـؤَنَّـثُ ঃ যে ইসমে مؤنث এর কোন আলামত আছে, তাকে مُؤَنَّثٌ বলে।

مؤنث এর আলামত তিনটি।

১. ة (গোল তা) যেমন- فَاطِمَةُ - سَيَّارَةٌ - اِمْرَأَةٌ

২. أَلِفُ مَقْصُوْرَةٌ যেমন - صَغِيْرَةٌ لَيْلٰى طِفْلَةٌ - اَلدُّنْيَا فَانِيَةٌ

৩. أَلِفُ مَمْدُوْدَةٌ যেমন- اَلسَّمَآءُ زَرْقَاءُ - هٰذِهِ وَرْدَةٌ حَمْرَاءُ

اَلْـمُـؤَنَّـثُ السَّمَـاعِـىُّ ঃ যে اسم এর শেষে مؤنث এর কোন আলামত নেই অথচ আরবরা مـــؤنـــث রূপে ব্যবহার করে, তাকে المؤنث السماعى বলে। যেমন-

طَلَعَتِ الشَّمْسُ - اَلأَرْضُ وَاسِعَةٌ - هٰذِهِ عَيْنٌ جَارِيَةٌ

أقسام المؤنث

مُؤَنَّثٌ দুই প্রকার। যথাঃ

مُؤَنَّثٌ لَفْظِىٌّ ও مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِىٌّ

প্রাণীবাচক মৌনث কে مؤنث حقيقى বলে। যেমন-

عَائِشَةُ امْرَأَةٌ شَرِيْفَةٌ - أَكَلْتُ لَحْمَ الدَّجَاجَةِ

অপ্রাণীবাচক مؤنث কে مؤنث لفظى বলে। যেমন-

ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ - خَرَجَتْ فَاطِمَةُ مِنَ الْحُجْرَةِ

প্রশ্নমালা

১. নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে اسم কত প্রকার ও কি কি?

২. معرفة কাকে বলে? معرفة কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩. نكرة কাকে বলে। উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. مذكر ও مؤنث এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর এবং مؤنث এর আলামত কয়টি ও কি কি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫. المؤنث السماعى কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কোন শব্দটি معرفة ও কোন শব্দটি نكرة তা নির্ণয় কর।

مَاتَ رَجُلٌ فِى الطَّرِيْقِ - أَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ وَدَعَوْتُ لَهُ - اِشْتَرٰى خَالِدٌ لِوَلَدِهِ قَلَمًا وَ كُرَّاسَةً - حَفِظْتُ الْيَوْمَ صَفْحَةً مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ - أَنْتَ مُعَلِّمٌ وَأَنَا تِلْمِيْذٌ - سَقَطَتْ فَاكِهَةٌ مِنَ الشَّجَرَةِ - غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَظَهَرَ الْقَمَرُ - يَوْمٌ فِىْ عَمَلٍ خَيْرٌ مِنْ يَوْمٍ فِىْ لَعِبٍ - أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ مَسْجِدٌ كَبِيْرٌ - أَنْتَ وَلَدٌ نَجِيْبٌ - تِلْكَ مَدْرَسَةٌ أَهْلِيَّةٌ

نَجِيْبٌ ج نُجَبَاءُ – সম্ভ্রান্ত। مَدْرَسَةٌ أَهْلِيَّةٌ-একটি কওমী মাদরাসা।

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর দাগ দেয়া শব্দগুলো কোন প্রকারের معرفة তা বর্ণনা কর।

مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم) رَسُولُ اللّٰهِ - أَنْتَ صَدِيْقِىْ وَأَنَا صَدِيْقُكَ - هَلْ سَافَرْتَ إِلى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ - لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ - مَاتَ الشَّابُّ الَّذِىْ جَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ - دَاكَا عَاصِمَةُ بَنْغَلَادِيش - هٰذَا مَسْجِدُ الْعَاصِمَةِ - يَارَفِيقُ! اِلْعَبْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَاتَلْعَبْ بَعْدَ الظُّهْرِ - يَا تِلْمِيْذُ! إِقْرَأْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৩. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ কর অতঃপর কোন اسم টি مذكر ও কোন اسم টি مونث তা নির্ণয় কর। مؤنث হলে তাতে কি আলামত বিদ্যমান তা বল।

سَلْمَانُ تِلْمِيْذٌ ذَكِىٌّ - فِىْ يَدِهِ حَقِيْبَةٌ جَدِيْدَةٌ - فِى الْحَقِيْبَةِ كِتَابٌ وَقَلَمٌ وَكُرَّاسَةٌ - تَفَتَّحَتْ وَرْدَةٌ حَمْرَاءُ فِى حَدِيْقَةِ عَائِشَةَ - اُنْظُرْ إِلى الصَّحْرَاءِ الْمُتَرَامِيَةِ وَانْظُرْ إِلى السَّمَاءِ الزَّرْقَاءِ وَفَكِّرْ مَنْ خَلَقَ هٰذَا الْكَوْنَ؟ إِنَّ هٰذِهِ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ - قَرَأَ هٰذَا الْوَلَدُ مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ قِصَّةَ الْهِجْرَةِ - وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ - أَنَا أُحِبُّ صُحْبَةَ الصَّالِحِيْنَ - كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ - اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهَنَّمَ وَعَذَابِهَا - اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا

৪. উল্লেখিত বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত مؤنث গুলোর মাঝে কোনটি حقيقى কোনটি لفظى কোনটি سَمَاعِى তা নির্ণয় কর।

وَرْدَةٌ حَمْرَاءُ – একটি লাল গোলাপ ফুল। اَلْمُتَرَامِيَةُ – দিগন্ত বিস্তৃত।
اَلْكَوْنُ – নিখিল বিশ্ব।

الدرس الخامس

المفرد والمثنى والجمع وأقسام الجمع

সংখ্যা হিসেবে اسم তিন প্রকার। যথাঃ اَلْمُفْرَدُ, اَلْمُثَنَّى ও اَلْجَمْعُ

المفرد ঃ যে اسم একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বুঝায়, তাকে مُفْرَدٌ বলে। যেমন- جَاءَ تِلْمِيْذٌ - عِنْدِىْ قَلَمٌ

المثنى ঃ যে اسم দু'জন ব্যক্তি বা দু'টি বস্তুকে বুঝায়, তাকে مُثَنًّى বলে। যেমন-

ذَهَبَ الْوَلَدَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ - قَرَأْتُ قِصَّتَيْنِ مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ

الجمع ঃ যে اسم দু'য়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাকে جَمْعٌ বলে। যেমন- ذَهَبَ الْمُسْلِمُوْنَ إِلى الْجِهَادِ - مَاتَتِ الْأَشْجَارُ

أقسام الجمع باعتبار اللفظ

جمع দুই প্রকার। যথাঃ جَمْعُ التَّكْسِيْرِ ও جَمْعُ التَّصْحِيْحِ

جمع التكسير ঃ مفرد এর রূপ পরিবর্তন করে যে جمع গঠন করা হয়, তাকে جمع التكسير বলে।

যেমন- كِتَابٌ থেকে كُتُبٌ এবং رَجُلٌ থেকে رِجَالٌ

جمع التكسير এর ثلاثى এর কোন নির্ধারিত ওজন নেই। আরবদের থেকে শোনার উপর তা নির্ভরশীল। তবে ইসিমটি رباعى বা خماسى হলে তা فَعَالِلُ এর ওজনে আসে।

যেমন- جَعْفَرٌ থেকে جَعَافِرُ، جَحْمَرِشٌ থেকে جَحَامِرُ

جمع التصحيح ঃ مفرد এর রূপ পরিবর্তন না করে যে جمع গঠন করা হয় তাকে جمع التصحيح বলে। جمع التصحيح কে الجمع السالم ও বলা হয়।

جمع التصحيح দুই প্রকার। যথাঃ

جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ ও جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ

جمع المذكر السالم ঃ مفرد এর রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে শেষে واو ও نون বা ياء ও نون যোগ করে যে جمع গঠন করা হয়,তাকে جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ বলে। যেমন–

اَلْمُسْلِمُوْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

جمع المونث السالم ঃ مفرد এর রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে শেষে الف ও تا যোগ করে যে جمع গঠন করা হয় তাকে جمع المونث السالم বলা হয়। যেমন, تَصُومُ الْمُسْلِمَاتُ - تَابَتِ الْمُشْرِكَاتُ

أقسام الجمع باعتبار العدد

جمع দুই প্রকার। যথাঃ جَمْعُ الْقِلَّةِ ও جَمْعُ الْكَثْرَةِ

جمع القلة ঃ যে جمع দশ ও দশের কম সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়, তাকে جَمْعُ الْقِلَّةِ বলে। جمع القلة এর চারটি ওজন।

১. أَفْعُلٌ যেমন– أَشْهُرٌ - أَكْلُبٌ

২. أَفْعَالٌ যেমন– أَقْوَالٌ - أَسْمَاكٌ

৩. أَفْعِلَةٌ যেমন– أَحْذِيَةٌ - أَعْوِنَةٌ

৪. فِعْلَةٌ যেমন– إِخْوَةٌ - غِلْمَةٌ

جمع المذكر السالم ও جمع المؤنث السالم যখন ألف ও لام মুক্ত হয় তখন তা جمع القلة হয়। আর ألف ও لام যুক্ত হলে তা جمع الكثرة হয়। যেমন-

خَرَجَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ الْحُجْرَةِ - خَرَجَ مُسْلِمُوْنَ مِنَ الْحُجْرَةِ

جمع الكثرة ঃ যে جمع দশের উর্ধ্ব সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তাকে جَمْعُ الْكَثْرَةِ বলে। যেমন- كُتُبٌ - بُيُوْتٌ - مَسَاجِدُ -

جمع القلة এর ওজন ছাড়া বাকী সব ওজনই جمع الكثرة এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে একটি ওজনকে আরেকটির জায়গায়ও ব্যবহার করা হয়। যেমন- فِيْ بَنْغَلَادِيْش أَنْهَارٌ كَثِيْرَةٌ - فِى الْقَرْيَةِ ثَلَاثَةُ مَسَاجِدَ

প্রশ্নমালা

১. সংখ্যা হিসাবে اسم কত প্রকার ও কি কি?

২. المفرد، المثنى ও الجمع কাকে বলে? প্রত্যেকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বর্ণনা কর।

৩. دعا خالد أصدقائه এখানে أصدقاء শব্দটি جمع হল কিভাবে?

৪. শব্দ হিসাবে جمع কত প্রকার? جمع التكسير গঠন করার পদ্ধতি কি? رباعى বা خماسى কে কোন ওজনে جمع التكسير বানানো হয়।

৫. جمع التصحيح এর সংজ্ঞা কি? তা কত প্রকার বর্ণনা কর।

৬. جمع المذكر السالم কাকে বলে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৭. সংখ্যা হিসাবে جمع কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও।

৮. جمع القلة এর কয়টি ওজন? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৯. سُيُوفٌ এবং ظِلَالٌ এ বাক্যটিতে اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ এই শব্দ দু'টি কোন প্রকারের جمع তা বর্ণনা কর।

১০. اَلْمُؤْمِنُونَ এই শব্দটি جمع المذكر السالم এবং اَلْمُؤْمِنَاتُ এই শব্দটি جمع المؤنث السالم কেন, তা বুঝিয়ে বল।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। তারপর مفرد، مثنى ও جمع শব্দগুলোকে চিহ্নিত কর।

اَلْمُؤْمِنُ لَايَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ - يَدْخُلُ الْمُسْلِمُونَ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُ الْكَافِرُونَ النَّارَ - ذَهَبْتُ لِعِيَادَةِ مَرِيْضَيْنِ - اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ-إِنَّ أَصْحَابَ الرَّسُوْلِ سَقَوْا شَجَرَةَ الْإِسْلَامِ بِدِمَاءِ صُدُورِهِم - قَالَتِ الْأُمُّ لَاتُجَالِسِ الْفُسَّاقَ أَبَداً - اُكْتُبِ اسْمَكَ فِى الْكُرَّاسَةِ - غَسَلْتُ الْيَوْمَ قَمِيْصًا وَقَلَنْسُوَةً وَ مِنْدِيْلَيْنِ - شَرِبَ الظَّمْأنُ كُوْبَيْنِ مِنَ الْمَاءِ

২. নীচের শব্দগুলোর مثنى তৈরী করে পড় এবং কোনটি جمع القلة ও কোনটি جمع الكثرة বল।

مفرد	مثنى	جمع
نَفْسٌ		أَنْفُسٌ
كَاتِبٌ		كَتَبَةٌ
عِنَبٌ		أَعْنَابٌ
غُلَامٌ		غِلْمَةٌ
مُسْلِمٌ		مُسْلِمُونَ

الدرس السادس

إعراب الاسم

اسم এর إعراب তিনটি। যথাঃ رَفْعٌ, نَصْبٌ ও جَرٌّ

رَفْعٌ পাঁচ ভাবে দেয়া হয়। যথাঃ

১. اَلضَّمَّةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা ২. اَلضَّمَّةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা

৩. اَلْوَاوُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা ৪. اَلْوَاوُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা

৫. أَلِفٌ দ্বারা ।

نَصْبٌ ছয় ভাবে দেয়া হয়। যথাঃ

১. اَلْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা ২. اَلْفَتْحَةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা

৩. فَتْحَةٌ পূর্ব يَاء দ্বারা ৪. كَسْرَةٌ পূর্ব يَاء দ্বারা

৫. كَسْرَةٌ দ্বারা ৬. أَلِفٌ দ্বারা।

جَرٌّ পাঁচ ভাবে দেয়া হয়। যথাঃ

১. اَلْكَسْرَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা ২. اَلْكَسْرَةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা

৩. فَتْحَةٌ পূর্ব يَاء দ্বারা ৪. كَسْرَةٌ পূর্ব يَاء দ্বারা

৫. فَتْحَةٌ দ্বারা।

إعراب দুই ভাবে দেয়া হয়।

১. حُرُوْفٌ দ্বারা ২. حَرَكَاتٌ দ্বারা।

অবস্থা ভেদে اِسْمٌ مُعْرَبٌ বা اِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ إعراب দেয়ার নিয়মানুযায়ী ষোল প্রকার। এই ষোল প্রকারকে নয় পদ্ধতিতে إعراب দেয়া হয়।

اَلْإِعْرَابُ بِالْحَرَكَاتِ এর তিন পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি : رفع হবে اَلضَّمَّةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা, نصب হবে اَلْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা। جر হবে اَلْكَسْرَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা।

এই পদ্ধতি তিন প্রকার اِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ এর সাথে প্রযোজ্য।

১. اَلصَّحِيْحُ الْمُنْصَرِفُ الْمُفْرَدُ যেমন- زَيْدٌ - كِتَابٌ - مَكْتَبٌ

২. اَلْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ الْجَارِى مَجْرَى الصَّحِيْحِ যেমন- دَلْوٌ - ظَبْيٌ

৩. اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ যেমন- رِجَالٌ - أَطْفَالٌ

সুতরাং বলা হবে- جَاءَ زَيْدٌ و دَلْوٌ و رِجَالٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا و دَلْوًا وَ رِجَالًا -

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ ورِجَالٍ

দ্বিতীয় পদ্ধতি : رفع হবে اَلضَّمَّةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা, نصب ও جر হবে اَلْكَسْرَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা।

এই পদ্ধতি শুধুমাত্র جمع مؤنث سالم এর সাথে প্রযোজ্য।

যেমন- هُنَّ مُسْلِمَاتٌ - رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ

তৃতীয় পদ্ধতি : رفع হবে اَلضَّمَّةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা। نصب ও جر হবে اَلْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা।

এই পদ্ধতি শুধুমাত্র غَيْرُ الْمُنْصَرِف এর সাথে প্রযোজ্য।

যেমন- جَاءَ أَحْمَدُ - رَأَيْتُ أَحْمَدَ - مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ

اَلْإِعْرَابُ بِالْحُرُوْفِ এর তিন পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি : رفع হবে اَلْوَاوُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে ألف দ্বারা। جر হবে ياء দ্বারা।

এই পদ্ধতি ছয়টি ইসমের সাথে প্রযোজ্য, যখন তা ياء متكلم ছাড়া অন্য কিছুর দিকে إضافة হবে।

ইসম ছয়টি হল, أَبٌ - أَخٌ - حَمٌ - هَنٌ - فُوْ - ذُوْ

যেমন, جَاءَ أَبُوكَ - رَأَيْتُ أَبَاكَ - مَرَرْتُ بِأَبِيْكَ

দ্বিতীয় পদ্ধতি : رفع হবে اَلْأَلِفُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা। جر ও نصب হবে ياء পূর্ব فَتْحَة দ্বারা।

এই পদ্ধতি তিন প্রকার اسم এর সাথে প্রযোজ্য।

১. اَلتَّثْنِيَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ এর সাথে। যেমন– قَلَمَانِ - رَجُلَانِ

২. اَلتَّثْنِيَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ[১] এর সাথে। যথা– كِلَا - كِلْتَا

৩. اَلتَّثْنِيَةُ الصُّوْرِيَّةُ এর সাথে। যথা– اِثْنَانِ - اِثْنَتَانِ

সুতরাং বলা হবে– جَاءَ رَجُلَانِ وَكِلَاهُمَا وَاِثْنَانِ

رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ وكِلَيْهِمَا وَاِثْنَيْنِ - مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ وكِلَيْهِمَا وَاِثْنَيْنِ

তৃতীয় পদ্ধতি : رفع হবে واو পূর্ব ضمة দ্বারা এবং جر ও نصب হবে ياء পূর্ব كسرة দ্বারা।

এই পদ্ধতি তিন প্রকার اسم এর সাথে প্রযোজ্য।

১. اَلْجَمْعُ الْحَقِيْقِيُّ এর সাথে। যেমন– مُسْلِمُوْنَ - مُشْرِكُوْنَ

২. اَلْجَمْعُ الْمَعْنَوِيُّ এর সাথে। যথা– أُوْلُوْ

---

১. যখন ضمير এর দিকে এযাফত হবে।

৩. اَلْجَمْعُ الصُّوْرِيُّ এর সাথে। যথা- عِشْرُوْنَ থেকে تِسْعُوْنَ

সুতরাং বলা হবে- جَاءَ مُسْلِمُوْنَ وَأُولُو مَالٍ وَ عِشْرُوْنَ

رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ وَأُولِى مَالٍ وَعِشْرِيْنَ

مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ وَأُولِى مَالٍ وَعِشْرِيْنَ

اَلْإِعْرَابُ بِالْحَرَكَاتِ التَّقْدِيْرِيَّةِ وَالْحُرُوْفِ التَّقْدِيْرِيَّةِ এর তিন পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতিঃ رفع হবে اَلضَّمَّةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে اَلْفَتْحَةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। جر হবে اَلْكَسْرَةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। বাহ্য দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় একই রকম হবে।

এই পদ্ধতি দুই প্রকার اسم এর সাথে প্রযোজ্য।

১. اَلإِسْمُ الْمَقْصُوْرُ এর সাথে। যেমন- لَيْلٰى - مُوْسٰى - سَلْمٰى

২. جمع مذكر سالم ছাড়া অন্য কোন ইসম ياء متكلم এর দিকে এযাফত হলে তার সাথে। যেমন- كِتَابِىْ - أَصْدِقَائِىْ

যে اسم এর শেষে أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ হয়, তাকে اَلإِسْمُ الْمَقْصُوْرُ বলে।

সুতরাং বলা হবে- جَاءَ مُوْسٰى وَ وَلَدِىْ - رَأَيْتُ مُوْسٰى وَ وَلَدِىْ

مَرَرْتُ بِمُوْسٰى وَ وَلَدِىْ

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ رفع হবে اَلضَّمَّةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে اَلْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা। جر হবে اَلْكَسْرَةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। এই পদ্ধতি শুধুমাত্র اَلإِسْمُ الْمَنْقُوْصُ এর সাথে প্রযোজ্য।

যে اسم এর শেষে كسرة পূর্ব ياء হয় তাকে اَلإِسْمُ الْمَنْقُوْصُ বলে।

যেমন, جَاءَ الْقَاضِىْ - رَأَيْتُ الْقَاضِىَ - مَرَرْتُ بِالْقَاضِىْ

তৃতীয় পদ্ধতি : رفع হবে اَلْوَاوُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা এবং نصب ও جر হবে ياء পূর্ব كسرة দ্বারা।

এই পদ্ধতি جمع مذكر سالم এর সাথে প্রযোজ্য হবে,যখন তা ياء متكلم এর দিকে إضافة হবে।

যেমন, هٰولاءِ مُسْلِمِيَّ - رَأَيْتُ مُسْلِمِيَّ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيَّ

এখানে هٰولاءِ مُسْلِمِيَّ এর مُسْلِمِيَّ শব্দটি আসলে مُسْلِمُوْنَ يَ ছিল। إضافة এর কারণে نُوْنٌ পড়ে مُسْلِمُوْيَ হয়েছে। এখন ياء এবং واو একত্রিত হয়ে প্রথমটি ছাকিন হয়েছে। তাই واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে ياء কে ياء এর মাঝে ইদগাম করা হয়েছে। তারপর ياء এর মুনাছাবাতে ضمة কে كسرة দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে مُسْلِمِيّ হয়েছে।

এখানে মোট নয়টি পদ্ধতি বর্ণনা করা হল। এভাবে ষোল প্রকার اسم কে নয় পদ্ধতিতে إعراب দেয়া হয়।

প্রশ্নমালা

১. رفع، نصب ও جر কত ভাবে দেয়া যায়? তা কি কি বর্ণনা কর।

২. الإعراب بالحركات এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৩. الإعراب بالحروف এর প্রথম ও তৃতীয় পদ্ধতি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. ইসম ছয়টি কি কি? কখন এই ইসমগুলোতে إعراب بالحروف এর প্রথম পদ্ধতির إعراب প্রয়োগ করা যাবে?

৫. التثنية المعنوية এবং التثنية الصورية বলতে কি বুঝ?

৬. الجمع المعنوى এবং الجمع الصورى বলতে কি বুঝ?

৭. الإعراب بالحركات التقديرية والحروف التقديرية এর প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৮. الإعراب بالحركات التقديرية والحروف التقديرية এর তৃতীয় পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৯. الاسم المقصور ও الاسم المنقوص কাকে বলে?

১০. هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِيَّ এর مُسْلِمِيَّ এর প্রকৃত রূপ কি ছিল এবং কিভাবে এরূপ ধারণ করেছে তা বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের শব্দগুলো পড় এবং কোন্ পদ্ধতিতে তার إعراب দেয়া হবে তা বর্ণনা কর।

اَلْمُعلّمونَ ـ طَالِبَاتٌ ـ عَلَم ـ آدمُ ـ أَسْمَاكٌ ـ فُوْكَ ـ لَيْلٰى ـ كِلْتَا

بَيْتِىْ ـ ثَمَانُوْنَ ـ زَكَرِيَّا ـ عَائِشَةُ ـ فَرَسٌ ـ دَارَانِ ـ أُولُو شَرَفٍ

ذُوْ مَالٍ ـ قَلَنْسُوَتَانِ ـ مَدِيْنَةٌ ـ كِتَابِى ـ اَلْقَاضِى ـ كِلَا الرَّجُلَيْنِ

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর দাগ দেয়া শব্দগুলোতে কোন্ পদ্ধতিতে إعراب দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা কর।

ذَهَبَ صَدِيْقِىْ إِلٰى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ـ أَرْسَلَ اللهُ مُوْسٰى إِلٰى فِرْعَوْنَ

أُولُو الْعِلْمِ يُحِبُّوْنَ الْعِلْمَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَالِ ـ جَاءَ أَخُو خَالِدٍ وَسَلَّمَ عَلٰى

أَبِىْ بَكْرٍ ـ اِحْتَرَقَ ثَوْبَانِ كِلَاهُمَا ـ اَلْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

صَادَ صَيَّادٌ ظَبْيًا ـ تَفَتَّحَتِ الزُّهُوْرُ فِى الْحَدَائِقِ ـ أَلْقٰى نَمْرُوْدُ

إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى النَّارِ ـ فَأَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهَا ـ صُمْتُ ثَلَاثِيْنَ

يَوْمًا فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ـ ذُو الْعَقْلِ يَحْتَرِمُ ذَا الْعَقْلِ ـ اِشْتَرٰى وَلَدَانِ

كِتَابَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ ـ

৩. বাম দিকের উপযুক্ত শব্দ দিয়ে ডান দিকের শূন্যস্থান পূরণ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন্ পদ্ধতিতে إعراب দিয়েছ তা বল।

١ ـ تُسْئَلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ	وَلَدَانِ
٢ ـ هٰؤُلَاءِ النَّاسُ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ	اَلْمُخْلِصُوْنَ
٣ ـ .... مِنَّا وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللهِ	أَعْمَالِكُمْ
٤ ـ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ .... مِنْ عِبَادِه	اَلْيَتَامٰى
٥ ـ غَضِبَ عَلٰى .... مَحْمود	حَمْرَاءُ
٦ ـ جَلَسَتِ الْفَرَاشَةُ عَلٰى وَرْدَةٍ	اَلسَّعْىُ

الــدرس الــسـابــع

إعـراب الـفـعـل الـمـضـارع

الـفـعـل الـمـضـارع إعـراب এর তিনটি। যথাঃ رَفْعٌ, نَصْبٌ ও جَزْمٌ

الـفـعـل الـمـضـارع এর إعـراب দেয়ার পদ্ধতি চারটি

<u>প্রথম পদ্ধতি</u> ঃ رفــع হবে نُوْنُ الْإِعْرَابِ দ্বারা। نَصَبٌ ও جَزْمٌ হবে نُوْنُ الْإِعْرَابِ হযফ করা দ্বারা।

এই পদ্ধতি نُوْنُ الإِعْرَابِ যুক্ত সাতটি ছিগার সাথে প্রযোজ্য।

نُوْنُ الإِعْرَابِ যুক্ত সাতটি ছিগা হল–

১. تثنية مذكر غائب ২. تثنـيـة مؤنث غـائـب ৩. تـثـنـيـة مذكر حاضر

৪. تـثـنـيـة مـؤنث حـاضـر ৫. جـمـع مـذكـر غـائـب ৬. جـمـع مـذكـر حــاضـر

৭. واحد مؤنث حاضر

সুতরাং বলা হবে– يَذْهَبُوْنَ - لَنْ يَذْهَبُوا - لَمْ يَذْهَبُوا

يَذْهَبَانِ - لَنْ يَذْهَبَا - لَمْ يَذْهَبَا

تَذْهَبِيْنَ - لَنْ تَذْهَبِىْ - لَمْ تَذْهَبِىْ

<u>দ্বিতীয় পদ্ধতি</u> ঃ رفـع হবে ضَمَّـة দ্বারা। نـصـب হবে فَتْحَة দ্বারা। جَزْم হবে سُكُون দ্বারা।

এই পদ্ধতি الـمـفـرد الـصـحـيـح এর চারটি ছিগা ও جـمـع الـمـتـكـلـم এর সাথে প্রযোজ্য।

الصحيح المفرد এর চারটি ছিগা হল–

১. واحد مذكر غائب ২. واحد مؤنث غائب

৩. واحد مذكر حاضر 8. واحد متكلم

সুতরাং বলা হবে, يَذْهَبُ - لَنْ يَذْهَبَ - لَمْ يَذْهَبْ

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ رفع হবে اَلضَّمَّةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে اَلْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা। جزم হবে লাম কালিমা حَذْفٌ করা দ্বারা।

এই পদ্ধতি اَلنَّاقِصُ الْيَائِيُّ ও اَلنَّاقِصُ الْوَاوِيُّ এর مفرد এর চার ছিগা এবং جمع متكلم এর সাথে প্রযোজ্য।

সুতরাং বলা হবে, يَغْزُوْ - لَنْ يَغْزُوَ - لَمْ يَغْزُ

يَرْمِيْ - لَنْ يَرْمِيَ - لَمْ يَرْمِ

চতুর্থ পদ্ধতি ঃ رفع হবে اَلضَّمَّةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে اَلْفَتْحَةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। جزم হবে লাম কালিমা حذف করা দ্বারা।

এই পদ্ধতি اَلنَّاقِصُ الْأَلِفِيُّ এর مفرد এর চার ছিগা এবং جمع متكلم এর সাথে প্রযোজ্য। সুতরাং বলা হবে, يَرْضٰى - لَنْ يَرْضٰى - لَمْ يَرْضَ

প্রশ্নমালা

১. فعل مضارع এর إعراب কয়টি ও কি কি? কয়টি পদ্ধতিতে فعل مضارع কে إعراب দেয়া হয়।

২. نُوْنُ الْإِعْرَابِ যুক্ত সাতটি ছিগা কি কি বর্ণনা কর।

৩. فعل مضارع কে إعراب দেয়ার প্রথম পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. فعل مضارع কে إعراب দেয়ার তৃতীয় পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৫. فعل مضارع কে إعراب দেয়ার চতুর্থ পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৬. يَذْهَبْنَ ও تَذْهَبْنَ এই فعل দুটির শেষের নূন সম্পর্কে কি জান বল?

অনুশীলনী

১. নিম্নে বর্ণিত فعل مضارع গুলোকে কোন পদ্ধতিতে إعراب দেয়া হবে এবং نصب ও جزم অবস্থায় কেমন হবে তা বর্ণনা কর।

يَقْتُلُ - تَلْعَبَانِ - يَرْضٰى - يَمْشُوْنَ - يَتَعَلَّمَانِ - أَحْفَظُ

نُصَلِّى - تَذْهَبِيْنَ - تَنْسٰى - تَتْلِيْنَ - نُجَاهِدُ - تَبْكُوْنَ - أُنَادِىْ

تَنْجُوْ - يَقْطَعَانِ - يَرْمِىْ - تَعْلَمُوْنَ - تُلْقِىْ - تَفْهَمِيْنَ - أَخِيْطُ

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং তরজমা কর। তারপর দাগ দেয়া فعل مضارع গুলোকে কোন পদ্ধতিতে এবং কিভাবে نصب ও جزم দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা কর।

لَاتَأْكُلْ وَأَنْتَ شَبْعَانُ - لَنْ يَفُوْزَ الْكَسْلَانُ - لَمْ يَحْفَظْ مُحَمَّدٌ دَرْسَهٗ - أُرِيْدُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ - أَرْجُوْأَنْ تَتَعَلَّمُوا اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ - يَجِبُ أَنْ تَخْشَوْا رَبَّكُمْ - لَاتُسْرِعْ فِي السَّيْرِ - مَشَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَمَّا تَتْعَبُوْا - يَا فَاطِمَةُ! تَوَضَّأِىْ لِتَتْلِىْ الْقُرْآنَ - وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ - أَيْنَمَا تَكُوْنُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ - لَمْ تَرْضَ عَنْكَ أُمُّكَ - إِنْ تَتَّبِعُوا سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ تَهْتَدُوا - لَمْ يَقْبِضَا عَلَى اللِّصِّ - إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا - لَنْ أُرَحِّبَ بِكَ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ!

الدرس الثامن

عوامل الإعراب

إعراب এর عامل সমূহ দুই প্রকার।

১. اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّةُ (উচ্চারিত আমেলসমূহ)।

২. اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ (অনুচ্চারিত আমেলসমূহ)।

العوامل اللفظية তিন প্রকার

اَلْأَسْمَاءُ الْعَامِلَةُ ,اَلأَفْعَالُ الْعَامِلَةُ ,اَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ

الحروف العاملة এর আলোচনা

الحروف العاملة দুই প্রকার।

اَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِى الْفِعْلِ ,اَلْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِى الْاِسْمِ

الحروف العاملة فى الاسم

اسم এ আমল দানকারী হরফসমূহ পাঁচ প্রকার

প্রথম প্রকার حُرُوفُ الْجَرِّ

حروف الجر সতেরটি। যথাঃ

ب - ت - ك - ل - و - منذ - مذ - خلا

رب - حاشا - من - عدا - فى - عن - على - حتى - إلى

ت، و، ب এই তিনটি হরফ কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ت হরফটি শুধুমাত্র اَللّٰه শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

تَاللّٰهِ - بِاللّٰهِ - وَالسَّمَاءِ

مُنْذُ ও مُذْ হরফ দুটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সময়কাল বা সূচনাকাল বুঝায়।

সময়কাল যেমন– أَنَا صَائِمٌ - فَمَا أَكَلْتُ وَمَا شَرِبْتُ مُذْ طُلُوعِ الْفَجْرِ

সূচনাকাল যেমন– مَارَأَيْتُكَ يَاخَالِدُ اَمُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

رُبَّ এই হরফটি স্বল্পতা বা প্রচুরতা বুঝায় এবং সমস্ত حرف جر এর মধ্যে একমাত্র رب হরফটি فعل এর সাথে متعلق হওয়া সত্ত্বেও فعل এর পূর্বে মুবতাদার শুরুতে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

رُبَّ رَجُلٍ قُتِلَ فِى اْلحَرْبِ - رُبَّ تِلْمِيْذٍ مُجْتَهِدٍ اِلْتَحَقَ بِالْمَدْرَسَةِ

এই حرف جر গুলো اسم এর শুরুতে এসে শেষে جر দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ

الحروف المشبهة بالفعل ছয়টি। যথাঃ

إِنَّ - أَنَّ - كَأَنَّ - لَيْتَ - لٰكِنَّ - لَعَلَّ

এই حرف গুলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর শুরুতে এসে মুবতাদাকে نصب দেয় এবং خبر কে رفع দেয়। তখন মুবতাদাকে সেই হরফের ইসম আর খবরকে সেই হরফের খবর বলে।

إِنَّ ও أَنَّ এই হরফ দুটি পরবর্তী জুমলায় দৃঢ়তা ও তাকীদের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন– إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ _ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

كَأَنَّ এই হরফটি তার اسم কে খবরের সাথে তুলনা করে। যেমন–

كَأَنَّكَ عُمَرُ فِىْ هٰذَا الزَّمَانِ _ كَأَنَّ رَاشِدًا أَسَدٌ

لَيْتَ এই হরফটি পরবর্তী জুমলা সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। তবে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি ঘটা সম্ভব হতে পারে, অসম্ভবও হতে পারে।

সম্ভব, যেমন– لَيْتَ رَاشِدًا رَئِيْسَ الْبِلَادِ

অসম্ভব, যেমন– لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ

لٰكِنَّ এই হরফটি পূর্ববর্তী জুমলা থেকে সৃষ্ট ভুল ধারণা দূর করে। যেমন, اَلْحَيَاةُ فَانِيَةٌ ولٰكِنَّ الْأَعْمَالَ بَاقِيَةٌ

رَاشِدٌ غَنِيٌّ وَلٰكِنَّ أَخَاه فَقِيْرٌ

لَعَلَّ এই হরফটি পরবর্তী জুমলা সম্পর্কে আশা, সম্ভাবনা বা আশঙ্কা প্রকাশ করে। যেমন– لَعَلَّ رَاشِدًا غَائِبٌ - لَعَلَّ الْمَوْتَ قَرِيْبٌ

তৃতীয় প্রকার مَا وَ لاَ اَلْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ : ما و لا এই হরফ দুইটি ليس এর মত আমল করে। অর্থাৎ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর শুরুতে এসে مبتدأ কে رفع দেয় এবং خبر কে نصب দেয়। যেমন–

مَا زَيْدٌ قَائِمًا – لَارَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ

এখানে مبتدأ কে ما বা لا এর اسم আর خبر কে ما বা لا এর خبر বলা হয়।

চতুর্থ প্রকার لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ : এই لا জুমলায়ে ইসমিয়া এর শুরুতে এসে مبتدأ কে نصب দেয় এবং خبر কে رفع দেয়, যদি مبتدأ টি مُضَافٌ বা شَبِيْهٌ بِالْمُضَافِ হয়।

مُضَافٌ যেমন– لَا طَالِبَ عِلْمٍ خَائِبٌ - لَارَاكِبَ فَرَسٍ فِى الطَّرِيْقِ

شَبِيْهٌ بِالْمُضَافِ যেমন–

لَاتَائِبًا إِلَى اللّٰهِ مُعَذَّبٌ - لَا جَاهِدًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ خَائِبٌ

এখানে خبر اسم আর لالنفی الجنس কে مبتدأ এর কে خبر বলা হয়।

شُبْهُ الْفِعْلِ এর সাথে তার অর্থকে পূর্ণতা **شَبِيْهٌ بِالْمُضَافِ ঃ** দানকারী কোন اسم সম্পৃক্ত হলে, তাকে شَبِيْهٌ بِالْمُضَافِ বলে। যেমন-

يَا رَفِيْقًا بِالْعِبَادِ! اُلْطُفْ بِنَا - يَا طَالِعًا جَبَلاً! اِحْذَرِ السُّقُوطَ

لا لنفی الجنس এর اسم টি نَكِرَةٌ مُفْرَدَةٌ হলে علامة النصب এর উপর مبنی হবে। যেমন- لَاسُرُوْرَ دَائِمٌ - لَامُجْتَهِدِيْنَ خَائِبُوْنَ

● لا لنفی الجنس এর اسم টি معرفة হলে অথবা لا থেকে বিচ্ছিন্ন হলে لا এর আমল বাতিল হয়ে যায় এবং আরেকটি لا কে আরেকটি اسم এর সাথে পুনরায় উল্লেখ করতে হয় এবং اسم টি مبتدأ হওয়ার কারণে مرفوع হয়। যেমন- لَازَيْدٌ حَاضِرٌ وَلاَ رَاشِدٌ - لاَ عِنْدِىْ كِتَابٌ وَلاَ قَلَمٌ

● لا لنفی الجنس এর শুরুতে حرف الجر হলেও তার আমল বাতিল হয়ে যায়। যেমন- جَاءَ التِّلْمِيْذُ بِلاَ كِتَابٍ

● যদি لا لنفی الجنس এর পর نكرة مفردة হয় এবং তারপর نكرة مفردة সহ আরেকটি لا কে عطف করা হয় তবে তাকে পাঁচ ভাবে পড়া যায়।

১. উভয় لا আমল করবে। যেমন- لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

২. উভয় لا আমল করবে না। যেমন- لَا حَوْلٌ وَلاَ قُوَّةٌ إِلاَّ بِاللّٰهِ

৩. প্রথম لا আমল করবে, দ্বিতীয় لا আমল করবে না। যেমন-

لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةٌ إِلاَّ بِاللّٰهِ

৪. প্রথম لا আমল করবে না। দ্বিতীয় لا আমল করবে। যেমন-

لَا حَوْلٌ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

৫. প্রথম لا আমল করবে। দ্বিতীয় لا অতিরিক্ত হবে আর اسم টি প্রথম اسم এর উপর عطف হওয়ার কারণে منصوب হবে। যেমন–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ

পঞ্চম প্রকার حُرُوْفُ النِّدَاءِ ঃ কাউকে ডাকার বা সম্বোধন করার জন্য যে حرف ব্যবহার করা হয়, তাকে حَرْفُ النِّدَاءِ বলে। আর যাকে ডাকা বা সম্বোধন করা হয় তাকে مُنَادٰى বলে।

حرف النداء পাঁচটি। যথা–(الهمزة المفتوحة) أَ - أَىْ - هَيَا - أَيَا - يَا

এই حرف গুলো منادى কে نصب দিবে, যদি মুনাদা مُضَافٌ, شِبْهُ بِالْمُضَافِ বা نَكِرَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ হয়।

مُضَافٌ যেমন– يَا عَبْدَ اللّٰهِ - يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

شَبِيْهٌ بِالْمُضَافِ যেমন– يَا تَائِبًا إِلَى اللّٰهِ - يَالَاعِبًا فِى الْمَيْدَانِ

نَكِرَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ যেমন– يَا تِلْمِيْذًا! إِسْقِنِى مَاءً بَارِدًا

মুনাদা مفرد معرفة হলে علامة الرفع এর উপর مبنى হবে।

যেমন– يَا رَاشِدُ - يَاوَلَدَانِ - يَامُذْنِبُوْنَ

মুনাদা مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ হলে তার শুরুতে أَيُّهَا ও أَيَّتُهَا যোগ করতে হবে। যেমন– تَبًّا لَكُمَا، أَيُّهَا الْمُبَشِّرُ وَأَيَّتُهَا الْمُبَشِّرَةُ!

أَ ও أَىْ নিকটবর্তী মুনাদার জন্য ব্যবহৃত হয়। أَيَا ও هَيَا দূরবর্তী মুনাদার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর يَا যে কোন প্রকার মুনাদার জন্য ব্যবহৃত হয়।

اَلْمُبَشِّرُ –খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক পুরুষ। اَلْمُبَشِّرَةُ – খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক নারী। تَبًّا لَكُمَا – তোমরা ধ্বংস হও।

প্রশ্নমালা

১. اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّةُ কত প্রকার ও কি কি?

২. الحروف العاملة فى الاسم কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম বর্ণনা কর।

৩. حروف الجر কয়টি ও কি কি? حروف الجر কি আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. الحروف المشبهة بالفعل কয়টি ও কি কি? إن এর আমল কি এবং কিসের অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৫. لكن، ليت، لعل এই حرف গুলো কিসের অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।

৬. شبيه بالمضاف কাকে বলে? তার উদাহরণ দাও।

৭. لا لنفى الجنس কি আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৮. কখন لا لنفى الجنس এর اسم কে পাঁচ ভাবে পড়া যায় এবং কেন পড়া যায় মিছালসহ বর্ণনা কর।

৯. حرف النداء ও منادى কাকে বলে? حرف النداء কয়টি?

১০. منادى কখন কখন منصوب হয় এবং কখন আলামতে রফার উপর مبنى হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর الحروف العاملة فى الاسم এর কোন কোন হরফ ব্যবহৃত হয়েছে এবং কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

اُخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ وَاذْهَبْ إِلَى الْمَطَارِ - إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْب - لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَاباً - مَا طَعِمْتُ مُنْذُ يَوْمَيْنِ دَعَوْتُ أَصْدِقَائِىْ خلاَ زَيْدٍ - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ! لاَ أَتْرُكُ السِّلاَحَ حَتَّى الْمَوْتِ - كَأَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ ضُعَفَاءُ لاَ قُوَّةَ لَهُمْ - لَيْتَ الطَّائِرَ يَعُوْدُ إِلىٰ الْقَفَصِ - عِشْ فِى الدُّنْيَا كَالْمُسَافِرِ - يَا عَبْدَ اللهِ ! امْشِ مَعِى إِلىٰ الْمَسْجِدِ - لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِى صَلاَحاً - اَللّٰهُمَّ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا - قَالَ الْخَطِيْبُ : يَا غَافِلاً ! تُبْ إِلىٰ اللهِ ، وَلاَ تَعُدْ إِلىٰ الذَّنْبِ

২. নীচের বাক্যগুলোর মাঝে কোনটি مَا و لاَ اَلْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ আর কোনটি لاَ لِنَفْىِ الْجِنْسِ তা নির্ণয় কর এবং কি আমল করেছে তা বল।

مَا هٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ - لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ - مَا أَنْتَ يَا خَالِدُ! بِشَاعِرٍ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ شَفَاعَةٌ - لاَ دِرْهَمَ وَلاَ دِيْنَارَ لِبَكْرٍ لاَ رَجُلَ أَعْلَمُ مِنْكَ - لاَ فَهْمَ لَه فِى الدِّيْنِ - لاَ عِنْدِى زَادٌ وَلاَ رَاحِلَةٌ لاَ سَائِقَ سَيَّارَةٍ فِى الطَّرِيْقِ - مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ - لاَ زَيْدٌ تَاجِرًا

৩. নীচের বাক্যগুলোতে কোন প্রকারের مُنَادى ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার হুকুম কি তা বর্ণনা কর।

يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ ! يَا جَاهِلاً ! اِجْتَهِدْ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ - يَا يَحْيٰى! مَا تَفْعَلُ - يَا مُجَاهِدًا فِى سَبِيْلِ اللهِ ! يَا خَلِيْلُ ! يَا غَافِلاً عَنِ الدِّرَاسَةِ ! يَا فَتَيَانِ ! لاَ تَلْعَبَا بَعْدَ الْفَجْرِ - يَا خَيْرًا مِنْ زَيْدٍ يَا ذَا الْمَالِ ! أَنْفِقْ فِى سَبِيْلِ اللهِ - وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

الـــدرس الـتــاســع

الحروف العاملة فى الفعل

الحروف العاملة فى الفعل দুই প্রকার।

اَلْحُرُوْفُ الْجَازِمَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ ও اَلْحُرُوْفُ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

الحروف الناصبة للفعل المضارع চারটি। যথাঃ

أَنْ - لَنْ - كَىْ - إِذَنْ

أَنْ এই হরফটি فعل مضارع কে مصدر বানিয়ে দেয়। তাই তাকে أَنْ اَلْمَصْدَرِيَّةُ বলে। যেমন- أُرِيْدُ أَنْ أَقُوْمَ অর্থাৎ أُرِيْدُ قِيَامِىْ

أُحِبُّ أَنْ أَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ অর্থাৎ أحب تعلمى اللغة العربية

لَنْ এই হরফটি না বাচক "فِعْلٌ مُسْتَقْبَلٌ" কে দৃঢ় ও সন্দেহমুক্ত করে।

যেমন- لَنْ يَذْهَبَ زَيْدٌ - لَنْ أَسْمَعَ كَلاَمَكَ

كَىْ এই হরফটি পূর্ববর্তী فعل এর উদ্দেশ্য বা কারণ বুঝায়। যেমন-

أَسْلَمْتُ كَىْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ - أُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ كَىْ أَحْصُلَ الشَّهَادَةَ

কখনো তার শুরুতে "ل" হরফে জরকেও উল্লেখ করা হয়। যেমন-

اَقْرَأُ جَيِّدًا لِكَىْ أَفُوْزَ بِالدَّرَجَةِ الْأُوْلٰى - أَسْلَمْتُ لِكَىْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ

إِذَنْ এই হরফটি পূর্ববর্তী কথার প্রতি উত্তরে ব্যবহৃত হয় এবং একথা বুঝায় যে, পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ফলাফল। যেমন-

কেউ বলল। شَرِبْتُ لَبَنًا بَارِدًا এর প্রতি উত্তরে বলা হবে إِذَنْ تَمْرَضَ

কেউ বলল, سَأَزُوْرُكَ غَدًا এর প্রতি উত্তরে বলা হবে إِذَنْ أُكْرِمَكَ

أَنْ اَلْمُقَدَّرَةُ

فعل مضارع এই হরফটি ছয়টি হরফের পর উহ্য (مُقَدَّر) থেকে أَنْ কে نصب দেয়। যথা–

حَتّٰى، لَامُ التَّعْلِيْلِ، لَامُ الْجُحُوْدِ، فَاءُ السَّبَبِ، وَاوُ الصَّرْفِ، أَوْ بِمَعْنٰى إِلٰى أَوْ إِلَّا

حَتّٰى : এই হরফটি إِلٰى এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং أَنْ বাধ্যতামূলক ভাবে উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়। যেমন–

اِقْرَأْ حَتّٰى تَنْجَحَ فِى الْإِمْتِحَانِ

لَامُ التَّعْلِيْلِ : এই হরফটি كى এর মত পূর্ববর্তী فعل এর উদ্দেশ্য বা কারণ বুঝায় এবং ঐচ্ছিক ভাবে أَنْ উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়। যেমন– أَذْهَبُ إِلٰى الْمَدِيْنَةِ لِأَشْتَرِيَ كِتَابًا

أَذْهَبُ إِلٰى الْمَدِيْنَةِ لِأَنْ أَشْتَرِىَ كِتَابًا

لَامُ الْجُحُوْدِ : যে لام সর্বদা اَلْكَوْنُ মাসদার থেকে নির্গত ماضى منفى এর পরে এসে منفى এর অর্থকে জোরদার করে তাকে لَامُ الْجُحُوْدِ বলে।

لام الجحود এর পর বাধ্যতামূলক ভাবে أَنْ উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়। যেমন–

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَ النَّاسَ[1] - مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ

مَا كَانَ الصَّدِيْقُ لِيَخُوْنَ الصَّدِيْقَ

---

১. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَ বাক্যটি মূলত مَا كَانَ اللّٰهُ قَاصِدًا لِيُعَذِّبَ ছিল। এমনিভাবে অন্যান্য বাক্যগুলোতেও قَاصِدًا উহ্য থাকবে।

فَاءُ السَّبَبِ ঃ যে فاء তার পূর্ববর্তী ফেয়েলটিকে পরবর্তী ফেয়েলের কারণ বুঝায়, তাকে فَاءُ السَّبَبِ বলে।

فعل مضارع এর পর বাধ্যতামূলকভাবে أَنْ উহ্য থেকে فاء السبب কে نصب দেয়। তবে শর্ত হল فاء টি أمر - نهى - نفى - استفهام - تمنى - عرض এর পরে হতে হবে।

أَمْرٌ যেমন- زُرْنِىْ فَأُكْرِمَكَ - اِصْنَعِ الْمَعْرُوْفَ فَتَنَالَ الشُّكْرَ

نَهْىٌ যেমন- لاَتَكْذِبْ فَأُكْرِمَكَ - لاَتَلْعَبْ فَتُعَاقَبَ

نَفْىٌ যেমন- لَمْ أَكْذِبْ فَأُضْرَبَ - مَاصَبَرَ فَيُنْصَرَ

إِسْتِفْهَامٌ যেমন- هَلْ تَقْرَأُ جَيِّدًا فَتَنْجَحَ فِى الْإِمْتِحَانِ

تَمَنّى যেমন- لَيْتَ لِىْ مَالاً فَأُنْفِقَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

عَرْضٌ যেমন- أَلاَ تُسَافِرُ مَعَنَا فَنَنْصُرَكَ

وَاوُ الصَّرْفِ ঃ যে واو দুই বাক্যের মাঝে এসে مع এর অর্থ দান করে তাকে وَاوُ الصَّرْفِ বলে। واو الصرف কে وَاوُ الْمَعِيَّةُ ও বলা হয়।

فعل مضارع এর পর বাধ্যতামূলক ভাবে أَنْ উহ্য থেকে واو الصرف কে نصب দেয়। এর শর্ত হল তা أمر - نهى - نفى - استفهام - تمنى - عرض এর পরে আসতে হবে।

أَمْرٌ যেমন- كُنْ قَاضِيًا وَتَعْدِلَ

نَهْىٌ যেমন- لاَتَأْمُرْ بِالصِّدْقِ وَتَكْذِبَ

نَفْىٌ যেমন- مَا أَمَرْتُ بِالصِّدْقِ وَأَكْذِبَ

اِسْتِفْهَامٌ যেমন- هَلْ تَصُوْمُ وَتَكْذِبَ

تَمَنى যেমন- لَيْتَنِىْ أَمْلِكُ مَالاً وَأُنفِقَهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

عَرْضٌ যেমন- أَلاَ تَقْضِىْ بَيْنَنَا وَتَعْدِلَ

أَوْ بِمَعْنَى إِلٰى أَوْ إِلاَّ ঃ এই أو ফেয়েলে মুজারে এর পূর্বে এসে إِلٰى বা إِلاَّ এর অর্থ দেয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে أَنْ উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়।

إِلٰى এর অর্থে যেমন لَا أَتْرُكُكَ أَوْ تَشْرَحَ لِى هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ

إلا এর অর্থে যেমন- لَا تَدْخُلُوا أَوْ أٰذَنَ لَكُمْ[1]

---

১. لَاتَدْخُلُوا أَوْ اٰذَنَ لَكُم এ বাক্যটি প্রকৃত রূপ হল-

لَاتَدْخُلُوا وَقْتًا إِلاَّ وَقْتَ أَنْ اٰذَنَ لَكم

প্রশ্নমালা

১. الحروف الناصبة للفعل المضارع কয়টি ও কি কি?

২. أن কে أن المصدية বলা হয় কেন? মিছালসহ বুঝিয়ে বল।

৩. لن ও كى এই হরফ দুটি কেন ব্যবহার করা হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. إذن এই হরফটি কখন ব্যবহার করা হয় এবং কি বুঝায় উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা কর।

৫. কেউ বলল, أنا لا أدرس এর প্রতি উত্তরে তুমি কি বলবে?

৬. أن এই হরফটি কয়টি হরফের পর উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়? তা কি কি বর্ণনা কর।

৭. لام الجحود কাকে বলে? তার ব্যবহার পদ্ধতি কি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৮. فاء السبب কাকে বলে? তার আমলের জন্য কয়টি শর্ত মিছালসহ বর্ণনা কর।

৯. واو الصرف এর অপর নাম কি? واو الصرف এর আমলের জন্য কয়টি শর্ত মিছালসহ বর্ণনা কর।

১০. أَجْتَهِدُ فِى الدِّرَاسَةِ لَيْلَ نَهَارَ أَوْ أَفُوْزَ بِالدَّرَجَةِ الْأُوْلَى এ বাক্যে أو হরফটি কিসের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কেন হয়েছে বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কেন فعل مضارع গুলোকে نصب দেয়া হয়েছে এবং কিভাবে نصب দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা কর।

أُرِيْدُ أَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ـ أَدْرُسُ بِالْمَدْرَسَةِ كَيْ أَخْدِمَ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ـ يَا عَائِشَةُ ! أَلَا تُحِبِّيْنَ أَنْ تَفْهَمِي الْقُرْآنَ وَالْحَدِيْثَ ـ لَنْ يَفُوْزَ الْكَسْلَانُ فِي الْحَيَاةِ ـ إِذَنْ أُكْرِمَكَ (قلت جَوَابًا لِمَنْ قَالَ : سَأَزُوْرُكَ) ـ أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ ـ لَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْأَشْرَارِ ـ إِذَنْ لَا تَمْرَضَ (قُلْتَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ : أَنَامُ مُبَكِّرًا بَعْدَ الْعِشَاءِ)ـ أَصْدِقَائِي لَنْ يَنْسَوْا نَصِيْحَةَ الْمُعَلِّمِ ـ أَرَادَ التَّلَامِيْذُ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى الْمُتْحَفِ ـ لَنْ أُصَاحِبَ الْأَشْرَارَ ـ إِذَنْ تَرْبَحَ فِي التِّجَارَةِ (قُلْتَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ : سَأَكُوْنُ أَمِيْنًا) ـ خَرَجُوا إِلَى الْمَيْدَانِ لِيَلْعَبُوا

২. أن অথবা كي দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করে পড় এবং অর্থ বল।

١ ـ أُحِبُّ ..... أُسَافِرَ   ٢ ـ أَسْرَعْتُ .... أُدْرِكَ الْقِطَارَ

٣ ـ يُحْزِنُنِي .... أَتْرُكَ وَحْدَكَ   ٤ ـ جَلَسْتُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ... أَسْتَرِيْحَ

٥ ـ أَرَادَتْ فَاطِمَةُ ... تَسْأَلَ أُمَّهَا   ٦ ـ ذَهَبْتُ إِلَى الْمَرِيْضِ ... أَعُوْدَهُ

৩. নীচের প্রতিটি বাক্যের প্রতি উত্তরে إذن যোগ করে فعل مضارع দ্বারা একটি করে বাক্য তৈরী কর।

سَأُهْدِي إِلَيْكَ كِتَابًا جَمِيْلًا ـ لَا يَنَامُ هٰذَا الْوَلَدُ إِلَّا قَلِيْلًا ـ يَأْكُلُ خَالِدٌ كَثِيْرًا ـ عَلِمْتُ أَنَّ هٰذَا التَّاجِرَ كَذُوْبٌ ـ يَقْرَأُ سَعِيْدٌ فِي الضَّوْءِ الضَّعِيْفِ ـ سَأَزُوْرُ مَدِيْنَتَكُمْ ـ هٰذَا الطَّالِبُ يُطِيْعُ أَسَاتِذَتَه

مُتْحَفٌ - যাদুঘর। أَزُوْرُ - পরিদর্শন করব। مُبَكِّرًا - তাড়াতাড়ি।

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কেন فعل مضارع গুলোতে نصب দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা কর।

أَذْهَبُ إِلَى الْـمَدْرَسَةِ لِأَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ـ مَا كَـانَ الْـمُسْلِمُوْنَ لِيَخُوْنُوا. لَاتَتْرُكِ الْفِرَاشَ أَوْ يَتِمَّ شِفَائُكَ -لَا تَدْخُلُوا فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ـ هَلْ لَكَ مِنْ صَدِيْقٍ فَتَذْهَبَ إِلَيْهِ ـ كُنْ قَاضِيًا وَتَعْدِلَ وَلَا تَكُنْ قَاضِيًا وَتَـظْلِمَ ـ ذَهَـبْنَـا إِلَى الْـمَرِيْضِ لِنَعُـوْدَه ـ مَـا كُنْتُ لِأَكْـذِبَ. لَأَقْـرَأَنَّ أَوْ تَقُولَ لِـىْ صَهْ ـ لَنْ يَرْضٰى عَنْكَ أَبَـواكَ أَوْ تُطِيْعَهُمَا ـ يَا بِنْتُ ! لَا تَأْكُلِى حَتّٰى تَجُوْعِىْ ـ يٰلَيْتَنِى كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا لَـمْ يَفْعَلِ الْـخَيْرَ وَيَنْدَمَ ـ خَرَجُوا لِيُجَـاهِدُوا فِى سَـبِيْلِ اللهِ ـ هَلْ تَصْدُقُ وَتَكْذِبَ ـ كُنْ مُتَوَاضِعًا فَيُحِبَّكَ اللهُ ـ مَا كَـانَ الْـمُجَـاهِدُوْنَ لِـيَفِرُّوا عَنِ الْـمَعْرَكَةِ ـ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِعِبَـادِه أَوْ يَتُوبُوا إِلَيْهِ ـ اَلْعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ حَتّٰى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ

৫. বাম দিক থেকে সঠিক বাক্য নির্ণয় করে ডান দিকের বাক্যের সাথে মিলিয়ে পড় এবং অর্থ কর।

١ ـ لَا تَنْهَ عَنْ مُنْكَرٍ وَ	أُصَلِّىَ مَعَ الْجَمَاعَةِ
٢ ـ لَـمْ يَكُنِ الـتِّلْمِيْذُ لِـ	يُـخَالِفَ أَمْرَه
٣ ـ يُـحِبُّ الْأَبُ وَلَدَه أَوْ	تُعْطِيَنِى حَقِّى
٤ ـ لَـمْ يَجْهَلِ الْوَلَدُ السِّبَاحَةَ فَـ	يُضِيْعَ الْأَوْقَاتَ
٥ ـ ذَهَبْتُ إِلَى الْـمَسْجِدِ لِـ	تَفْعَلَه أَنْتَ
٦ ـ لَا أَتْرُكُكَ حَتّٰى	يَغْرَقَ فِى الْمَـاءِ

الدرس العاشر

الحروف الجازمة للفعل المضارع

الحروف الجازمة للفعل المضارع মোট পাঁচটি। যথাঃ

لَمْ، لَمَّا، لَامُ الأَمْرِ، لا النَّهْيِ، إِنْ اَلشَّرْطِيَّةُ

لَمْ ঃ এই হরফটি فعل مضارع কে جزم দেয় এবং ماضى منفى এর অর্থে রূপান্তরিত করে না বাচক অতীত বুঝায়। যেমন–

لَمْ يَذْهَبْ - لَمْ يَنْصُرْ

لَمَّا ঃ এই হরফটি فعل مضارع কে جزم দেয় এবং ماضى منفى এর অর্থে রূপান্তরিত করে অব্যাহত না বাচক অতীত বুঝায়। যেমন–

كَبُرَ الْوَلَدُ وَلٰكِنَّه لَمَّا يَفْهَمْ - جَلَسْتُ عَلى الْمَائِدَةِ وَلٰكِنَّكَ لَمَّا تَجْلِسْ

لَامُ الأَمْرِ ঃ এই হরফটি فعل مضارع কে جزم দেয় এবং أمر এর অর্থে রূপান্তরিত করে। যেমন– لِيَنْصُرْ - لِيَذْهَبْ - لِيُنْفِقُوا

لَا اَلنَّهْيِ ঃ এই হরফটি فعل مضارع কে جزم দেয় এবং نهى এর অর্থে রূপান্তরিত করে। যেমন– لَاتَنْصُرْ - لَاتَذْهَبْ

إِنْ اَلشَّرْطِيَّةُ ঃ এই হরফটি দুটি বাক্যের শুরুতে এসে একথা বুঝায় যে, প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয় বাক্যের জন্য শর্ত। তাই প্রথম বাক্যকে شرط ও

كبر الولد ولكنه لما يفهم – ছেলেটি বড় হয়েছে কিন্তু সে এখনো বুঝে না।

দ্বিতীয় বাক্যকে جَزَاءٌ বা جَوَابُ الشَّرْطِ বলে। شَرْطٌ ও جَزَاءٌ মিলে اَلْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ হয়।

فعل ماضى এর সর্বদা مُسْتَقْبَل এর অর্থ দেয়। তাই إن الشرطية শুরুতে আসলে তাকে مُسْتَقْبَل এর অর্থে রূপান্তরিত করে। তবে فعل ماضى মাবনী হওয়ার কারণে তাতে جزم হয় না। যেমন- إِنْ نَصَرْتَنِي أَنْصُرْكَ

جواب الشرط যদি الجملة الاسمية - أمر - نهى - دعاء হয় তবে جزاء বাক্যের শুরুতে فَاءُ الْجَزَاءِ যোগ করা আবশ্যক। যেমন-

إِن تَنْصُرْنِيْ فَأَنْتَ كَرِيْمٌ - إِنْ يَنْصُرْكَ رَاشِدٌ فَانْصُرْه

إِنْ أَهَانَكَ رَاشِدٌ فَلَا تُهِنْهُ - إِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيَّ فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

প্রশ্নমালা

১. الحروف الجازمة للفعل المضارع কয়টি ও কি কি?

২. لم হরফটি কি আমল করে মিছাল দিয়ে বর্ণনা কর।

৩. لما হরফটি কি আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. لم ও لما এই হরফ দুটির ব্যবহারে কি পার্থক্য আছে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৫. إن الشرطية কি আমল করে ও কিসের অর্থ প্রদান করে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৬. কোন কোন সময় جواب الشرط এর শুরুতে فاء الجزاء যোগ করা আবশ্যক মিছালসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর فعل مضارع গুলোতে جزم হওয়ার কারণ বর্ননা কর।

لَمْ يَرْجِعْ خَالِدٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ - ذَهَبَ رَفِيْقٌ إِلَى الْقَرْيَةِ وَلَمَّا يَرْجِعْ. لِتُسَاعِدْ فَاطِمَةُ أُمَّهَا فِى عَمَلِ الْبَيْتِ - أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ! لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ أَحَداً - إِنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا - إِنْ تَجْتَهِدْ فِى الدِّرَاسَةِ تَنْجَحْ فِى الْإِمْتِحَانِ - بَنَى الْأَمِيْرُ قَصْرًا جَمِيْلاً وَلَمَّا يَسْكُنْ فِيْه - لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ إِلَى الْآنَ - قَطَفْتُ الثَّمَرَ وَلَمَّا يَنْضَجْ - لَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مُتَكَبِّراً.

২. নীচের বাক্য দুটির মাঝে কী পার্থক্য তা বুঝিয়ে বর্ণনা কর।

نَزَلَ الْمَطَرُ وَلَمْ يَنْقَطِعْ - نَزَلَ الْمَطَرُ وَلَمَّا يَنْقَطِعْ

৩. নীচের কোন বাক্যে ব্যবহৃত لم কে لما দ্বারা পরিবর্তন করা যায় আর কোন বাক্যে তা করা যায় না এবং কেন করা যায় না তা বর্ণনা কর।

فَقَدْتُ قَلَمِىَ الْيَوْمَ وَلَمْ أَجِدْهُ - لَمْ يَذْهَبْ رَاشِدٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ أَمْسِ - لَمْ يَرْجِعْ وَالِدِى مِنَ السَّفَرِ - فِى الْبَارِحَةِ لَمْ أَتْلُ شَيْئًا مِنَ الْقُرآنِ.

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর শুরুতে কেন فاء الجزاء যোগ করা হয়েছে, তা বর্ণনা কর।

إِنْ أَمْسَكْتَ مَا لَكَ فَأَنْتَ بَخِيْلٌ وَإِنْ أَنْفَقْتَ مَالَكَ فَأَنْتَ سَخِىٌّ. إِنْ جَائَكَ نَبَأٌ فَلَا تُصَدِّقْه - إِنْ تَرَكْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَكُمُ الْخُسْرَانُ. إِنْ قُتِلْتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ - إِنْ أَهَانَكَ صَدِيْقُكَ فَلَا تُهِنْه - إِنْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْكُمْ رَحْمَةُ اللهِ وَإِنْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللهِ - إِنْ أَتَاكَ رَاشِدٌ فَاكْرِمْهُ -

الـــدرس الــحــادى عــشــر

الأفعال العاملة

সকল فعل ই عامل তবে সকল اسم ও حرف আমেল নয়।

الفعل المعروف

فاعل হিসাবে فعل দুই প্রকার। যথাঃ
اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ ও اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوفُ

الفعل المعروف : যে فعل এর فاعل উল্লেখ থাকে, তাকে الفعل المعروف বলে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ - ذَهَبَ رَاشِدٌ

الفعل المعروف দুই প্রকার। যথাঃ اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى ও اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ

الفعل اللازم : যে فعل শুধুমাত্র فاعل দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করে। مَفْعُولٌ بِه এর প্রয়োজন হয় না, তাকে الفعل اللازم বলে। যেমন-
نَامَ الوَلَدُ - مَاتَتْ فَاطِمَةُ - اِنْكَسَرَ الْكَأْسُ

الفعل المتعدى : যে فعل শুধুমাত্র فاعل দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বরং مَفْعُوْلٌ بِه এর প্রয়োজন হয়, তাকে الفعل المتعدى বলে। যেমন- ضَرَبَ رَاشِدٌ زَيْدًا - أَكَلَتْ فَاطِمَةُ فَاكِهَةً

الفعل المعروف চাই متعدى হোক বা لازم হোক উভয় প্রকারই فاعل কে رفع দেয় এবং ছয় প্রকার اسم কে نصب দেয়। যথাঃ
اَلْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، اَلْمَفْعُولُ فِيْه، اَلْمَفْعُولُ لَه، اَلْمَفْعُولُ مَعَه، اَلْحَالُ، اَلتَّمْيِيْزُ

তবে ফেয়েলটি متعدى হলে المفعول به কেও نصب দেয়। আর الفعل اللازم এর المفعول به হয় না। সুতরাং نصب দেয়ার প্রশ্নই উঠে না।

الفاعل : যে اسم এর পূর্ববর্তী فعل বা شِبْهُ الْفِعْلِ কে তার দিকে إِسْنَاد করা হয় এবং فعل বা شبه الفعل টি তার দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করে, তাকে فَاعِلٌ বলে। যেমন– لَعِبَ رَاشِدٌ - نَامَتِ الْبِنْتُ

المفعول المطلق : যে مصدر তার পূর্ববর্তী فعل এর সমর্থবোধক হয়ে দৃঢ়তা, সংখ্যা, প্রকার বা ধরন বুঝায়, তাকে اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ বলে।

দৃঢ়তা, যেমন– ضَرَبْتُ رَاشِدًا ضَرْبًا - نِمْتُ الْيَوْمَ نَوْمًا

সংখ্যা, যেমন– أَكَلَ الْوَلَدُ أَكْلَةً - تَدُوْرُ الْأَرْضُ فِى الْيَوْمِ دَوْرَةً

প্রকার বা ধরন, যেমন–

لَاتَجْلِسْ جِلْسَةَ الْمُتَكَبِّرِ - عِشْ فِى الدُّنْيَا عِيْشَةَ الْفُقَرَاءِ

المفعول به : যে اسم এর উপর فاعل এর فعل আরোপিত হয়, তাকে المفعول به বলে। যেমন– ضَرَبَ رَاشِدٌ خَالِدًا - شَرِبَ بَكْرٌ لَبَنًا

المفعول فيه : যে اسم ফেয়েল ঘটার সময় বা স্থান বুঝায়, তাকে المفعول فيه বলে। المفعول فيه কে ظَرْفٌ ও বলা হয়।

ظرف দুই প্রকার। যথাঃ ظَرْفُ الْمَكَانِ ও ظَرْفُ الزَّمَانِ

ظرف الزمان : যে اسم ফেয়েল ঘটার সময় বুঝায়, তাকে ظرف الزمان বলে। যেমন– يَذْهَبُ رَاشِدٌ غَدًا - صُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ظرف المكان : যে اسم ফেয়েল ঘটার স্থান বুঝায়, তাকে ظرف المكان বলে। যেমন– رَأَيْتُ فَوْقَ السَّقْفِ عُصْفُوْرًا- جَلَسْتُ أَمَامَ الْمُعَلِّمِ

ظرف المكان দুই প্রকার। যথাঃ

مَحْدُوْدٌ (সীমাবদ্ধ) ও غَيْرُ مَحْدُوْدٍ (সীমাহীন।

ظرف المكان টি محدود বা সীমাবদ্ধ হলে حرف الجر সহকারে ব্যবহার হয় এবং مجرور হয়। যেমন–

لَعِبَ رَاشِدٌ فِى الْمَيْدَانِ - أَنَا صَلَّيْتُ الْيَوْمَ فِى الْمَسْجِدِ

ظرف المكان টি غَيْرُ مَحْدُوْدٍ বা সীমাহীন হলে مفعول فيه হিসাবে منصوب হয়। যেমন–

جَلَسْتُ أَمَامَ الْمُعَلِّمِ - سَقَطَتِ الطَّائِرَةُ خَارِجَ الْمَدِيْنَةِ

المفعول له : যে مصدر পূর্ববর্তী فعل ঘটার কারণ বুঝায়, তাকে اَلْمَفْعُولُ لِأَجْلِه বা اَلْمَفْعُوْلُ لَه বলে। যেমন–

قُمْتُ اِكْرَامًا لِزَيْدٍ - هُوَ لَايُنْفِقُ أَمْوَالَه حِرْصًا

المفعول معه : যে ইসমকে مع এর অর্থে ব্যবহৃত واو এর পরে ব্যবহার করা হয়, তাকে اَلْمَفْعُولُ مَعَه বলে। যেমন–

جَاءَ رَاشِدٌ وَعَمْرًوا - ذَهَبَ التِّلْمِيْذُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَالْكِتَابَ

الحال : যে اسم ফেয়েল ঘটার সময় فاعل অথবা مفعول به অথবা উভয়ে যে অবস্থায় ছিল তা বুঝায় তাকে حَالٌ বলে। আর যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তাকে ذُو الْحَالِ বলে।

فاعل এর অবস্থা, যেমন– جَاءَ رَاشِدٌ رَاكِبًا

مفعول এর অবস্থা, যেমন– أَضْرِبُكَ مَشْدُوْدًا

فاعل ও مفعول به উভয়ের অবস্থা, যেমন– لَقِيْتُ زَيْدًا رَاكِبَيْنِ

معرفة সাধারণত ذو الحال হয় এবং نكرة সাধারণত حال হয়। ذو الحال কখনো نكرة হলে حال কে অবশ্যই مقدم করতে হয়।

যেমন– جَاءَتْ حَزِيْنَةً تِلْمِيْذَةٌ - جَاءَ رَاكِبًا رَجُلٌ

حال জুমলাও হতে পারে। যেমন–

خَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَضْحَكُ - خَرَجَ الرَّجُلُ يَضْحَكُ

التمييز ঃ যে اسم পূর্ববর্তী বাক্য থেকে অথবা বাক্যের মাঝে বিদ্যমান সংখ্যা, ওজন, পরিমাপ ও পরিমাণ থেকে অস্পষ্টতা দূর করে, তাকে التمييز বলে।

বাক্য থেকে, যেমন– طَابَ الْمَكَانُ جَوًّا - فَاضَ الْقَلْبُ سُرُوْرًا

সংখ্যা থেকে, যেমন– رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا - عِنْدِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا

ওজন থেকে, যেমন– عِنْدِيْ رِطْلٌ زَيْتًا - فِى الصُّنْدُوْقِ مِثْقَالٌ ذَهَبًا

পরিমাপ থেকে, যেমন– بَاعَ التَّاجِرُ قَفِيْزَيْنِ بُرًّا - شَرِبْتُ كُوْبًا مَاءً

পরিমাণ থেকে, যেমন– مَا فِى السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا -

لَاأَمْلِكُ شِبْرًا أَرْضًا

মনে রাখতে হবে যে, جملة সর্বদা فعل ও فاعل বা مبتدأ ও خبر এর উল্লেখ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। উল্লেখিত منصوبات গুলোর উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। তাই বলা হয় اَلْمَنْصُوْبَاتُ فَضْلَةٌ, তবে এগুলোকে جملة এর অর্থে ব্যাপকতা দান করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

---

১ মিসকাল = ৪ মাশা ৪ রতি. ১ রিতেল/পাউন্ড = আধা সের।

প্রশ্নমালা

১. الفعل المعروف কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২. الفعل اللازم ও الفعل المتعدى এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩. الفعل المعروف কি আমল করে তা বর্ণনা কর।

৪. فاعل এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫. المفعول فيه কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬. المفعول المطلق এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭. ذَهَبْتُ طَالِبًا لِلْعِلْمِ এ বাক্যে طَالِبًا لِلْعِلْمِ কি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে বুঝিয়ে বল।

৮. المفعول له কাকে বলে? তার অপর নাম কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৯. حال এবং ذو الحال কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১০. التميز কাকে বলে? فَرِحَ رَاشِدٌ قَلْبًا এ বাক্যে قَلْبًا শব্দটি কিভাবে تميز হয়েছে বুঝিয়ে বল।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর দাগ দেয়া اسم গুলো কোন প্রকার اسم منصوب তা বর্ণনা কর।

إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ - جَلَسَ الْمُعَلِّمُ تَحْتَ الْمِرْوَحَةِ وَنَظَرَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً - وَقَفْتُ أَمَامَ الْمُعَلِّمِ إِحْتِرَامًا - قَالَ الْمُعَلِّمُ: لَاتَأْكُلِ الطَّعَامَ حَارًّا - اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ ثَوَابًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا - فِى الْمَدْرَسَةِ خَمْسُوْنَ تِلْمِيْذًا تَأْكُلُ فِى الْيَوْمِ أَكَلَاتٍ - خَلَقَ اللّٰهُ لَكَ عَيْنَيْنِ تُبْصِرُ بِهِمَا - كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا - فَرِحَ رَاشِدٌ قَلْبًا - مَكَثْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ شَهْرًا - عَاقَبَ الْمُعَلِّمُ تِلْمِيْذَه تَأْدِيْبًا - تَهُزُّ الرِّيَاحُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ. عَادَ الْجَيْشُ مُنْتَصِرًا - صَلَّيْنَا صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ خَلْفَ الإِمَامِ - هَلْ بَخِلْتُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! خَشْيَةَ الْفَقْرِ - حَمِيْدٌ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًّا

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ কর। অতঃপর বল, কোন مفعول مطلق টি কিসের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

حَفِظْتُ دَرْسَ الْيَوْمِ حِفْظًا - غَسَلَتِ الْخَادِمَةُ هٰذِهِ الثِّيَابَ غَسَلَاتٍ - وَقَفْتُ أَمَامَ الْبَاطِلِ وِقْفَةَ الْمُجَاهِدِ - ضَرَبَ خَالِدٌ وَلَدَه ضَرْبَةً - نَامَتْ أُمُّ فَاطِمَةَ نَوْمًا عَمِيْقًا - حَرَثَ الْفَلَّاحُ حَقْلَه حَرْثَتَيْنِ - ضَحِكُوا فِى الْغُرْفَةِ ضِحْكًا -

৩. বাম পাশের সঠিক مفعول له টি ডান পাশের শূন্য স্থানে যোগ করে পড় ও অর্থ বল।

١. أَعَدَّ صَاحِبُ الدَّارِ الطَّعَامَ . . . . . لِلضَّيْفِ	خَوْفًا
٢. اِسْتَذْكَرَ التِّلْمِيْذُ دُرُوْسَهُ . . . . فِى النَّجَاحِ	اِبْتِغَاءً
٣. اِخْتَفٰى الْفَأْرُ فِى جُحْرِه . . . مِنَ الْقِطِّ	إِكْرَامًا
٤. يَصُوْمُ الْمُسْلِمُوْنَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ . . . . لِمَرْضَاةِ اللّٰهِ	حِرْصًا

الـدرس الـثـانـى عـشـر

أقـسـام الـفـاعـل

فـاعـل দুই প্রকার।

১. مُظْهَرٌ যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ - ذَهَبَتْ فَاطِمَةُ

২. مُضْمَرٌ যেমন– ضَرَبْتُ - زَيْدٌ ضَرَبَ

এখানে ضَرَبْتُ ফেয়েল এর মাঝে বিদ্যমান ضـمـيـر بـارز তার ফায়েল আর زَيْدٌ ضَرَبَ এর মাঝে ضـرب ফেয়েলের মধ্যে বিদ্যমান ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ টি তার ফায়েল।

فـعـل কেমন হবে?

১. ফায়েল مُظْهَرٌ হলে فعل সর্ববস্থায় তার অনুরূপ مُفْرَدٌ হবে এবং ইসমে জাহিরটিই তার فاعل হবে। যেমন -

سَافَرَ الرَّجُلُ - سَافَرَ الرَّجُلَانِ - سَافَرَ الرِّجَالُ

تَلْعَبُ الْبِنْتُ - تَلْعَبُ الْبِنْتَانِ - تَلْعَبُ الْبَنَاتُ

২. ফায়েল مُضْمَرٌ হলে فـعـل সর্বাবস্থায় ضـمـيـر এর অনুরূপ হবে। যেমন– اَلرَّجُلُ سَافَرَ - اَلرَّجُلَانِ سَافَرَا - اَلرِّجَالُ سَافَرُوا

اَلْبِنْتُ تَلْعَبُ - اَلْبِنْتَانِ تَلْعَبَانِ - اَلْبَنَاتُ يَلْعَبْنَ

৩. তিন অবস্থায় ফেয়েল مؤنث হওয়া ওয়াজিব।

- ফায়েল مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ হয়ে فعل ও فاعل এর মাঝে ব্যবধান না থাকলে। যেমন– تَلْعَبُ عَائِشَةُ – تَقْرَأُ فَاطِمَةُ

- ফায়েল مؤنث حقيقى এর ضمير হলে। যেমন–

فَاطِمَةُ تَقْرَأُ – عَائِشَةُ تَلْعَبُ

- ফায়েল مؤنث غير حقيقى এর ضمير হলে। যেমন–

اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ – اَلْيَدُ اِنْكَسَرَتْ

৪. তিন অবস্থায় ফেয়েল مذكر ও مؤنث উভয় হতে পারে।

- ফায়েল مؤنث حقيقى হয়ে, فعل ও فاعل এর মাঝে ব্যবধান হলে। যেমন– سَافَرَتِ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ – سَافَرَ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ

- ফায়েল اسم ظاهر এর مؤنث غير حقيقى হলে। যেমন–

تَغْرُبُ الشَّمْسُ – يَغْرُبُ الشَّمْسُ

- ফায়েল جمع التكسير হলে। যেমন–

يَلْعَبُ الصِّبْيَانُ – تَلْعَبُ الصِّبْيَانُ

يَخِيْطُ الْبَنَاتُ – تَخِيْطُ الْبَنَاتُ

الفعل المجهول

الفعل المجهول : যে فعل এর ফায়েল উল্লেখ থাকে না বরং فاعل এর স্থানে مفعول به কে رفع দেয়া হয় এবং مفعول به ছাড়া অন্যান্য مفعول গুলোকে نصب দেয়া হয়, তাকে الفعل المجهول বলে।

نائب الفاعل যে مفعول به কে رفع দেয়, তাকে فعل مجهول বলে। যেমন- ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - قُتِلَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيْقِ

نَائِبُ الْفَاعِلِ এবং فِعْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه কে الفعل المجهول কে مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه ও বলা হয়।

الفعل المتعدى

الفعل المتعدى ঃ যে ফেয়েল مفعول به ও فاعل দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে, তাকে الفعل المتعدى বলে।

الفعل المتعدى চার প্রকার।

প্রথম প্রকারঃ فعل টি এক مفعول বিশিষ্ট হবে। যেমন-

قَتَلَ رَاشِدٌ أَسَدًا - أَنَا لاَ أَضْرِبُ أَحَدًا

দ্বিতীয় প্রকারঃ فعل টি দুই مفعول বিশিষ্ট হবে এবং যে কোন একটি مفعول হযফ করা যাবে। যেমন- أَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا

এখানে أُعْطَيْتُ دِرْهَمًا এবং أَعْطَيْتُ زَيْدًا উভয় বলা যেতে পারে।

তৃতীয় প্রকারঃ فعل টি দুই مفعول বিশিষ্ট হবে এবং যে কোন একটি مفعول হযফ করা যাবে না। তবে দুটি এক সাথে হযফ করা যাবে। যেমন-

عَلِمْتُ زَيْدًا شَرِيْفًا

এখানে عَلِمْتُ شَرِيْفًا বা عَلِمْتُ زَيْدًا বলা যাবে না।

এই প্রকার فعل গুলোকে أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ বলে। أفعال القلوب সাতটি। যথাঃ عَلِمْتُ، ظَنَنْتُ، حَسِبْتُ، خِلْتُ، زَعَمْتُ، رَأَيْتُ، وَجَدْتُ

চতুর্থ প্রকারঃ فعل টি তিন مفعول বিশিষ্ট হবে। এ ধরনের فعل সাতটি। যথাঃ أَعْلَمَ - أَرٰى - أَنْبَأَ - أَخْبَرَ - خَبَّرَ - نَبَّأَ - حَدَّثَ ।

যেমন- أَعْلَمَ رَاشِدٌ خَالِدًا عَمْرًوا شَرِيْفًا অর্থঃ রাশেদ খালেদকে জানাল যে, আমর ভদ্র।

মনে রাখতে হবে যে, তৃতীয় প্রকার فعل এর দ্বিতীয় مفعول به কে এবং চতুর্থ প্রকার فعل এর তৃতীয় مفعول به কে এবং مفعول له ও مفعول معه কে কখনো نائب الفاعل বানানো যায় না। আর দ্বিতীয় প্রকার فعل এর প্রথম مفعول টি نائب الفاعل বানানো অধিক উত্তম। সুতরাং أُعْطِيَ زَيْدٌ دِرْهَمٌ বাক্যটি أُعْطِيَ دِرْهَمٌ زَيْدٌ এর চেয়ে অধিক উত্তম।

প্রশ্নমালা

১. فاعل কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২. فعل কখন সর্বাবস্থায় مفرد হয় উদাহরসহ বর্ণনা কর।

৩. فعل কখন সর্বাবস্থায় ضمير এর অনুরূপ হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. কত অবস্থায় ফেয়েল مؤنث হওয়া ওয়াজিব? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫. কত অবস্থায় ফেয়েল مذكر ও مؤنث উভয় হতে পারে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬. الفعل المجهول এর পরিচয় কি? তা কি আমল করে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৭. الفعل المجهول ও نائب الفاعل এর অপর নাম কি?

৮. الفعل المتعدى কাকে বলে এবং তা কত প্রকার?

৯. কোন ধরনের فعل গুলোকে أفعال القلوب বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর এবং أفعال القلوب কয়টি ও কি কি বর্ণনা কর।

১০. কোন্ কোন مفعول به কে কখনো نائب الفاعل বানানো যায় না আর কোন مفعول به কে نائب الفاعل বানানো উত্তম মিছালসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর فعل فاعل হিসাবে গুলো কেমন হয়েছে তার নিয়মটি বর্ণনা কর।

اَلْعُمَّالُ يَسْتَرِيْحُوْنَ فِى الْمَسَاءِ - اِحْتَرَقَ بَيْتَانِ فِى هٰذِهِ الْقَرْيَةِ طَلَعَ الشَّمْسُ وَمَا أَعَدَّتْ لَنَا أُمُّنَا الْفُطُوْرَ - مَا اغْتَسَلَ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ وَصَدِيْقَاتُهَا فِى النَّهْرِ - اَلْخَادِمَةُ تُنَظِّفُ حُجْرَتَنَا كُلَّ صَبَاحٍ ذَهَبَ الْبَنَاتُ إِلٰى الْمَدْرَسَةِ وَتَعَلَّمْنَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ - سَقَيْتُ الْأَشْجَارَ فَطَالَ الْأَشْجَارُ فِى وَقْتٍ قَلِيْلٍ - اِنْكَسَرَ إِصْبَعُ خَالِدٍ فَذَهَبَ إِلٰى الطَّبِيْبِ - اَلْبِنْتَانِ تَلْعَبَانِ بِالزُّهُوْرِ - تَبْتَسِمُ الْبِنْتُ فِى حِضْنِ أُمِّهَا

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং ভুল থাকলে কি ভুল হয়েছে তা বর্ণনা কর।

اَلنِّسَاءُ تُرَبِّى أَوْلَادَهُنَّ - فَاطِمَةُ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ فِى سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ عَائِشَةُ يُسَاعِدُهَا - حَضَرَتْ وَقْتُ الصَّلٰوةِ فَجَاءَ الْمُصَلِّى إِلٰى الْمَسْجِدِ - يَنْهٰى الصَّلٰوةُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - اَلنَّاسُ يَبِيْعُ أَشْيَاءَ هُمْ فِى السُّوْقِ - اٰمِنَةُ اغْتَسَلَ فِى الْحَمَّامِ وَرَاشِدُ اغْتَسَلَ فِى النَهْرِ - يَخِيْطُ هٰؤُلَاءِ الْبَنَاتُ ثِيَابَهُنَّ فِى الْبُيُوتِ - خَالِدٌ وَ عَمْرٌو صَادَ الْيَوْمَ مِنَ الْغَابَةِ أَسَدًا - اَلشَّمْسُ طَلَعَ وَضَوْءُهَا انْتَشَرَ -

৩. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কোন فعل টি কোন প্রকারের فعل متعدى তা বর্ণনা কর।

شَرِبَ الْمَرِيْضُ لَبَنًا حَارًّا - أَطْعَمْتُ الْمَسَاكِيْنَ طَعَامًا شَهِيًّا مَا حَفِظَ التِّلْمِيْذُ دَرْسَه - خَبَّرَ خَالِدٌ عَائِشَةَ عَمْرًوا سَارِقًا - رَأَيْتُ عَمْرًوا عَاقِلاً - أَلْبَسَتْ فَاطِمَةُ هٰذَا الْيَتِيْمَ ثَوْبًا جَدِيْدًا - حَدَّثَ بَشِيْرٌ مُحَمَّدًا عَائِشَةَ مُتَوَاضِعَةً - حَسِبْتُ سَلْمٰى خَادِمَةً - أَدْخَلَ الشُّرْطِيُّ السَّارِقَ غُرْفَةً مُظْلِمَةً - صِدْتُ الْيَوْمَ مِنَ النَّهْرِ سَمَكَةً

الـدرس الـثـالـث عـشـر

الأفعال الناقصة

الـفـعـل الـنـاقـص ঃ যে فعل শুধু فاعل দ্বারা সম্পন্ন হয় না বরং খবরেরও প্রয়োজন হয়, তাকে اَلْفِعْلُ النَّاقِصُ বলে। আর যে فعل সাধারণত فاعل দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাকে اَلْفِعْلُ التَّامُّ বলে। الفعل التام অসংখ্য। যেমন- كَتَبَتْ عَائِشَةُ - مَرِضْتُ - نَامَ خَالِدٌ - ضَرَبَ زَيْدٌ

আর الفعل الناقص সতেরটি। যথাঃ

১. كَانَ অর্থ- ছিল। যেমন- كَانَ رَاشِدٌ تَاجِرًا

২. صَارَ অর্থ- হয়ে গেছে। যেমন- صَارَ رَاشِدٌ فَقِيْرًا

৩. ظَلَّ অর্থ- দিবসে হয়েছে। যেমন- ظَلَّ رَاشِدٌ مَرِيْضًا

৪. بَاتَ অর্থ- রাত্রে হয়েছে। যেমন- بَاتَ رَاشِدٌ مُعَافًا

৫. أَصْبَحَ অর্থ- সকালে হয়েছে। যেমন- أَصْبَحَتِ السَّمَاءُ مُمْطِرَةً

৬. أَضْحٰى অর্থ- পূর্বাহ্নে হয়েছে। যেমন- أَضْحٰى رَاشِدٌ مَجْنُوْنًا

৭. أَمْسٰى অর্থ- সন্ধ্যায় হয়েছে। যেমন- أَمْسَى الْمُسَافِرُ مُقِيْمًا

৮. عَادَ ৯. آضَ ১০. غَادَ ১১. رَاحَ	অর্থ-হয়েছে যেমন-	عَادَ رَاشِدٌ مَرِيْضًا آضَتْ فَاطِمَةُ مُتَكَبِّرَةً غَادَ خَالِدٌ شِرِّيْرًا رَاحَتْ زَيْنَبُ مُعَلِّمَةً

مُعَافٌ - সুস্থ। مُمْطِرَةٌ - বর্ষণমুখর।

১২. مَا زَالَ ১৩. مَا بَرِحَ ১৪. مَا فَتِئَ ১৫. مَا انْفَكَّ	অর্থ সর্বদা রয়েছে বা অব্যাহত রয়েছে যেমন–	مَا فَتِئَ التَّاجِرُ صَادِقًا অর্থ– ব্যবসায়ী সর্বদা সত্যবাদী রয়েছে।

১৬. مَادَامَ অর্থ– যতক্ষণ পর্যন্ত, যেমন– لَا تَلْعَبْ مَادَامَ أَبُوْكَ نَائِمًا

১৭. لَيْسَ অর্থ– নয়, যেমন– لَيْسَ رَاشِدٌ سَارِقًا

এই ফেয়েলগুলো جملة اسمية এর শুরুতে এসে مبتدأ কে رفع দেয় এবং خبر কে نصب দেয়। নাহব বিশারদদের পরিভাষায় এই مبتدأ বাক্যে উল্লেখিত الفعل الناقص এর اسم এবং خبر কে তার خبر বলা হয়।

الفعل الناقص যদি অন্যান্য فعل এর মত শুধুমাত্র فاعل কে নিয়েই পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তবে তাকে الفعل التام বলা হবে। যেমন–

كَانَ الْمَطَرُ অর্থ– বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

ظَلَّ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ অর্থ– তাদের মাঝে বিরোধ হয়েছে।

كان কখনো زائد বা অতিরিক্তও হয়, তখন তা কোন অর্থ দেয় না। যেমন– كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থ– আল্লাহ প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ।

الفعل الناقص এই পাঁচটি أَمْسٰى ও أَضْحٰى، أَصْبَحَ، بَاتَ، ظَلَّ কখনো শুধু صار এর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন,

أَضْحٰى رَاشِدٌ عَالِمًا অর্থ– রাশেদ আলেম হয়েছে।

يُصْبِحُ خَالِدٌ مُهَنْدِسًا অর্থ– খালেদ ইঞ্জিনিয়ার হবে।

প্রশ্নমালা

১. الفعل الناقص কাকে বলে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

২. الفعل التام কাকে বলে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৩. الفعل الناقص কয়টি ও কি কি এবং الفعل الناقص কি আমল করে তা বর্ণনা কর।

৪. صَارَ خَالِدٌ مَرِيْضًا এ বাক্যে خَالِدٌ ও مَرِيْضًا শব্দ দুটিকে নাহব বিশারদদের পরিভাষায় কি বলা হবে?

৫. الفعل الناقص কখন الفعل التام হতে পারে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৬. كَانَ الْبَشَرُ أَشْرَفَ الْمَخْلُوقَاتِ এখানে كان ফেয়েলটি কি হবে বর্ণনা কর।

৭. কয়টি الفعل الناقص শুধু صار এর অর্থেও ব্যবহার করা হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর الفعل الناقص গুলো কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

صَارَ الثَّوْبُ وَسِخًا - أَمْسٰى ضَوْءُ الشَّمْسِ ضَعِيْفًا - كَانَتْ عَائِشَةُ مُجْتَهِدَةً - صَارَتْ عَائِشَةُ كَسْلَانَةً - لَايَزَالُ الْجَوُّ مُمْطِرًا إِلٰى الْمَسَاءِ أَصْبَحَ الْبَرْدُ شَدِيْدًا - كُلْ مَادُمْتَ جَائِعًا - أَنَا أَدْرُسُ مَادَامَ خَالِدٌ دَارِسًا - مَازَالَ الْعَامِلُ نَشِيْطًا- تَظَلُّ الشَّمْسُ مُشْتَعِلَةً فِى الصَّيْفِ - لَايَنْفَكُّ الصِّدْقُ سَبِيْلَ النَّجَاةِ - يَبِيْتُ الْقَمَرُ مُنِيْرًا - اُسْكُتْ مَادَامَ السُّكُوتُ نَافِعًا - مَابَرِحَ الْمَرِيْضُ نَائِمًا - تُحْتَرَمُ مَادَامَ خُلُقُكَ كَرِيْمًا - أَضْحٰى الشَّارِعُ مُزْدَحِمًا - كُوْنُوا خَدَمًا لِلْبِلَادِ وَالْعِبَادِ.

২. নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে এবং মধ্যে كَانَ - يَكُوْنُ - صَارَ - يَصِيْرُ (প্রয়োজনের পরিবর্তন সাপেক্ষে) যোগ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

اَلْبَيْتُ نَظِيْفٌ - اَلنِّسَاءُ مُتَوَاضِعَاتٌ - اَلثَّوْبُ قَصِيْرٌ - اَلْفَوَاكِهُ عَذْبَةٌ - رَاشِدٌ وَخَالِدٌ مَاهِرَانِ فِى اللَّعِبِ - اَلتَّلَامِيْذُ مُجْتَهِدُوْنَ مَحْمُوْدٌ شُجَاعٌ - اَلتِّلْمِيْذَةُ صَادِقَةٌ - اَلْعَدُوُّ صَدِيْقٌ

৩. নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে এবং মধ্যে أَصْبَحَ، أَمْسٰى، أَضْحٰى، ظَلَّ، بَاتَ (مضارع সহ প্রয়োজনে পরিবর্তন সাপেক্ষে) যোগ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

خَالِدٌ مُتَكَبِّرٌ - أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مُغْلَقَةٌ - هٰؤُلَاءِ الرِّجَالُ أَجْدَادٌ اَلْمَرْأَةُ أُمٌّ - هٰذِهِ الْمَدِيْنَةُ عَاصِمَةٌ - اَلتِّلْمِيْذَاتُ مُعَلِّمَاتٌ - أُولٰئِكَ الْأَطْفَالُ حَفِيْدُوْنَ - اَلتِّلْمِيْذَانِ مُهَنْدِسَانِ - بِلَالٌ جَدٌّ - اَلْعُمَّالُ مُتْعَبُوْنَ

৪. নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে ও মধ্যে مَازَالَ ، مَابَرِحَ، مَاانْفَكَّ، مَافَتِئَ (مضارع সহ প্রয়োজনে পরিবর্তন সাপেক্ষে) যোগ করে পড় ও অর্থ বল।

اَلشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ - اَلْكِتَابُ مُفِيْدٌ - أَنْتُمْ فُقَرَاءُ - اَلْقُضَاةُ عَادِلُوْنَ - اَلْكَلْبُ حَيَوَانٌ حَرِيْصٌ - اَلضُّعَفَاءُ مَظْلُوْمُوْنَ - اَلْقَانِتَاتُ مَحْبُوْبَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ - اَلْأَسَدُ سَيِّدُ الْغَابَةِ - اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

৫. নীচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

ঘরটি পরিচ্ছন্ন ছিল। রাশেদ সকালে লজ্জিত হয়েছে। আমি অহংকারী নই। সত্যের অনুসারী সর্বদা অল্প রয়েছে। পাঠের সময় হয়ে গেছে। রাতে আয়েশার মা অসুস্থ হয়েছে। মানুষ সকালে ধনী হয় ও সন্ধ্যায় দরিদ্র হয়। সে দিবসে ভদ্রলোক হয় আর রাতে চোর হয়।

الـدرس الـرابـع عــشـر

أفـعـال الرجـاء والـمـقـاربـة والـشـروع

أَفْعَالُ الرَّجَاءِ : যে সব ফেয়েল خبر টি اسم এর নিকটবর্তী হওয়ার আশা প্রকাশ করে, তাকে أفعال الرجاء বলে।

أفعال الرجاء তিনটি। যথাঃ عَسٰى - حَرٰى - إِخْلَوْلَقَ

যেমনঃ عَسٰى زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ - عَسٰى أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ [১]

حَرٰى الْغَمَامُ أَنْ يَنْقَشِعَ - حَرٰى أَنْ يَنْقَشِعَ الْغَمَامُ

إِخْلَوْلَقَ الْمُذْنِبُ أَنْ يَتُوْبَ - إِخْلَوْلَقَ أَنْ يَتُوْبَ الْمُذْنِبُ

أفعال الرجاء এর পর فعل مضارع টি প্রায় সর্বদা أَنْ اَلْمَصْدَرِيَّةُ যুক্ত হয়।

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ : যেসব ফেয়েল خبر টি اسم এর নিকটবর্তী হয়েছে বুঝায়, তাকে أفعال المقاربة বলে।

افعال المقاربة তিনটি। যথাঃ كَادَ - كَرَبَ - أَوْشَكَ

যেমন– كَادَتِ الشَّمْسُ تَغِيْبُ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ [২]

كَرَبَ الشِّتَاءُ يَنْقَضِيْ كَرَبَ الشِّتَاءُ أَنْ يَنْقَضِيَ

أَوْشَكَ الزَّوْرَقُ أَنْ يَنْقَلِبَ

---

১. عسى زيد أن يخرج ও عسى أن يخرج زيد এর অর্থ হল, যায়েদ বের হওয়ার নিকটবর্তী বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ আশা করা যায়, যায়েদ বের হবে।

২. كادت الشمس تغيب ও كادت الشمس ان تغيب এর অর্থ হল, সূর্য অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী (উপক্রম) হয়েছে।

أَنْ اَلْمَصْدَرِيَّةُ এরপর فعل مضارع টি অধিকাংশ সময় كَرَبَ ও كَادَ মুক্ত হয় আর أَنْ এরপর فعل مضارع টি অধিকাংশ সময় أَوْشَكَ যুক্ত হয়।

أَفْعَالُ الشُّرُوْعُ : যে فعل গুলো خبر টি اسم এর নিকটবর্তী হয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে বুঝায়, তাকে أفعال الشروع বলে।

أَفْعَالُ الشُّرُوْع নয়টি। যথাঃ

أَخَذَ - جَعَلَ - عَلَقَ - شَرَعَ - طَفِقَ - قَامَ - أَقْبَلَ - أَنْشَأَ - هَبَّ

যেমন– شَرَعَ الطِّفْلُ يَبْكِيْ - أَخَذَتِ السَّمَاءُ تُمْطِرُ[৩]

أَقْبَلَ رَاشِدٌ يَقُوْلُ - جَعَلَتِ الْبِنْتُ تَلْعَبُ

أَفْعَالُ الشُّرُوْع এরপর فعل مضارع টি সর্বদা أَنْ اَلْمَصْدَرِيَّةُ মুক্ত হয়।

عَسٰى، حَرٰى، إِخْلَوْلَقَ ও أَوْشَكَ এ ফেয়েল চারটির فاعل যখন أَنْ اَلْمَصْدَرِيَّةُ দ্বারা মাছদার হয়ে فاعل হবে তখন এই চারটি ফেয়েল اَلْأَفْعَالُ التَّامَّةُ হবে। যেমন–

عَسٰى أَنْ يَفِرَّ الْعَدُوُّ - حَرٰى أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ

أَوْشَكَ أَنْ تَبِيْضَ الدَّجَاجَةُ - إِخْلَوْلَقَ أَنْ تَقُوْمَ الصَّلٰوةُ

إِخْلَوْلَقَ أَنْ يَخْرُجَ رَاشِدُ الآنَ مِنَ الْمَسْكَنِ الطُّلَّابِيِّ

---

৩. شَرَعَ الطِّفْلُ يَبْكِى এর অর্থ হল, শিশুটি কাঁদতে শুরু করেছে। أَخَذَتِ السَّمَاءُ تُمْطِرُ অর্থ হল, আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করেছে। اَلْمَسْكَنُ الطُّلَّابِيُّ – ছাত্রাবাস;

প্রশ্নমালা

১. أفعال الرجاء কাকে বলে? তা কয়টি ও কি কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।

২. أفعال المقاربة এর পরিচয় কি? তা কয়টি ও কি কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৩. أفعال المقاربة এর ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. أفعال الشروع কাকে বলে? তা কয়টি ও কি কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৫. أفعال الشروع এর হুকুম বর্ণনা কর।

৬. عسى، حرى، إخلولق ও أوشك এই ফেয়েল চারটি কখন الأفعال التامة হবে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৭. أفعال الرجاء والمقاربة والشروع এর খবরটি কি কখনো ফায়েল হতে পারে ?

৮. أفعال الشروع এর خبر কি কখনো أن المصدرية যুক্ত হতে পারে?

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল এবং কোন ধরনের فعل ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা কর।

أَخَذَ الْمُجَاهِدُوْنَ يَسْتَعِدُّوْنَ لِلْجِهَادِ - كَادَ الطَّائِرُ يَطِيْرُ
كَرَبَتْ فَاطِمَةُ تَسْقُطُ عَلٰى الْأَرْضِ - أَخَذَ جَيْشُ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُ الْيَهُوْدَ
شَرَعَ التِّلْمِيْذُ يُذَاكِرُ دُرُوْسَه - عَسَتْ رَيْحَانَةُ أَنْ تَفُوزَ فِى الْإِمْتِحَانِ
يُوْشِكُ الطِّفْلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ - طَفِقَ رَاشِدٌ وَخَالِدٌ يَلْعَبَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ
هَبَّ الْمُصَلُّوْنَ يُسْرِعُوْنَ إِلٰى الْمَسْجِدِ - أَوْشَكَ الْمَرِيْضُ أَنْ يَمُوْتَ

২. নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে كَرَبَ ও كَادَ، يَكَادُ، أَوْشَكَ، يُوْشِكُ যোগ করে পড় ও প্রয়োজনে مذكر ছিগাকে مؤنث বানাও ও أَنْ اَلْمَصْدَرِيَّةُ ব্যবহার কর। অতঃপর অর্থ বল।

١ـ ..... الغَرِيْقُ يَمُوْتُ ٢ـ ..... زَادُ المُسَافِرِ يَنفَدُ
٣ـ ..... الشَّمْسُ تَغِيْبُ ٤ـ ..... اَلنَّاسُ يَفِرُّوْنَ مِنَ الْخَوْفِ
٥ـ ..... اَلْفَاكِهَةُ تَسْقُطُ عَلَى الأَرْضِ ٦ـ ..... السَّفِيْنَةُ تَغْرَقُ

৩. নীচের বাম পাশের সঠিক শব্দ দিয়ে ডান পার্শ্বের শূন্যস্থান পূরণ করে পড় ও অর্থ বল।

١. كَادَ --- يَخْضَرُّ | اَلْحَرْبُ
٢. أَخَذَ --- يَذْهَبُوْنَ إِلٰى أَعْمَالِهِم | اَلْجُنُوْدُ
٣. أَوْشَكَتْ --- أَنْ تَفْتَحَ أَبْوَابَهَا | اَلْعُشْبُ
٤. قَامَ --- يُدَافِعُوْنَ عَنِ الْوَطَنِ | اَلْجَامِعَةُ
٥. تَكَادُ --- تَنْتَهِىْ بَعْدَ شَهْرٍ | اَلْعُمَّالُ

৪. নীচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

জাহাজটি ডুবতে শুরু করেছে। অসুস্থ লোকটি মৃত্যু বরণ করার উপক্রম হয়েছে। আশা করা যায়, রাশেদ ভালভাবে পড়বে। সূর্যটি পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হতে শুরু করেছে। দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আশা করা যায়, আজ আকাশ বর্ষণ মুখর হবে। তুমি গোমরাহীতে ডুবতে শুরু করেছো।

زَادٌ – পাথেয়। غَرِيْقٌ – নিমজ্জিত, নিমজ্জমান। يَخْضَرُّ – সবুজ শ্যামল হয়। يُدَافِعُوْنَ – রক্ষা করে।

الـدرس الـخـامـس عـشـر

أفـعـال الـمـدح والـذم

فِـعْـلُ الْـمَـدْح : যে فـعـل দ্বারা প্রশংসার ভাব প্রকাশ করা হয়, তাকে فـعـل الـمدح বলে।

فـعـل الـمدح দুইটি। যথাঃ نِـعْـمَ ও حَبَّذَا

فِـعْـلُ الـذَّمّ : যে فـعـل দ্বারা নিন্দার ভাব প্রকাশ করা হয় তাকে فـعـل الـذم বলে।

فـعـل الـذم দুইটি। যথাঃ بِـئْـسَ ও سَـاءَ

نِـعْـمَ - بِـئْـسَ ও سَـاءَ এর ব্যবহার পদ্ধতি

এই তিনটি فـعـل এর فـاعِـل চার পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়।

১. فَـاعِـل টি مُـعَـرَّفٌ بِـاللَّامِ হবে। যেমন-

نِعْمَ الْـمُـعَلِّمُ أَنْتَ - بِـئْسَ الْـمَصِيْرُ جَهَنَّمُ

এক্ষেত্রে مُـعَـرَّفٌ بِـاللَّامِ ইসমটিকে فـاعـل এবং পরবর্তী اسـم টিকে مَـخْـصُـوْصٌ بِـالـذَّمِّ বা مَـخْـصُـوْصٌ بِـالْـمَدْحِ বলা হয়।

২. فـاعـل টি مُـضَـافٌ إِلَى الْـمُـعَـرَّفِ بِـاللَّامِ হবে। যেমন-

نِـعْـمَ صَـدِيْـقُ الْإِنْـسَـانِ الْـكِـتَـابُ - بِـئْـسَ صَـدِيْـقُ الْإِنْـسَـانِ الـشَّـيْـطَـانُ

এক্ষেত্রে مُـضَـافٌ إِلَى الْـمُـعَـرَّفِ بِـاللَّامِ ইসমটিকে فـاعـل এবং পরবর্তী اسـم টিকে مَـخْـصُـوْصٌ بِـالـذَّمِّ বা مَـخْـصُـوْصٌ بِـالْـمَدْحِ বলা হয়।

৩. فاعل টি مَا اَلْمَوْصُوْلَةُ হবে। যেমন–

نِعْمَ مَا عَمِلْتَه اِطْعَامُ الْفُقَرَاءِ - بِئْسَ مَا تَقُوْلُه اَلْكِذْبُ

এক্ষেত্রে مَا اَلْمَوْصُوْلَةُ তার صِلَةً সহ ফায়েল হবে এবং পরবর্তী اسم টি مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ বা مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ হবে।

৪. فاعل টি فعل এর মাঝে উহ্য যমীর হবে। কিন্তু যমীরটি مَرْجِع উল্লেখ না থাকার কারণে যে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হবে তা একটি ইসমে নাকেরাকে تمييز রূপে এনে দূর করা হবে। যেমন–

نِعْمَ وَطَنًا اَلْمَدِيْنَةُ - بِئْسَ طَعَامًا اَلْحَرَامُ

এক্ষেত্রে تمييز এবং مميز মিলে فاعل হবে এবং পরবর্তী اسم টি مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ বা مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ হবে।

حَبَّذَا এর ব্যবহার পদ্ধতি

حَبَّذَا এর মধ্যে حَبَّ হল فِعْلُ الْمَدْحِ আর ذَا ইসমুল ইশারাটি তার ফায়েল এবং পরবর্তী اسم টি مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ হবে। যেমন–

حَبَّذَا الصِّدْقُ فِى الْكَلَامِ - حَبَّذَا الْإِخْلَاصُ فِى الْأَعْمَالِ

প্রশ্নমালা

১. فعل المدح কাকে বলে এবং তা কয়টি ও কি কি?

২. فعل الذم কাকে বলে এবং তা কয়টি ও কি কি?

৩. نعم، بئس ও ساء এই তিনটি فعل এর فاعل কত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়? দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. نِعْمَ صَدِيْقًا اَلْكِتَابُ এখানে فعل المدح টিকে কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা কি বুঝিয়ে বল।

৫. حَبَّذَا এর ব্যবহার পদ্ধতি কি মিছাল দিয়ে বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলোতে أفعال المدح ও أفعال الذم এর ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর ও তরজমা কর।

نِعْمَ شِعَارُ التُّجَّارِ اَلصِّدْقُ، نِعْمَ الْقَائِدُ خَالِدُبْنُ الْوَلِيْدِ، بِئْسَ سِلَاحًا اَلْوِشَايَةُ، حَبَّذَا الْمَحَبَّةُ فِى اللّٰهِ، سَاءَ الصَّدِيْقُ أَنْتَ، نِعْمَ جَامِعَةً اَلْجَامِعَةُ الشَّرْعِيَّةُ، حَبَّذَا صُحْبَةُ الصَّالِحِيْنَ، نِعْمَ مَا تَسْعٰى إِلَيْهِ كَسْبُ الْحَلَالِ، بِئْسَ الرَّجُلُ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى الْغَيْرِ، سَاءَ مَا تُحِبُّهُ اَلدُّنْيَا

২. বাম পার্শ্ব থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে ডান পাশ্বের শূন্যস্থান পূরণ কর ও অর্থ বল।

١ - بِئْسَ مَا يَتَّصِفُ بِهِ الْمَرْأُ	اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ
٢ - نِعْمَ مَصْدَرُ الرَّاحَةِ	اَلشَّيْطَان
٣ - سَاءَ صَدِيْقُ الْمُؤْمِنِ	اَلْقَنَاعَة
٤ - نِعْمَ الْخُلُقُ	اَلْخَمْر
٥ - سَاءَ مَا يَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ	تِلَاوَةُ الْقُرآن
٦ - حَبَّذَا	اَلْكَسَلُ

৩. শূন্যস্থান পূরণ করে পড় ও অর্থ বল।

١. نِعْمَ الْمُعَلِّمُ. . . . . ٢. بِئْسَ . . . . اَلْحَسَدُ

٣. بِئْسَ الصَّدِيْقُ فِى الْمَدْرَسَةِ . . .. ٤. نِعْمَ مَا .... اَلصِّدْقُ

٥. سَاءَ مَا تَفْعَلُهُ .... ٦. .... صُحْبَةُ الأَشْرَارِ

٧. حَبَّذَا ..... ٨. ...... اَلتِّلْمِيْذُ النَّشِيْطُ

৪. নীচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আপনি কতোই না উত্তম ব্যবসায়ী! রাশেদ খালেদের কতোই না নিকৃষ্ট বন্ধু! তুমি যা কর তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল আলেমদের গালি দেয়া! হে আমের! তুমি কতোই না নিকৃষ্ট বন্ধু! রাসূলের দেশ কতোই না উত্তম দেশ। তুমি যা পাঠ কর তার সবচেয়ে উত্তম হল কুরআন তিলাওয়াত। মুত্তাকী ব্যক্তি কতোই না উত্তম শিক্ষক। তোমার নিকৃষ্ট বন্ধু হল দুনিয়া।

الـــدرس الـــســـادس عـــشـــر

فعلا التعجب

فِعْلُ التَّعَجُّبِ ঃ যে فِعْل দ্বারা কোন গুণ বা দোষ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তাকে فِعْلُ التَّعَجُّبِ বলে।

فعل التعجب এর ওজন দুইটি। যথাঃ مَا أَفْعَلَهُ ও أَفْعِلْ بِه

এ ওজন দ্বারা تعجب প্রকাশের জন্য শর্ত হল, مصدر টি ثلاثى مجرد হয়ে রং বা শারীরিক দোষ প্রকাশক হতে পারবে না। যেমন–

مَا أَجْمَلَ الْقَصْرَ - أَجْمِلْ بِالْقَصْرِ

مَا أَعْذَبَ الْمَاءَ - أَعْذِبْ بِالْمَاءِ

আর যদি مصدر টি ثلاثى مجرد না হয় বা রং ও দোষ প্রকাশক হয়, তাহলে مَفْعُولٌ بِه এর فِعْلُ التَّعَجُّبِ এর মতো أَشْدِدْ بِه ও مَا أَشَدَّه বা مَجْرُورٌ বানিয়ে تعجب এর ভাব প্রকাশ করতে হবে। যেমন–

مَا أَشَدَّ بَيَاضَ الثَّوْبِ - أَشْدِدْ بِبَيَاضِ الثَّوْبِ

مَا أَشَدَّ عَرَجَهُ - أَشْدِدْ بِعَرَجِهِ

مَا أَكْثَرَ تَفَكُّرَ رَاشِدٍ فِىْ خَلْقِ اللّٰهِ - أَكْثِرْ بِتَفَكُّرِ رَاشِدٍ فِىْ خَلْقِ اللّٰهِ

ما أجمل القصر

এখানে ما অর্থ أَىُّ شَيْئٍ, ইহা مبتدأ আর أَجْمَلَ ফেয়েল, هو যমীর مفعول به ও فاعل হল اَلْقَصْرَ এবার فعل - فاعل مفعول به মিলে

مَا أَجْمَلَ الْقَصْرَ – বাহ্ প্রাসাদটি কী সুন্দর! مَا أَعْذَبَ الْمَاءَ অর্থ– ইস্ পানি কী মিষ্টি!

خبر ও مبتدأ হয়ে উল্লেখিত مبتدأ এর خبر; অতঃপর جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ মিলে اَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ الْإِنْشَائِيَّةُ হয়েছে।

أَجْمِلْ بِالْقَصْرِ

এখানে أَجْمِلْ হল فِعْلُ الأَمْرِ তবে তা الفعل الماضى এর অর্থ দিবে। ب হরফে যরটি زَائِدٌ বা অতিরিক্ত। সুতরাং أَجْمِلْ بِالْقَصْرِ বাক্যটি جَمُلَ الْقَصْرُ এর অর্থে হল। جَمُلَ হল فعل আর اَلْقَصْرُ তার فاعل; অতঃপর فعل ও فاعل মিলে اَلْجُمْلَةَ الْفِعْلِيَّةُ الْإِنْشَائِيَّةُ হয়েছে।

প্রশ্নমালা

১. فعل التعجب কাকে বলে?

২. فعل التعجب এর ওজন কয়টি ও কি কি?

৩. مَا أَجْمَلَ الْقَصْرَ এ বাক্যটির শাব্দিক অর্থ কি এবং ব্যবহারিক অর্থ কি?

৪. أَعْذِبْ بِالْمَاءِ এ বাক্যটির শাব্দিক অর্থ কি এবং ব্যবহারিক অর্থ কি?

৫. أَعْذِبْ بِالْمَاءِ এখানে ب অব্যয়টি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

৬. مصدر টি ثلاثى مجرد না হলে বা রং ও দোষ প্রকাশক হলে কিভাবে تعجب প্রকাশ করতে হবে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭. مَا أَحْسَنَ فَصْلَ الرَّبِيْعِ এ বাক্যটির তরকীব কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থ কর।

مَا أَحْسَنَ الْاِسْتِقَامَةَ ! أَكْرِمْ بِالْعَرَبِ ! مَا أَسْرَعَ الطَّائِرَةَ ! أَجْمِلْ بِالسَّمَاءِ الزَّرْقَاءِ ! مَا أَضَرَّ الْإِفْرَاطَ فِى الْأَكْلِ ! مَا أَوْسَعَ أَمَلَ الْإِنْسَانِ ! أَقْبِحْ بِالْبُخْلِ ! مَا أَفْجَعَ أَنْ يَبِيْتَ الْفَقِيْرُ جَائِعاً ! أَشْدِدْ بِسَوَادِ اللَّيْلِ ! أَنْفِعْ بِالْكِتَابِ ! أَقْبِحْ بِأَلَّا تَعْتَرِفَ بِإِحْسَانِ الْمُحْسِنِ !

২. নীচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর এবং অর্থ বল।

أَعْظَمُ ، اَلْقَاضِى ، قَلْبُه ، اَلزَّهْرَةُ ، صَمَمٌ ، أَنْفَعُ

١ ـ مَا .... خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ !   ٢ ـ مَا ..... الْكِتَابَ !

٣ ـ أَشْدِدْ بِحُمْرَةِ .... !   ٤ ـ مَا أَطْهَرَ .... !

٥ ـ مَا أَعْدَلَ .... !   ٦ ـ أَشْدِدْ بِـ ..... الرَّجُلِ !

৩. নীচের مصدر গুলো দিয়ে কেন সরাসরি فعل التعجب বানানো গেল না, তা বর্ণনা কর।

١ ـ مَا أَشَدَّ سَوَادَ اللَّيْلِ !   ٢ ـ أَعْظِمْ بِالتَّضْحِيَةِ فِى سَبِيْلِ اللهِ !

٣ ـ مَا أَشَدَّ بَكَمَ فَاطِمَةَ !   ٤ ـ أَعْجِبْ بِانْتِصَارِ خَالِدٍ عَلَى الْأَعْدَاءِ !

৪. নীচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরে , মসজিদটি কতো বড় ! বাহবা, তোমার গল্পটি কতো চমৎকার। সত্যই, আগন্তুকের সামনে তোমার হাসি কতো আনন্দদায়ক ! কাকের শরীর কতোই না কুশ্রী ! হে রাশেদ ! তোমার হৃদয় কতোই না মহান ! আরে, তোমার কথা তো ভারী চমৎকার।

اَلْعَرَبُ - আরবরা। صَمَمٌ - বধিরতা। حُمْرَةٌ - লালিমা। بُكْمٌ - মূকতা।
اَلتَّضْحِيَةُ - আত্মোৎসর্গ করা।

الدرس السابع عشر

الأسماء العاملة

আমলদানকারী اسم এগারো প্রকার।

প্রথম প্রকার ঃ اَلْأَسْمَاءُ الشَّرْطِيَّةُ (শর্তের অর্থ দানকারী ইসম সমূহ) এই ইসমগুলো সর্বদা فعل مضارع কে جزم দেয়। এগুলো নয়টি। যথাঃ

১. مَنْ অর্থ- যাকেঃ যেমন- مَنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ

২. مَا অর্থ- যাঃ যেমন- مَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ

৩. أَيْنَ অর্থ- যেখানেঃ যেমন- أَيْنَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ

৪. مَتٰى অর্থ- যখনঃ যেমন- مَتٰى تَقُمْ أَقُمْ

৫. أَيٌّ অর্থ- যাঃ যেমন- أَيَّ شَيْءٍ تَأْكُلْ أُكُلْ

৬. أَنّٰى অর্থ- যেখানেঃ যেমন- أَنّٰى تَكْتُبْ أَكْتُبْ

৭. إذما অর্থ- যখনঃ যেমন- إذمَا تُسَافِرْ أُسَافِرْ

৮. حَيْثُمَا অর্থ- যেখানেঃ যেমন- حَيْثُمَا تَلْعَبْ أَلْعَبْ

৯. مَهْمَا অর্থ- যেখানেঃ যেমন- مَهْمَا تَقْعُدْ أَقْعُدْ

দ্বিতীয় প্রকার ঃ أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ بِمَعْنَى الْمَاضِى (ماضى এর অর্থদানকারী ইসমে ফেয়েল)। যেমন- هَيْهَاتَ অর্থ দূর হয়ে গেছে।

এই ইসমে ফেয়েলগুলো পরবর্তী اسم কে فاعل হিসাবে رفع দেয়। যেমন- هَيْهَاتَ فَلَاحُ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থ – মুশরিকদের সফলতা দূর হয়ে গেছে।

তৃতীয় প্রকার ঃ أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الْحَاضِرِ (আমরে হাজেরের অর্থ দানকারী ইসমে ফেয়েল) যেমন– رُوَيْدَ অর্থ– অবকাশ দাও।

এই ইসমে ফেয়েলগুলো পরবর্তী ইসমকে مفعول به হিসাবে نصب দেয়। যেমন– رُوَيْدَ زَيْدًا অর্থ– যায়েদকে অবকাশ দাও।

উল্লেখ্য যে أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعْ ও আছে এবং এ ফেয়েলগুলোও অন্যান্য ফেয়েলের মত আমল করে। যেমন اَهْ অর্থ আমি ব্যথিত হই। যেমন آهْ مِمَّنْ لَايَدْرُسُ أَيَّامَ الدِّرَاسَةِ অর্থঃ পড়ার দিনগুলোতে যে পড়ে না আমি তার জন্য ব্যথিত হই।

নিম্নে মিছাল, অর্থ ও কালের বর্ণনাসহ কিছু ইসমে ফেয়েল উল্লেখ করা হল–

اسم الفعل	زمنه	معناه	مثاله
شَتَّانَ	ماض	পৃথক হয়ে গেছে	شَتَّانَ الْخَيْرُ مِنَ الشَّرِّ
سَرْعَانَ وَشْكَانَ	ماض	দ্রুত হয়েছে	سَرْعَانَ مَا حَضَرَ الْخَادِمُ وَشْكَانَ مَا وَصَلَ الْقِطَارُ إِلَى الْـمَحَطَّةِ
أُفٍّ	مضارع	আমি বেচাইন হই/হচ্ছি	أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ
قَطْ قَدْ	مضارع	যথেষ্ট হবে	قَطْنِىْ مَا أَعْطَيْتَنِى مِنَ الدَّرَاهِمِ
وَا وَاهًا وَىْ	مضارع	আমি আফসোস করি/করছি আমি বিস্মিত হই/হচ্ছি	وَا يَا صَدِيْقِى ! لَنْ أَنْسَاكَ أَبَداً وَاهًا لِـجُرْأَتِكَ عَلَىَّ وَىْ لِتَكَاسُلِكَ وَقَدْ قَرُبَ الْإِمْتِحَانُ
صَهْ	أمر	চুপ কর	صَهْ فَقَدْ جَاءَ الْمُعَلِّمُ
مَهْ	أمر	বেঁচে থাক	مَهْ عَمَّا تَقُولُه مِنَ الْكَذِبِ
حَىَّ	أمر	এসো	حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ
هَلُمَّ	أمر	এসো	هَلُمَّ إِلَيْنَا
هَاكَ	أمر	ধর	هَاكَ الْبُرْهَانَ عَلَى مَا أَقُولُ
إِلَيْكَ	أمر	দূর হও	إِلَيْكَ عَنِ الرَّزَائِلِ
أَمَامَكَ	أمر	অগ্রসর হও	أَمَامَكَ أَيُّهَا الْجُنْدِىُّ !
دُوْنَكَ	أمر	নাও	دُوْنَكَ الْقُرْآنَ فَاقْرَأْهُ
مَكَانَكَ	أمر	স্থির থাক	مَكَانَكَ أَيُّهَا التِّلْمِيْذُ !

চতুর্থ প্রকারঃ إِسْمُ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ (বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থদানকারী ইসমে ফায়েল) এই ইসমে ফায়েল দুই শর্তে فعل معروف এর মত فاعل কে رفع এবং مفعول به কে نصب দেয়।

প্রথম শর্ত, বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের অর্থ দিতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত, তার শুরুতে مُبْتَدَأْ - مَوْصُوْفْ - مَوْصُوْلْ - ذُو الْحَالِ - حَرْفُ النَّفْيِ ও هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ হতে হবে।

مُبْتَدَأْ ঃ যেমন- راشد ضارب أخاه في الطريق

مَوْصُوْفْ ঃ যেমন- لَاتُجَالِسْ رَجُلاً عَاصِيًا رَبَّهُ

مَوْصُوْلْ ঃ যেমন- جَاءَ الضَّارِبُ رَاشِدًا

ذُو الْحَالِ ঃ যেমন- جَاءَنِي زَيْدٌ رَاكِبًا أَبُوه سَيَّارَةً

همزة اَلْإِسْتِفْهَامُ ঃ যেমন- أَشَارِبٌ خَالِدٌ مَاءً بَارِدًا

حَرْفُ النَّفْيِ ঃ যেমন- مَا شَارِبٌ خَالِدٌ مَاءً حَارًّا

পঞ্চম প্রকারঃ اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ (বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থদানকারী ইসমে মফউল) এই ইসমে মফউল দুই শর্তে فعل مجهول এর মত مفعول به কে رفع ও অন্যান্য مفعول কে نصب দেয়।

প্রথম শর্ত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের অর্থ দিতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত, তার শুরুতে مُبْتَدَأْ - مَوْصُوْفْ - مَوْصُوْلْ - ذُو الْحَالِ - حَرْفُ النَّفْيِ ও هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ হতে হবে।

مُبْتَدَأْ ঃ যেমন- رَاشِدٌ مَظْلُوْمٌ أَخُوه

مَوْصُوْفْ ঃ যেমন- هُوَ رَجُلٌ مَضْرُوْبٌ صَدِيْقُه

مَوْصُوْلٌ : যেমন- جَاءَ الْمَقْتُوْلُ أُخُوه يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ذُو الْحَالِ : যেমন- جَاءَ رَاشِدٌ مَظْلُوْماً أَبُوْه

هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ : যেমন- أَمَضْرُوْبٌ خَالِدٌ

حَرْفُ النَّفْيِ : যেমন- مَا مَقْرُوْءٌ كِتَابُ خَالِدٍ

ষষ্ঠ প্রকার- اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ : معنى مصدر টি স্থায়ীভাবে فاعل এর সাথে বিদ্যমান একথা বুঝানোর জন্য فعل لازم থেকে যে اسم গঠন করা হয়, তাকে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ বলে।

الصفة المشبهة একটি শর্তে فعل لازم এর মত فاعل কে رفع দেয়। শর্তটি হল, তার শুরুতে مُبْتَدَأٌ، مَوْصُوْفٌ، ذُو الْحَالِ، هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ ও حَرْفُ النَّفْيِ হতে হবে।

مُبْتَدَأٌ : যেমন- اَلسُّلَحْفَاةُ بَطِيْئٌ سَيْرُهَا

مَوْصُوْفٌ : যেমন- لَقِيْتُ الرَّجُلَ الْكَثِيْرَ عِلْمُه

ذُو الْحَالِ : যেমন- اِشْتَرَيْتُ الْكِتَابَ رَخِيْصًا ثَمَنُه

هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ : যেমন- أَجَمِيْلٌ لَوْنُ هٰذَا الثَّوْبِ

حَرْفُ النَّفْيِ : যেমন- مَا قَوِيٌّ نُوْرُ هٰذَا الْمِصْبَاحِ

সপ্তম প্রকার- اِسْمُ التَّفْضِيْلِ : মাসদার এর অর্থটি فاعل এর সাথে অন্যের তুলনায় বেশী আছে, একথা বুঝানোর জন্য فعل থেকে যে اسم গঠন করা হয়, তাকে اسم التفضيل বলে। اسم التفضيل তার فاعل অর্থাৎ ضمير مستتر কে رفع দেয়।

اسم التفضيل কে তিন ভাবে ব্যবহার করা হয়।

১. من দ্বারা, যেমন– زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو

২. الف ও لام দ্বারা, যেমন– جَاءَ زَيْدٌ الأَفْضَلُ

৩. مضاف হয়ে, যেমন– زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ

অষ্টম প্রকার– اَلْمَصْدَرُ : মাসদার مفعول مطلق না হলে فعل এর মত فاعل কে رفع এবং مفعول কে نصب দেয়। যেমন–

أَعْجَبَنِىْ ضَرْبٌ زَيْدٌ عَمْرًوا - سَرَّنِىْ اِكْرَامٌ رَاشِدٌ خَالِدًا

নবম প্রকার– اَلْاِسْمُ الْمُضَافُ : مضاف সর্বদা مضاف إليه কে جر দেয়। যেমন– هُو وَلَدُ رَاشِدٍ - جَاءَ عَمُّ خَالِدٍ

দশম প্রকার– اَلْاِسْمُ التَّامُّ : যে اسم ছয়টি বিষয়ের কোন একটি দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, তাকে اِسْمٌ تَامٌّ বলে।

ছয়টি বিষয় হল, اَلتَّنْوِيْنُ اللَّفْظِيُّ، اَلتَّنْوِيْنُ التَّقْدِيْرِيُّ، نُوْنُ التَّثْنِيَةِ

نُوْنُ الْجَمْعِ، مُشَابِهُ نُوْنِ الْجَمْعِ، اَلْإِضَافَةُ

اسم تام সর্বদা تمييز কে نصب দেয়।

اَلتَّنْوِيْنُ اللَّفْظِيُّ যেমন– مَا رَأَيْتُ فِى السَّمَاءِ قَدْرَ رَاحَةٍ سَحَابًا

اَلتَّنْوِيْنُ التَّقْدِيْرِيُّ যেমন– فِى الْبَيْتِ أَحَدَ عَشَرَ كُرْسِيًّا

نُوْنُ التَّثْنِيَةِ যেমন– عِنْدِ التَّاجِرِ قَفِيْزَانِ عَدَسًا

نُوْنُ الْجَمْعِ যেমন– هُمْ أَخْسَرُوْنَ أَعْمَالاً

مُشَابِهُ نُوْنِ الْجَمْعِ যেমন– فَوْقَ الرَّفِّ عِشْرُوْنَ كِتَابًا

اَلْإِضَافَةُ যেমন– عَلٰى الطَّاوِلَةِ مِلْأُ الْكَأْسِ لَبَنًا

একাদশ প্রকারঃ أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ عَنِ الْعَدَدِ

এর দু'টি শব্দ। যথাঃ كَمْ ও كَذَا

كم দুই প্রকার। যথাঃ كَمْ اَلْاِسْتِفْهَامِيَّةُ ও كَمْ اَلْخَبَرِيَّةُ

كَمْ اَلْاِسْتِفْهَامِيَّةُ ও كَذَا সর্বদা تمييز কে نصب দেয়। যেমন–

كَمْ مَالاً أَنفَقْتَ؟ كَمْ رَجُلاً عِنْدَكَ؟

عِنْدِىْ كَذَا قَلَمًا - فِى الْبَيْتِ كَذَا ثَوْبًا

كَمْ اَلْخَبَرِيَّةُ সর্বদা تمييز কে جر দেয়। যেমন, كَمْ مَالٍ أَنفَقْتُ

কখনো كم الخبرية এর تمييز এর শুরুতে অতিরিক্ত من যোগ করা হয়।
যেমন– كَمْ مِنْ دَارٍ بَنَيْتُ - كَمْ مِنْ مَالٍ أَنفَقْتُ

প্রশ্নমালা

১. আমল দানকারী ইসম কত প্রকার? প্রকারগুলোর নাম বর্ণনা কর।

২. اَلْأَسْمَاءُ الشَّرْطِيَّةُ কয়টি ও কি কি? এ ইসমগুলো কি আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৩. اسم الفاعل কয়টি শর্তে আমল করে এবং কিসের মত আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. مَا مَضْرُوْبٌ أَخُوْ خَالِدٍ آلاٰنَ এখানে اسم المفعول টি কিসের আমল করেছে এবং কোন কোন শর্ত সাপেক্ষে আমল করেছে বুঝিয়ে বর্ণনা কর।

৫. الصفة المشبهة কাকে বলে? কয়টি শর্তে তা আমল করে এবং কি আমল করে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৬. هٰذِهِ السَّيَّارَةُ سَرِيْعٌ سَيْرُهَا এ বাক্যটির ভাব অর্থ কি? سَيْرُهَا ইসমটিতে রফা দেয়া হয়েছে কেন এবং কি শর্তে দেয়া হয়েছে বর্ণনা কর।

৭. اسم التفضيل কাকে বলে? তা কি আমল করে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৮. الاسم التام কাকে বলে? যে ছয়টি বিষয় দ্বারা তা পূর্ণতা লাভ করে মিছালসহ বর্ণনা কর।

৯. كَمْ كِتَابٍ اِشْتَرَيْتُ ও كَمْ كِتَابًا اِشْتَرَيْتَ এ দুটি বাক্যের অর্থ কি ও কোন বাক্যে كم টি কিসের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর উপরে দাগ দেয়া اسم গুলো কি আমল করেছে এবং কোথায় করেছে এবং আমল করার জন্য শর্ত থাকলে তা বর্ণনা কর।

مَنْ يَجْتَهِدْ فِى الدِّرَاسَةِ يَنْجَحْ فِى الْإِمْتِحَانِ ـ هٰذَا الْكِتَابُ رَخِيْصٌ ثَمَنُه، عَظِيْمٌ نَفْعُه ـ تَرَكْتُ الذَّنْبَ خَوْفًا عَذَابَ اللهِ ـ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْه عِنْدَ اللهِ ـ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ ثَوَابًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا ـ أَمُكْرِمٌ خَالِدٌ رَاشِدًا أَمَامَ النَّاسِ ـ وَآ لِمَنْ يَكْسَلُ وَ يَرْجُو النَّجَاحَ ـ رَأَيْتُ رَجُلاً مَفْقُوْدًا مَالُه فِى الطَّرِيْقِ ـ أَنَا أَشْجَعُ النَّاسِ أَمَامَ الْعَدُوِّ ـ سَرْعَانَ مَا اكْفَرَّتِ السَّمَاءُ وَلَمَعَ الْبَرْقُ ـ أَىَّ مَيْدَانٍ تَلْعَبْ فِيْه أَلْعَبْ مَعَكَ ـ رَأَيْتُ زَهْرَةً جَمِيْلاً لَوْنُهَا ـ أَمُعَاقَبٌ هٰذَا الْمُجْرِمُ أَمَامَ النَّاسِ ـ فَرِحْتُ مِنْ قَتْلِ زَيْدٌ حَيَّةً ـ خَالِدٌ مُعْتَكِفٌ أَبُوه فِى الْمَسْجِدِ النَّبَوِىِّ فِىْ رَمَضَانَ ـ أَيْنَمَا تَغِيْبُوا تَأْخُذْكُمُ الشُّرْطَةُ.

২. নীচের বাক্যগুলোতে اسم الفاعل এর পরের শূন্যস্থানটি বাম দিক থেকে সঠিক শব্দ এনে পূরণ করে পড় ও অর্থ বল এবং কিভাবে ও কি আমল করেছে বর্ণনা কর।

١ ـ اَلْعَاقِلُ تَارِكٌ .... الأَشْرَارِ	رَبَّه حَمْدًا كَثِيْرًا
٢ ـ مَا مُطِيْعٌ جَاهِلٌ .... الطَّبِيْبِ	إِحْسَانَكَ أَبَدًا
٣ ـ قَامَ الْخَطِيْبُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَامِدًا	نُصْح
٤ ـ مَا نَاسٍ أَخُو بِلَالٍ	صُحْبَة

اِكْفَرَّتِ السَّمَاءُ وَلَمَعَ الْبَرْقُ - আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল ও বিদ্যুৎ চমকাল।

৩. নীচের বাক্যগুলোতে اسم المفعول এর পরের শূন্য স্থানগুলো বাম দিক থেকে সঠিক শব্দ এনে পূরণ করে পড় ও অর্থ বল এবং কিভাবে কি আমল করেছে বর্ণনা কর।

١. مَا مُعْطًى أَخُوْكَ ---	حَقُّه
٢. هُوَ رَجُلٌ مَضْرُوْبٌ ---- تَأْدِيْبًا	دُعَاءه
٣. اَلْمَظْلُوْمُ مُسْتَجَابٌ -----	جَائِزة
٤. يَا رَجُلاً مَغْصُوْبًا ---- ظُلْمًا	أَوْلَادُه

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ গুলো চিহ্নিত করে তার আমল বর্ণনা কর।

اَلتِّمْسَاحُ يُحِبُّ الْمَوَاطِنَ الشَّدِيْدَةَ حَرَارَتُهَا - هُوَ سَرِيْعٌ عَدْوًا وَقَوِيٌّ ظُفْرًا وَسِنًّا - اَلْخُفَّاشُ طائرٌ عَجِيْبٌ خَلْقُه، طَوِيْلٌ عُمْرُه، يَطِيْرُ بِغَيْرِ رِيْشٍ وَ لَايُبْصِرُ فِي النَّهَارِ - جَمُنَه نَهْرٌ مَشْهُوْرٌ بَعِيْدٌ غَوْرًا، عَذْبٌ مَاؤُه، كَثِيْرٌ فَيَضَانُه -

---

اَلتِّمْسَاحُ – কুমির। اَلْخُفَّاشُ – বাদুর। ظُفْرٌ - নখর। رِيْشٌ – পালক। غَوْرٌ – গভীরতা। فَيَضَانٌ-প্লাবন।

الدرس الثامن عشر

العوامل المعنوية

যে عامل শাব্দিক ভাবে উল্লেখ থাকে না তবে মেনে নেয়া হয়, তাকে عَامِلٌ مَعْنَوِيٌّ বলে। عامل معنوى দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকার- اَلْاِبْتِدَاءُ ঃ مبتدأ এবং خبر এর মাঝে বিদ্যমান عامل معنوى কে ابتداء বলে। এ আমেলটি مبتدأ এবং خبر কে رفع দেয়। যেমন زَيْدٌ قَائِمٌ এখানে زيد শব্দটি مبتدأ আর قائم শব্দটি خبر। উভয়টিকে ابتدأ নামক আমেল رفع দিয়েছে।

زَيْدٌ قَائِمٌ এ ধরনের বাক্যের তরকীবে আরো দুটি মত আছে।

১. اِبْتِدَاءٌ নামক আমেলটি مبتدأ এর মধ্যে আমল করেছে আর مبتدأ টি خبر এর মধ্যে আমল করেছে অর্থাৎ رفع দিয়েছে।

২. مبتدأ এবং خبر এই উভয়টির প্রত্যেকটি অপরটির মধ্যে আমল করেছে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ خُلُوٌّ الْمُضَارِعِ عَنِ الْعَامِلِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ

এ আমেলটি فعل مضارع কে رفع দেয়। যেমন- يَضْرِبُ زَيْدٌ

এখানে يَضْرِبُ ফেয়েলটি عَامِلٌ نَاصِبٌ ও عَامِلٌ جَازِمٌ মুক্ত হয়েছে। এই মুক্ত হওয়াটিই يَضْرِبُ ফেয়েলকে رفع দিয়েছে।

প্রশ্নমালা

১. عامل معنوى এর পরিচয় কি? তা কত প্রকার? প্রকারগুলোর নাম বর্ণনা কর।

২. اِبْتِدَاءٌ কাকে বলে? এবং তা কি আমল করে বর্ণনা কর।

৩. اَلْكِتَابُ مَفْتُوْحٌ এ বাক্যটি কতভাবে তরকীব করা যায়? প্রত্যেক প্রকারের তরকীব বর্ণনা কর।

৪. يَلْعَبُ رَاشِدٌ فِى الْمَيْدَانِ এ বাক্যে يَلْعَبُ ফেয়েলটি কেন রফাযুক্ত হয়েছে? এবং রফাদানকারী এই আমেলটির নাম কি?

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন ইসমে عَامِلٌ لَفْظِىٌّ ও কোন ইসমে عَامِلٌ مَعْنَوِىٌّ আমল করেছে এবং কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

رَاشِدٌ تِلْمِيْذٌ ذَكِىٌّ - كَانَ رَاشِدٌ تِلْمِيْذًا غَبِيًّا

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - وَلَدُ فَاطِمَةَ كَاتِبٌ مَشْهُوْرٌ

لَيْسَتِ الْمَدْرَسَةُ مُغْلَقَةً - صَارَ خَالِدٌ عَالِمًا مُتَبَحِّرًا

مَا زَيْدٌ سَارِقًا وَلٰكِنَّ أَخَاه سَارِقٌ - بِنْتُ عَائِشَةَ طَبَّاخَةٌ مَاهِرَةٌ

أُمُّ فَاطِمَةَ سَخِيَّةٌ - اِنْتَشَرَتِ الْوَقَاحَةُ فِى الْمُدُنِ

مُتَبَحِّرٌ – বিজ্ঞ; তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। طَبَّاخَةٌ – পাচিকা, রাঁধুনি। وَقَاحَةٌ – নির্লজ্জতা;।

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কোন্ فعل مضارع এর মাঝে عامل لفظى এবং কোন্ فعل مضارع এর মাঝে عامل معنوى আমল করেছে এবং কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

رَاشِدٌ يَدْرُسُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ـ وَلاَ يَدْرُسُ بَعْدَ الْعَصْرِ
أَنَا لَنْ أَدْرُسَ الْيَوْمَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ـ قَالَ خَالِدٌ: لِمَ كَذَبْتَ
الْيَوْمَ يَا رَفِيْقُ! فَأَجَابَ رَفِيْقٌ: مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ ـ خَرَجَ
الْمُجَاهِدُوْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ـ جَلَسَ الْعُمَّالُ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ لِيَسْتَرِيْحُوا قَلِيْلاً ـ إِنْ تُطْعِمْنِىَ الْيَوْمَ أُطْعِمْكَ
غَداً ـ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ـ ضَاعَتِ الْقَلَنْسُوَةُ وَلَمْ
أَجِدْهَا ـ أَسِيْرُ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ ـ أَنَا أَصْدُقُ دَائِماً
وَلاَ أَكْذِبُ أَبَداً ـ نَتَعَلَّمُ فِى الْمَدَارِسِ كَىْ نَخْدِمَ الْإِسْلَامَ
وَالْمُسْلِمِيْنَ ـ لاَ تَصْنَعِ الْمَعْرُوْفَ فِىْ غَيْرِ أَهْلِهٖ ـ لِيَنْصُرَنَّ
الْقَوِىُّ مِنْكُمُ الضَّعِيْفَ ـ لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلٰهاً آخَرَ ـ

الـدرس الـتـاسع عـشـر

الـتـوابـع

اَلـتَّـابِـعُ ঃ যে اسم টি দ্বিতীয় পর্যায়ের হয়ে একই কারণে প্রথম اسم এর اعـراب এর মত اعـراب গ্রহণ করে, তাকে اَلـتَّـابِـعُ বলে। আর প্রথম اسم টিকে اَلْـمَـتْـبُـوْعُ বলে।

التـابـع পাঁচ প্রকার। যথাঃ

اَلنَّـعْـتُ، اَلتَّـاكِـيْـدُ، اَلْـبَـدَلُ، اَلْـعَـطْـفُ بِـالْـحُـرُوفِ، عَـطْـفُ الْـبَـيَـانِ

اَلـنَّـعْـتُ ঃ যে تابع পূর্ববর্তী متبوع অথবা متبوع এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাঝে বিদ্যমান দোষ-গুণকে বুঝায়, তাকে اَلـنَّـعْـتُ বলে। যেমন–

جَـاءَ رَجُـلٌ شَـرِيْـفٌ - جَـاءَ رَجُـلٌ شَـرِيْـفٌ أَبُـوه

প্রথম প্রকারকে اَلـنَّـعْـتُ الْـحَـقِـيْـقِـيُّ বলে আর দ্বিতীয় প্রকারকে اَلـنَّـعْـتُ الـسَّـبَـبِـيُّ বা اَلـنَّـعْـتُ الْـمَـجَـازِيُّ বলে।

اَلـنَّـعْـتُ الْـحَـقِـيْـقِـيُّ দশটি বিষয়ের মধ্যে হতে চারটি বিষয়ে متبوع এর অনুরূপ হয়। যথাঃ

مَـعْـرِفَـةٌ - نَـكِـرَةٌ - مُـذَكَّـرٌ - مُـؤَنَّـثٌ

وَاحِـدٌ - تَـثْـنِـيَـةٌ - جَـمْـعٌ - رَفْـعٌ - نَـصْـبٌ - جَـرٌّ

যেমন– جَـاءَ رَجُـلٌ عَـالِـمٌ - جَـاءَ رَجُـلَانِ عَـالِـمَـانِ - جَـاءَ رِجَـالٌ عَـالِـمُـوْنَ

جَـائَـتْ اِمْـرَأَةٌ عَـالِـمَـةٌ - جَـائَـتْ اِمْـرَأَتَـانِ عَـالِـمَـتَـانِ - جَـائَـتْ نِـسَـاءٌ عَـالِـمَـاتٌ

اَلنَّعْتُ الْمَجَازِىُّ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে দুটি বিষয়ে متبوع এর অনুরূপ হয়। যথাঃ معرفة - نكرة - رفع - نصب - جر

جَاءَ رَجُلٌ عَالِمٌ أَبُوه - جَاءَ رَجُلَانِ عَالِمٌ أَبُوهُمَا - جَاءَ رِجَالٌ عَالِمٌ أَبُوهُمْ - جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ عَالِمٌ أَبُوْهَا - جَاءَتْ اِمْرَأَتَانِ عَالِمٌ أَبُوْهُمَا جَاءَتْ نِسَاءٌ عَالِمٌ أَبُوْهُنَّ

مَتْبُوعٌ নাকেরা হলে جملة ও তার نعت হতে পারে। তখন অবশ্যই جملة এর মাঝে একটি ضمير থাকতে হবে যা متبوع এর দিকে ফিরবে। যেমন- جَاءَ رَجُلٌ يَرْكَبُ سَيَّارَةً - جَاءَ رَجُلٌ أَبُوْهُ عَالِمٌ

اَلتَّاكِيْدُ : যে تابع পূর্ববর্তী متبوع সম্পর্কে শ্রোতার ভুল ধারণা দূর করে উদ্দিষ্ট অর্থকে সুদৃঢ় করে, তাকে اَلتَّاكِيْدُ বলে।

تاكيد দুই প্রকার। যথাঃ اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنَوِىُّ ও اَلتَّاكِيْدُ اللَّفْظِىُّ

اَلتَّاكِيْدُ اللَّفْظِىُّ : ইসম, ফেয়েল, হরফ বা জুমলাকে পুনরুক্ত করে যে تاكيد সৃষ্টি করা হয়, তাকে اَلتَّاكِيْدُ اللَّفْظِىُّ বলে।

ইসমকে পুনরুক্ত করে সৃষ্ট তাকীদ যেমন- زَيْدٌ زَيْدٌ قَائِمٌ

ফেয়েলকে পুনরুক্ত করে সৃষ্ট তাকীদ যেমন- ضَرَبَ ضَرَبَ زَيْدٌ

হরফকে পুনরুক্ত করে সৃষ্ট তাকীদ যেমন- إِنَّ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

জুমলাকে পুনরুক্ত করে সৃষ্ট তাকীদ যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ ضَرَبَ زَيْدٌ

اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنَوِىُّ : كُلٌّ - كِلْتَا - كِلَا - عَيْنٌ - نَفْسٌ - أَجْمَعُ - أَكْتَعُ - أَبْتَعُ - أَبْصَعُ এই নয়টি শব্দ দ্বারা যে تاكيد সৃষ্টি করা হয়, তাকে اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنَوِىُّ বলে।

❁ এ শব্দগুলোর মধ্য হতে كُلٌّ - كِلْتَا - كِلاَ - عَيْنٌ - نَفْسٌ এর সাথে مُؤكَّدٌ অনুযায়ী ضمير যুক্ত করতে হবে। যেমন–

جَاءَ رَاشِدٌ نَفْسُه - اِحْتَرَقَتِ الدَّارُ كُلُّهَا

❁ كِلاَ ও كِلْتَا শুধুমাত্র تثنية এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন–

جَاءَتِ الْبِنْتَانِ كِلْتَاهُمَا - جَاءَ الرَّجُلاَنِ كِلاَهُمَا

❁ نفس ও عين সর্বাবস্থায় (واحد، تثنية ; جمع مذكر ও مؤنث) ব্যবহৃত হয়। যেমন جَاء الرَّجُلُ نَفْسُه - جَاء الرَّجلاَنِ نَفساهُمَا / أَنْفُسُهُمَا - جائَتِ الرِّجَالُ أَنْفُسُهُمْ - جَائَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسُهَا - جائَت النِّسَاءُ أَنْفُسُهُنَّ

❁ أَكْتَعُ - أَبْتَعُ ও أَبْصَعُ এই তিনটি أَجْمَعُ এর অনুগামী রূপে ব্যবহার হয়। সুতরাং এগুলো أَجْمَعُ ছাড়া কিংবা أجمع এর পূর্বে উল্লেখ করা যায় না। যেমন– جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ أَكْتَعُوْنَ أَبْتَعُوْنَ أَبْصَعُوْنَ

اَلْبَدَلُ ঃ যে تابع বাক্যের মূখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে متبوع কে শুধুমাত্র ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়, তাকে البدل বলে। بدل মোট চার প্রকার। যথাঃ بَدَلُ الْكُلِّ .بَدَلُ الْبَعْضِ .بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ ও بَدَلُ الْغَلَطِ

بَدَلُ الْكُلِّঃ بَدَلٌ ও مُبْدَلٌ مِنْه এক ও অভিন্ন বিষয়কে বুঝালে সেই بدل কে بَدَلُ الْكُلِّ বলে। যেমন–

سَأَلَ الْمُعَلِّمُ التِّلْمِيْذَ بَشِيْرًا - جَاءَنِيْ مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ خَالِدٌ

بَدَلُ الْبَعْضِ ঃ بَدَل টি مُبْدَلٌ منه এর অংশ বুঝালে তাকে بَدَلُ الْبَعْضِ বলে। যেমন– أَكَلْتُ السَّمَكَةَ رَأْسَهَا - مَضَى اللَّيْلُ نِصْفُه

بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ ঃ بدل টি مبدل منه এর সম্পর্কিত বিষয়কে বুঝালে, তাকে بدل الاشتمال বলে। যেমন- سُرِقَ رَاشِدٌ قَلَمُه - اِحْتَرَقَ خَالِدٌ بَيْتُه

بَدَلُ الْغَلَطِ ঃ ভুল বলার পর সাথে সাথে যে لفظ বলে ভুলকে শুদ্ধ করা হয়, তাকে بَدَلُ الغَلَطِ বলে। যেমন-

رَأَيْتُ بَقَرَةً جَامُوْسًا - تِلْكَ شَاةٌ كَبْشٌ

اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ ঃ যে تابع العطف حرف এর পর উল্লেখিত হয়ে مَتْبُوع সহ বাক্যে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাকে اَلْعَطْفُ بِالْحَرْفِ বলে। যেমন-

ذَهَبَ زَيْدٌ وَخَالِدٌ - لَعِبَتْ فَاطِمَةُ وَعَائِشَةُ

حرف العطف দশটি। যথা-

وَاو - فَاء - ثُمَّ - حَتّٰى - إِمَّا - أَوْ - أَمْ - لَا - بَلْ - لٰكِنْ

اَلْعَطْفُ بِالْحَرْفِ কে عَطْفُ النَّسَقِ ও বলা হয়।

عَطْفُ الْبَيَانِ ঃ যে تابع পূর্ববর্তী শব্দের অস্পষ্টতা ও পরিচয়হীনতা দূর করে এবং তা বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না, তাকে عَطْفُ الْبَيَانِ বলে। আর متبوع কে مَعْطُوْفٌ عَلَيْه বলে। عطف البيان সাধারণত দুটি পরিচয় বহনকারী নামের প্রসিদ্ধ নামটি হয়ে থাকে। যেমন-

أَقْسَمَ بِاللّٰهِ أَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ - بَعَثَ اللّٰه إِلٰى عَادٍ أَخَاهُم هُوْدًا

رَأَيْتُ الْفَنَّانَ النَّاشِئْ بَشِيْرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جَامُوْسٌ - মহিষ। كَبْشٌ - দুম্বা। اَلْفَنَّانُ النَّاشِي - উদীয়মান শিল্পী।

প্রশ্নমালা

১. تابع ও متبوع কাকে বলে? تابع কত প্রকার ও কি কি?

২. نعت কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি?

৩. النعت الحقيقى ও النعت السببى কতটি বিষয়ের মধ্য হতে কতটি বিষয়ে متبوع এর অনুরূপ হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. جملة কখন نعت হতে পারে এবং তার জন্য শর্ত কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫. التاكيد المعنوى কাকে বলে? التاكيد المعنوى এর জন্য নির্দিষ্ট শব্দগুলোকে ব্যবহারের সময় কি করতে হয়? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৬. التاكيد اللفظى কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭. البدل কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি?

৮. بدل الاشتمال এর পরিচয় বর্ণনা কর ও উদাহরণ দাও।

৯. عطف البيان কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১০. بدل الكل ও عطف البيان এর মাঝে পার্থক্য কি বুঝিয়ে মিছালসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর উপরে দাগ দেয়া শব্দটি কোন প্রকার تابع তা বর্ণনা কর।

هٰذَا كِتَابٌ قَيِّمٌ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوْحٌ أَلا تَتَّقُوْنَ - قَرَأْتُ كِتَابًا لَا مَجَلَّةً - إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّه لِلّٰهِ - نَحْنُ نَتَّبِعُ مَذْهَبَ النُّعْمَانِ أَبِى حَنِيْفَةَ - قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ - تَلأْلأَتِ السَّمَاءُ نُجُوْمُهَا - وَيُسْقٰى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ - لَاتُصَاحِبِ الْأَشْرَارَ لٰكِنِ الْأَخْيَارَ

فُتِحَتْ مِصْرُ فِى عَهْدِ الْخَلِيْفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنه جَاءَ خَالِدٌ وَشَرِيْفٌ - هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ - تَهَدَّمَ الْمَسْجِدُ مِئْذَنَتُه - ظَهَرَ عَلٰى الْأَمْوَاجِ زَوْرَقٌ بَلْ سَفِيْنَةٌ - كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الرَّسُوْلِ تَقِيَّةً جِدًّا - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - مَشَيْتُ مِيْلاً نِصْفَه - عَيْنَاكَ كِلْتَاهُمَا حَادَّتَانِ - تَوَلَّى الْخِلَافَةَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ - فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ

২. বাম পাশের উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন শব্দটি কোন প্রকার بَدَل হয়েছে বল।

١. جَلَسَ - - خَالِدٌ عَلٰى الْمِنْبَرِ وَأَلْقٰى خُطْبَةً	أَمْوَاجه
٢. أَعْجَبَنَا الْبَحْرُ - --	اَلشَّجَرة
٣. كَانَ --- اَلْمُتَنَبِّىْ شَاعِرًا حَكِيْمًا	ثُلُثها
٤. قَطَعْتُ --- فُرُوْعَهَا	أَبُوالطَّيِّب
٥. أَكَلْتُ الْفَاكِهَةَ ---	اَلْخَطِيْب

৩. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর النعت الحقيقى ও النعت السببى গুলো চিহ্নিত কর এবং نعت এর শর্তগুলো কিভাবে পাওয়া গেছে বল।

قَرَأْتُ قِصَّتَيْنِ مُفِيْدَتَيْنِ - مَرَرْتُ بِالرَّجُلِ الْمَقْطُوْعَةِ رِجْلُه
اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ أَحَبُّ إِلٰى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ - أَمَامَ مَدْرَسَتِنَا
شَجَرَةٌ بَاسِقَةٌ فُرُوْعُهُ - نُعَطِّرُ أَجْسَادَنَا يَوْمَ الْعِيْدِ بِالْعُطُوْرِ الطَّيِّبَةِ
اِشْتَرَيْتُ فَاكِهَةً لَذِيْذًا طَعْمُهَا - يَثِقُ النَّاسُ بِالتُّجَّارِ الصَّادِقِ كَلَامُهُمْ
هٰذِه مَدِيْنَةٌ عَظِيْمَةٌ - فِيْهَا مَسَاجِدُ عَالِيَةٌ مَآذِنُهَا وَمَيَادِيْنُ وَاسِعَةٌ
أَرْجَاءُهَا وَفِىْ طُرُقِهَا مَصَابِيْحُ سَاطِعَةٌ - اَلرِّحْلَةُ الْعِلْمِيَّةُ تُفِيْدُ
الطُّلَّابَ فَائِدَةً كَثِيْرَةً

৪. বাম পাশের উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন প্রকার تاكيد হয়েছে বল।

١. ---- كُلُّهَا تَخْتَفِى نَهَارًا وَ تَظْهَرُ لَيْلاً
٢. تِلْكَ الدَّارُ --- وُلِدْتُ فِيْهَا
٣. لَا، --- أَكْذِبُ أَبَدًا
٤. حَضَرَ التَّلَامِيْذُ --- أَجْمَعُوْنَ
٥. كَلَّمَنِى مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ ---
٦. ظَهَرَ الْهِلَالُ ---

عَيْنُهَا
نَفْسُهُ
اَلْهِلَال
اَلنُّجُوم
كُلُّهُم
لَا

بَاسِقَةٌ - প্রসারিত, লম্বা। مَآذِنُ - মিনারসমূহ। أَرْجَاءُ - প্রান্তসমূহ, দিকসমূহ। سَاطِعَةٌ - উজ্জ্বল। اَلرِّحْلَةُ الْعِلْمِيَّةُ - শিক্ষা সফর।

الدرس العشرون

المنصرف و غير المنصرف

المنصرف : غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ এর সবব মুক্ত ইসমকে منصرف বলে। যেমন– زَيْدٌ - عَمْرٌو - مَسْجِدٌ - بَيْتٌ

مُنْصَرِفٌ এর বৈশিষ্ট্য كَسْرَةٌ এবং تَنْوِين গ্রহণ করা।

غَيْرُ الْمُنْصَرِف : غير المنصرف এর নয় সবব এর দুই সবব অথবা দুই সবব এর স্থলাভিষিক্ত এক সবব যুক্ত اسم কে غير المنصرف বলে।

সবব নয়টি হল– عَدْلٌ - وَصْفٌ - تَانِيثٌ - مَعْرِفَةٌ - عُجْمَةٌ - جَمْعٌ - تَرْكِيبٌ - وَزْنُ الْفِعْلِ - اَلْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ

غَيْرُ الْمُنْصَرِف এর বৈশিষ্ট্য كَسْرَةٌ এবং تَنْوِين গ্রহণ না করা।

اَلْعَدْلُ : ইলমুছ ছরফের নিয়ম ছাড়াই কোন ইসম তার আসল রূপ থেকে বের হয়ে অন্য রূপ ধারণ করাকে عدل বলে। যেমন–

مَرْبَعُ ও رُبَاعُ এর আসল রূপ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ ছিল, مَثْلَثُ ও ثُلَثُ এর আসল রূপ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ ছিল, عُمَرُ এর আসল রূপ عَامِرُ ছিল। কিন্তু এর স্বপক্ষে ইলমুছ ছরফ এর কোন নিয়ম বা কায়দা নেই। তাই এগুলোর মাঝে عَدْلٌ পাওয়া গেছে।

اَلْوَصْفُ : কোন ইসম গুণবাচক অনিৰ্দিষ্ট সত্ত্বাকে বুঝালে, তাকে وَصْفٌ বলে। যেমন– أَحْمَرُ - أَجْمَلُ

اَلتَّانِيثُ : কোন ইসম এর مؤنث হওয়া। তার শর্ত হল ইসমটি নাম হতে হবে। যেমন– طَلْحَةُ - فَاطِمَةُ

اَلتَّانِيْثُ যদি اَلْاَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ বা اَلْاَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ দ্বারা হয়, তাহলে তা দুই سبب এর স্থলাভিষিক্ত। যেমন- عُلَمَاءُ - شُهَدَاءُ

اَلْمَعْرِفَةُ ঃ নামের মাধ্যমে কোন ইসম معرفة হওয়া। যেমন- زَيْنَبُ

اَلْعُجْمَةُ ঃ কোন ইসম মূলে আরবী না হওয়া। যেমন- إِبْرَاهِيْمُ

اَلْجَمْعُ ঃ কোন ইসম مُنْتَهٰى الْجُمُوعِ এর ওজন অর্থাৎ مَفَاعِلُ ও مَفَاعِيْلُ এর ওজনে হওয়া। যেমন- مَسَاجِدُ - مَصَابِيْحُ এই سبب টি দুই سبب এর স্থলাভিষিক্ত।

اَلتَّرْكِيْبُ ঃ কোন ইসম مُرَكَّبُ مَنْعِ الصَّرْفِ হওয়া। যেমন-

حَضْرَ مَوْتُ - بَعْلَبَكُّ

وَزْنُ الْفِعْلِ ঃ কোন ইসম فعل এর ওজনে হওয়া। যেমন-

أَحْمَرُ - ضُرِبَ - شَمَّرَ

اَلْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَانِ ঃ কোন اسم অতিরিক্ত الف ও نون বিশিষ্ট হওয়া। যেমন- عِمْرَانُ - كَسْلَانُ

তাই বলা হবে-

جَاءَ إِبْرَاهِيْمُ - أَنْتَ كَسْلَانُ - هٰذِه عَصَافِيْرُ - ضَرَبَ طَلْحَةُ - هُوَ عُمَرُ - رَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ - لَاأُحِبُّ كَسْلَانَ - صِدْتُ عَصَافِيْرَ - ضَرَبْتُ طَلْحَةَ - أَكْرَمْتُ عُمَرَ - نَظَرْتُ إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ - مَرَرْتُ بِكَسْلَانَ - سَقَطَتِ السِّهَامُ عَلٰى عَصَافِيْرَ - سَلَّمَ عَلٰى طَلْحَةَ - لَسْتُ بِعُمَرَ

غير المنصرف ইসম مضاف হলে বা ال যুক্ত হলে তাতে كسرة হয়। যেমন-

فِيْ حَدَائِقِ الْمَدِيْنَةِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ - فِي الْحَدَائِقِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ

سَلَّمْتُ عَلٰى أَحْمَدِكُمْ - سَلَّمْتُ عَلَى الْكَسْلَانِ

প্রশ্নমালা

১. منصرف কাকে বলে? তার বৈশিষ্ট্য বা হুকুম কি মিছালসহ বর্ণনা কর।

২. غير المنصرف কাকে বলে?

৩. غير المنصرف এর سبب কয়টি ও কি কি? কয়টি سبب দুই سبب এর স্থলাভিষিক্ত হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. عدل কাকে বলে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৫. تانيث কাকে বলে? تانيث এর জন্য শর্ত কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৬. কখন غير المنصرف ইসমে كسره হয়? মিছালসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন কোন ইসমগুলো غير المنصرف হয়েছে এবং তাতে কি কি سبب পাওয়া গেছে এবং কি আমল হয়েছে তা বর্ণনা কর।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ - كَانَ سَيِّدُنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ أَشْهَرِ الْخُلَفَاءِ حَزْمًا - سَافَرْنَا إِلَى جُدَّةَ ثُمَّ مَكَّةَ - قَالَ اللّٰه تَعَالَى

وَأَوْحَيْنَا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ - لاَفَرْقَ بَيْنَ أَسْوَدَ وَأَبْيَضَ إِلاَّ بِالتَّقْوٰى - جَاءَ الْقَوْمُ أُحَادَ أَوْ مَوْحَدَ - فَتَحَ أَبُو عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ دِمَشْقَ فِى خِلاَفَةِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه - سَارَ الْجُنْدُ ثُنَاءَ أَوْ مَثْنٰى - رَجَعَ مُوْسٰى إِلٰى قَوْمِه غَضْبَانَ.

২. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর উপরে দাগ দেয়া ইসমগুলো غير المنصرف হওয়া সত্ত্বেও কেন তাতে كسرة হয়েছে তা বর্ণনা কর।

نَزَلْتُ فِىْ أَفْضَلِ الْفَنَادِقِ - مَا أَنْتَ بِأَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ - كَانَ الْخَلِيْفَةُ هَارُوْنُ الرَّشِيْدِ يُحِبُّ الْعِلْمَ وَأَهْلَه - فَقَرَّبَ الْعُلَمَاءَ وَجَمَعَهُمْ لِلْبَحْثِ وَالْمُحَاوَرَةِ وَأَجْزَلَ الْعَطَاءَ لِلشُّعَرَاءِ وَمَدَحَهُم بِجَلاَئِلِ الْمَدَائِحِ - فِى الْعَاصِمَةِ دَاكَا كَثِيْرٌ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ. اَلْاِزْدِحَامُ مِنْ أَشَدِّ الْمَصَائِبِ فِيْهَا - اَلْعَقْلُ مِنْ أَفْضَلِ عَطَايَا اللّٰهِ

৩. নীচের غير المنصرف শব্দগুলো দিয়ে ৩টি করে বাক্য তৈরী কর। প্রতিটি শব্দ একবার مرفوع, একবার منصوب ও একবার مجرور হবে।

يَقْظَانُ، مَصَابِيْحُ ، بَغْدَادُ، رَمَضَانُ، بُخَلاَءُ، أَحْمَرُ

اَلْاِزْدِحَامُ - যানজট। جَلاَئِلُ الْمَدَائِحِ - মহা গুণকীর্তন। فُنْدُقٌ ج فَنَادِقُ - হোটেল।

الدرس الحادى والعشرون

حُرُوْفٌ غَيْرُ عَامِلَةٍ

حُرُوْفٌ غَيْرُ عَامِلَةٍ (আমলহীন অব্যয় সমূহ) ষোল প্রকার।

প্রথম প্রকার **حُرُوْفُ التَّنْبِيْهِ** ঃ যে সব حرف দ্বারা শ্রোতাকে সতর্ক করা হয়, সেগুলোকে حروف التنبيه বলে।

حروف التنبيه তিনটি। যথা أَلا - أَمَا - هَا

যেমন- آلا يَا قَوْمِى! جَاهِدُوا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

أَمَا إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ - هَا أَنَا أَخُوكَ

দ্বিতীয় প্রকার **حُرُوْفُ الْإِيْجَابِ** ঃ যে সব حرف দ্বারা উত্তর দেয়া হয়, সেগুলোকে حروف الإيجاب বলে।

حروف الإيجاب ছয়টি। যথা- نَعَمْ - بَلٰى - أَجَلْ - إِىْ - جَيْرِ - إِنَّ

যেমন- بَلٰى، أَنْتَ مُعَلِّمُنَا - نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ

তৃতীয় প্রকার **حَرْفَا التَّفْسِيرِ** ঃ যে দুটি حرف দ্বারা অস্পষ্ট কিছুর ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে حَرْفَا التَّفْسِيرِ বলে।

تفسير এর হরফ দুইটি। যথা ঃ أَىْ أَنْ

যেমন- جَاءَ صَدِيْقَاكَ أَىْ خَالِدٌ وَبَشِيْرٌ - نَادَيْنَاه أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ

চতুর্থ প্রকার **اَلْحُرُوْفُ الْمَصْدَرِيَّةُ** ঃ যে সব حرف দ্বারা جملة কে পরোক্ষ ভাবে مصدر বানানো হয়, সেগুলোকে الحروف المصدرية বলে।

الحروف المصدرية তিনটি। যথাঃ مَا - أَنْ - أَنَّ

مَا এবং أَنْ সর্বদা فعل এর শুরুতে এসে তাকে مصدر বানায়।
যেমন– عَجِبْتُ مِمَّا رَأَيْتَ - عَجِبْتُ مِنْ أَنْ فَعَلَ زَيْدٌ

أَنَّ সর্বদা جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ এর শুরুতে এসে তাকে مصدر বানায়।
যেমন– عَلِمْتُ أَنَّكَ تَذْهَبُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

পঞ্চম প্রকার حُرُوْفُ التَّحْضِيْضِ ঃ যে সব حرف দ্বারা কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়, সেগুলোকে حروف التحضيض বলে।

حروف التحضيض চারটি। যথাঃ أَلاَّ - هَلاَّ - لَوْلاَ - لَوْمَا

এগুলো فعل مضارع এর শুরুতে এসে উৎসাহের অর্থ দেয়। যেমন–
هَلاَّ تُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ - أَلاَّ تَتَعَلَّمُ الْقُرآنَ وَالْحَدِيْثَ

এবং فعل ماضى এর শুরুতে এসে নিন্দার অর্থ দেয়। যেমন–
هَلاَّ تَعَلَّمْتَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيْثَ

ষষ্ঠ প্রকার حَرْفُ التَّوَقُّعِ ঃ যে حرف দ্বারা আশা প্রকাশ করা হয়, তাকে حرف التوقع বলে। অর্থাৎ مخاطب যে فعل টি ঘটার আশায় আছে এবং শীঘ্রই তা ঘটবে তার শুরুতে حرف التوقع যোগ করা হয়।

حرف التوقع একটি, যথা– قد

যেমন– কেউ যদি আমীরের আরোহনের আশায় আছে এবং শীঘ্রই আরোহন করবে, তাহলে বলা হবে قَدْ يَرْكَبُ الْأَمِيْرُ

এ حرف টি فعل ماضى কে مضارع এর নিকটবর্তী করার জন্য এবং নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

নিকটবর্তী করার জন্য, যেমন– قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য, যেমন– قَدْ سُرِقَ ثَوْبُ خَالِدٍ

আর مضارع এর শুরুতে এসে تقليل এর অর্থ দেয়। যেমন–

اَلْكَذُوْبُ قَدْ يَصْدُقُ - اَلْمَاهِرُ قَدْ يُخْطِئُ

সপ্তম প্রকার حُرُوْفُ الْاِسْتِفْهَامِ : যে সব حرف দ্বারা প্রশ্ন করা হয় সেগুলোকে حروف الاستفهام বলে।

حروف الاستفهام তিনটি। যথা– (الهمزة المفتوحة) أَ - هَلْ - مَا

যেমন– أَ أَنْتَ جَاهَدْتَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ - هَلْ تَذْهَبُ إِلٰى مَكَّةَ –

অষ্টম প্রকার حَرْفُ الرَّدْعِ : যে حرف দ্বারা ধমক দেয়া বা অস্বীকার করা হয়, তাকে حرف الردع বলে।

حرف الردع একটি। যথাঃ كَلَّا

যেমন– كَلَّا، لَاتُصَاحِبِ الْأَشْرَارَ - كَلَّا، لَاتَذْهَبْ - كَلَّا،سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ –

নবম প্রকার اَلتَّنْوِيْنُ : যে نُوْنٌ سَاكِنَةٌ সাধারণত كلمة এর শেষ হরকতের অনুগামী হয়,তাকে تَنْوِيْنٌ বলে।

تنوين পাঁচ প্রকার। যথাঃ تَنْوِيْنُ التَّنْكِيْرِ ، تَنْوِيْنُ التَّمَكُّنِ
تَنْوِيْنُ الْعِوَضِ ، تَنْوِيْنُ الْمُقَابَلَةِ، تَنْوِيْنُ التَّرَنُّمِ

تَنْوِيْنُ التَّمَكُّنِ : الاسم المتمكن এর শেষে যে تنوين হয়, তাকে تنوين التمكن বলে। যেমন– مَدْرَسَةٌ - بَيْتٌ - خَالِدٌ - رَاشِدٌ

تَنْوِيْنُ التَّنْكِيْرِ : نكرة এর অর্থ দেয়ার জন্য اسم فعل এর শেষে যে تنوين যোগ করা হয়, তাকে تنوين التنكير বলে।

যেমন– صَهْ فَقَدْ جَاءَ الْمُعَلِّمُ এখানে صَهْ ইসমে ফেয়েলটি মা'রেফা। বাক্যটির অর্থ, তুমি যে কথা বলছো তা থেকে চুপ থাক, অন্য কথা বল। কেননা শিক্ষক এসে গেছেন। আর صَهٍ فَقَدْ جَاءَ الْمُعَلِّمُ এখানে صَهٍ ইসমে ফেয়েলটি নাকেরা। নাকেরা বানানোর জন্য تَنْوِيْنْ যোগ করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ, সব ধরনের কথা থেকে চুপ থাক। কেননা শিক্ষক এসে গেছেন।

تَنْوِيْنُ الْعِوَضِ ঃ মুযাফ ইলাই এর পরিবর্তে মুযাফে যে تنوين দেয়া হয়, তাকে تنوين العوض বলে। যেমন يَوْمَئِذٍ - وَقْتَئِذٍ

মূলে এ শব্দ দুটি ছিল وَقْتَ إِذْ كَانَ كَذَا ও يَوْمَ إِذْ كَانَ كَذَا

এখান থেকে كَانَ كَذَا মুযাফ ইলাইকে حذف করে إِذْ মুযাফের শেষে تَنْوِيْنُ الْعِوَضِ যোগ করা হয়েছে। অতঃপর তা وَقْتَئِذٍ ও يَوْمَئِذٍ হয়েছে।

تَنْوِيْنُ الْمُقَابَلَةِ ঃ جمع مذكر سالم এর নূন এর মোকাবেলায় جمع مؤنث سالم এর শেষে যে تنوين হয়, তাকে تَنْوِيْنُ الْمُقَابَلَةِ বলে। যেমন– مُؤْمِنَاتٌ - مُشْرِكَاتٌ - مُسْلِمَاتٌ

تَنْوِيْنُ التَّرَنُّمِ ঃ অন্ত মিলের জন্য ছন্দের শেষে যে تنوين হয় তাকে تنوين الترنم বলে। যেমন–

أَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ - وَقُوْلِىْ إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ

تنوين الترنم ইসম, ফেয়েল ও হরফের শেষে আসে। পক্ষান্তরে পূর্বোল্লেখিত চার প্রকার تنوين শুধুমাত্র اسم এর শেষেই আসে।

<u>দশম প্রকার</u> **حُرُوْفُ الزِّيَادَةِ** : যে সব حرف বাক্যের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে زيادة বা অতিরিক্ত হয় সেগুলোকে حروف الزيادة বলে।

حروف الزيادة আটটি। যথা–

إِنْ - أَنْ - مَا - لَا - مِنْ - بَ - كَاف - لَام

যেমন– لَسْتَ بِشَاعِرٍ - لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ - لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْئٌ

<u>একাদশ প্রকার</u> **نون التاكيد** : যে নূনে ছাকিলা বা খফিফাকে দৃঢ়তার অর্থ প্রকাশের জন্য فعل مضارع এর শেষে যোগ করা হয়, তাকে نون التاكيد বলে। যেমন– لَأَضْرِبَنَّ زَيْداً ـ لَأَضْرِبَنْ زَيْداً

<u>দ্বাদশ প্রকার</u> **حُرُوْفُ الشَّرْطِ** : যে সব حرف দ্বারা শর্তের ভাব প্রকাশ করা হয় সেগুলোকে حروف الشرط বলে।

حروف الشرط তিনটি। যথা : إِنْ ـ أَمَّا ـ لَوْ

অস্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য أما কে ব্যবহার করা হয় এবং এর জওয়াবে অবশ্যই فاء হয়। যেমন–

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيْدٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِى النَّارِ
وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِى الْجَنَّةِ

বাস্তবে شرط না থাকার কারণে جزاء ও বাস্তবে নেই এ কথা বুঝানোর জন্য لو ব্যবহার করা হয়। যেমন–

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
لَوِ اجْتَهَدْتَ فِى الدِّرَاسَةِ لَفُزْتَ فِى الْإِمْتِحَانِ

ত্রয়োদশ প্রকার لَوْ لاَ ঃ বাস্তবে شرط থাকার কারণে جزاء বাস্তবায়িত হয় নাই একথা বুঝানোর জন্য لولا ব্যবহার করা হয়। যেমন–

لَوْ لاَ الشَّمْسُ لَجَمَدَتِ الْأَرْضُ - لَوْ لاَ الْأُسْتَاذُ لَمَا فَهِمْتُ الدَّرْسَ

চতুর্দশ প্রকার اَللَّامُ الْمَفْتُوْحَةُ لِلتَّاكِيْدِ ঃ

যেমন– إِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ - لَزَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو

পঞ্চদশ প্রকার مَا بِمَعْنٰى مَادَامَ

যেমন– أَقْرَأُ بَعْدَ الْعِشَاءِ مَا يَقْرَأُ حَمِيْدٌ - أَقُوْمُ مَا جَلَسَ الْأَمِيْرُ

অর্থঃ আমীর যতক্ষণ বসে থাকবে আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব।

ষষ্ঠদশ প্রকার حُرُوْفُ الْعَطْفِ ঃ দুটি لفظ এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করার জন্য যে حرف গুলোকে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে حروف العطف বলে। حروف العطف দশটি। যথাঃ

وَاو - فَاء - ثُمَّ - حَتّٰى - إِمَّا - أَوْ - أَمْ - لاَ - بَلْ - لٰكِنْ

যেমন– دَخَلَ رَاشِدٌ لاَبَكْرٌ - دَخَلَ عَمْرٌو ثُمَّ بَشِيْرٌ - جَاءَ رَاشِدٌ وَ خَالِدٌ

প্রশ্নমালা

১. حُرُوْفٌ غَيْرُ عَامِلَةٍ কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম বর্ণনা কর?

২. حروف الايجاب কাকে বলে? তা কয়টি ও কি কি মিছালসহ বর্ণনা কর।

৩. الحروف المصدرية কাকে বলে? তা কয়টি ও কি কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।

৪. حرف التحضيض গুলো مضارع এর শুরুতে এসে কিসের অর্থ দেয় এবং ماضى এর শুরুতে এসে কিসের অর্থ দেয় মিছালসহ বর্ণনা কর।

৫. حرف التوقع কাকে বলে? তা কয়টি এবং কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।

৬. تنوين কাকে বলে এবং তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম বর্ণনা কর।

৭. تنوين العوض কাকে বলে। মিছাল দিয়ে বুঝিয়ে বর্ণনা কর।

৮. تنوين التنكير কাকে বলে। صَهْ، فَقَدْ جَاءَ أَخِى ও صَهٍ،إِذَا جَلَسَ الْخَطِيْبُ عَلٰى الْمِنْبَرِ এ বাক্য দু'টির মাঝে অর্থগত পার্থক্য কি বুঝিয়ে বর্ণনা কর।

৯. حروف الشرط কাকে বলে এবং তা ব্যবহার করার পদ্ধতি কি মিছালসহ বর্ণনা কর।

১০. لولا হরফটি কখন ব্যবহার করা হয়? মিছালসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর প্রত্যেকটি বাক্যে কোন প্রকার حَرْفٌ غَيْرُ عَامِلٍ ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা কর।

كَلَّا، لَا تُصَاحِبُوا الْأَشْرَارَ - ظَنَنْتُ أَنَّكَ سَافَرْتَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ - أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - أَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ - فَتَحْتُ الْبَابَ وَحِيْنَئِذٍ رَأَيْتُ خَالِداً أَمَامَ الْبَابِ - لَوْلَا تَعَلَّمْتَ الْقُرْآنَ فِي الصِّبَا - لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - هَلْ تَلْعَبِيْنَ يَا فَاطِمَةُ! بَعْدَ الْعَصْرِ؟ أَمَا وَاللهِ مَا فَعَلْتُ هٰذَا - تَعَجَّبْتُ مِمَّا عَلِمْتُ عَنْكَ - لَسْتَ بِمَاهِرٍ فِيْ هٰذَا الْفَنِّ - مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَاتٍ - هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ فَكَيْفَ لَا نَعْرِفُكُمْ - كَلَّا، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامٰى - مَا خَرَجَ الْمُعَلِّمُ مِنَ الْبَيْتِ وَقَدْ يَخْرُجُ - هَلَّا تُكْرِمُ أَخَاكَ الْكَبِيْرَ - أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ؟ صَهٍ فَقَدْ جَلَسَ الْخَطِيْبُ عَلَى الْمِمْبَرِ - مَا إِنْ خَرَجَ رَاشِدٌ مِنَ الْفَصْلِ حَتّٰى لَقِيَ عَمْرًوا - وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ - لَسْتَ بِعَالِمٍ بِمَضَرَّةِ الْحَضَارَةِ الْغَرْبِيَّةِ -

২. নীচের حَرْفٌ غَيْرُ عَامِلٍ গুলো দ্বারা একটি করে বাক্য তৈরী কর।

هَا ، لَوْلَا ، قَدْ ، كَلَّا ، أَمَا ، لَوْ ، لَوْلَا ، مَا بِمَعْنَى مَا دَامَ

لَا تُصَاحِبُوا - সাহচর্য অবলম্বন কর না। اَلصِّبَا - শৈশব কাল।
اَلْحَضَارَةُ الْغَرْبِيَّةُ - পাশ্চাত্য সভ্যতা।

الدرس الثاني والعشرون

المستثنى

اَلْمُسْتَثْنٰى : إلا ও তার সমার্থক কোন শব্দের পর যে ইসম কে উল্লেখ করা হয়, তাকে مُسْتَثْنٰى বলে ও তার পূর্ববর্তী ইসম কে **مُسْتَثْنٰى مِنْه** বলে। إلا ও তার সমার্থক শব্দগুলোকে كَلِمَاتُ الْاِسْتِثْنَاءِ বলে।

كَلِمَاتُ الْاِسْتِثْنَاءِ এগারোটি। যথা–

إِلاَّ - غَيْرَ - سِوَى - سِوَاء - حَاشَا - خَلاَ - عَدَا - مَاخَلاَ مَاعَدَا - لَيْسَ - لاَيَكُوْنُ

أقسام المستثنى

مستثنى টি مستثنى منه এর মধ্যে গণ্য হওয়া বা না হওয়া হিসাবে দুই প্রকার। যথাঃ مُتَّصِلٌ ও مُنْقَطِعٌ

مُتَّصِلٌ : যে مستثنى টি مستثنى منه এর মধ্যে গণ্য হওয়ার পর مستثنى منه এর উপর আরোপিত হুকুম থেকে إِلاَّ বা তার সমার্থক শব্দ দ্বারা বের করা হয়, তাকে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ বলে। যেমন–

جَاءَ التَّلاَمِيْذُ إِلاَّ زَيْدًا - أَكَلْتُ الْفَوَاكِهَ إِلاَّ عِنَبًا

مُنْقَطِعٌ : যে مستثنى টি مستثنى منه এর মধ্যে গণ্য নয় তবে তাকে إلا বা তার সমার্থক শব্দ দ্বারা مستثنى منه এর উপর আরোপিত হুকুম থেকে বের করা হয়, তাকে مستثنى منقطع বলে। যেমন–

جَاءَ التَّلاَمِيْذُ إِلاَّ طَبَّاخًا - جَاءَ الْقَوْمُ إِلاَّ حِمَارًا

مستثنى منه উল্লেখ থাকা না থাকা হিসাবে مستثنى দুই প্রকার।
যথাঃ مُفَرَّغٌ বা غَيْرُ تَامٍّ ও تَامٌّ

تَامٌّ ঃ مستثنى منه উল্লেখ থাকলে তাকে تَامٌّ বলা হয়। যেমন–

حَفِظْتُ الْقُرْآنَ إِلَّا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ - قَرَأْتُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ إِلَّا سَاعَةً

مُفَرَّغٌ ঃ مستثنى منه উল্লেখ না থাকলে তাকে غَيْرُ تَامٍّ বা مُفَرَّغٌ বলা হয়। যেমন– مَا جَاءَ إِلَّا حَامِدٌ

كلام দুই প্রকার। যথাঃ غَيْرُ مُوْجَبٍ ও مُوْجَبٌ

مُوْجَبٌ ঃ نفى، نهى বা استفهام মুক্ত হলে, তাকে كَلَامٌ مُوجَبٌ বলে। যেমন– جَاءَ التَّلَامِيْذُ إِلَّا زَيْدًا

غَيْرُ مُوْجَبٍ ঃ نفى، نهى বা استفهام যুক্ত হলে, তাকে كَلَامٌ غَيْرُ مُوْجَبٍ বলে। যেমন– مَا جَاءَ إِلَّا خَالِدٌ - هَلْ سَأَلْتَ إِلَّا عَمْرًوا

مستثنى এর إعراب চার প্রকার।

প্রথম প্রকার ঃ مستثنى টি চার অবস্থায় منصوب হবে।

১. যদি مستثنى টি إِلَّا এর পর كلام موجب এর মধ্যে হয়। যেমন–
جَاءَ التَّلَامِيْذُ إِلَّا زَيْدًا

২. যদি مستثنى টি منقطع হয়। যেমন– جَاءَ التَّلَامِيْذُ إِلَّا طَبَّاخًا

৩. যদি مستثنى টি مستثنى منه এর পূর্বে উল্লেখিত হয়।
যেমন– مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدًا أَحَدٌ

৪. যদি مستثنى টি مَا عَدَا - مَاخَلَا - عَدَا - خَلَا
لَيْسَ এবং لَايَكُوْنُ এর পরে হয়। যেমন–
جَاءَ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا / مَاعَدَا زَيْدًا / لَايَكُوْنُ زَيْدًا

দ্বিতীয় প্রকার : مستثنى টি হিসাবে منصوب হবে এবং بَدَلْ হিসাবে مُبْدَلْ منه এর إعراب গ্রহণ করবে, যদি مستثنى টি إلا পর كلام غير موجب এর মধ্যে হয় এবং مستثنى منه উল্লেখিত হয়।
যেমন- مَاجَاءَ أَحَدٌ إِلاَّ زَيْدٌ - هَلْ جَاءَ أَحَدٌ إِلاَّ زَيْدًا

তৃতীয় প্রকার : عامل এর দাবী হিসাবে مستثنى এর اعراب হবে। যদি مستثنى টি إلا এর পর كَلَامٌ غَيْرُ مُوجَبٍ এর মধ্যে হয় এবং **مستثنى منه** উল্লেখিত না হয়। যেমন-

مَا جَاءَ إِلاَّ زَيْدٌ - مَا رَأَيْتُ إِلاَّ زَيْدًا - مَا مَرَرْتُ إِلاَّ بِزَيْدٍ

চতুর্থ প্রকার : مستثنى টি مجرور হবে যদি তা سواء، سِوَى، غَيْر **এবং خَاشَا** এর পর হয়। যেমন-

جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ/سِوَى زَيْدٍ/سِوَاءَ زَيْدٍ/خَاشَا زَيْدٍ

إعراب لفظ غير

غير শব্দটির إعراب হুবহু إِلاَّ ব্যবহৃত বাক্যের مستثنى এর إعراب **এর মতো হবে**। সুতরাং বলবে-

جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ

جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ حِمَارٍ

مَاجَاءَ غَيْرَ زَيْدٍ الْقَوْمُ

مَاجَاءَ أَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ - غَيْرَ زَيْدٍ

مَاجَاءَ غَيْرُ زَيْدٍ - مَارَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ - مَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ

প্রশ্নমালা

১. مستثنى ও مستثنى منه কাকে বলে?
২. كلمات الإستثناء কাকে বলে এবং তা কয়টি বর্ণনা কর।
৩. مستثنى متصل কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৪. مستثنى منقطع কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৫. مستثنى مفرغ কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৬. كلام غير موجب এর পরিচয় কি? মিছাল দিয়ে বর্ণনা কর।
৭. مستثنى এর চার প্রকারের إعراب এর প্রথম প্রকার কি এবং তা কখন কখন প্রয়োগ করা হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।
৮. কখন مستثنى টি مستثنى হিসাবে منصوب হয় এর بدل হিসাবে مرفوع হয়? উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা কর।
৯. কখন عامل এর দাবী হিসাবে مستثنى এর إعراب হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
১০. غير শব্দটি معرب সুতরাং তার إعراب কি হবে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর مستثنى ও مستثنى منه ও كَلِمَاتُ الْإِسْتِثْنَاء নির্ধারণ কর।

قَرَأْتُ الْكِتَابَ إِلاَّ صَفْحَتَيْنِ - شَرِبْتُ الْمَشْرُوْبَاتِ خَلَا عَصِيْرَ الْأَنْبَجِ - فَهِمْتُ الْمَسَائِلَ كُلَّهَا إِلاَّ مَسْئَلَةً - لَمْ يُسَاعِدْنِى أَحَدٌ إِلاَّ بَشِيْرً - لاَيَفِرُّ مِنَ الْجِهَادِ أَحَدٌ إِلاَّ الْجُبَانُ - زُرْتُ مَسَاجِدَ الْمَدِيْنَةِ مَاخَلَا وَاحِدًا - عَادَ الْمُسَافِرُوْنَ عَدَا أَخَاكَ

مَشْرُوْبٌ ج مَشْرُوبَاتٌ – পানীয়, শরবত। عَصِيْرُ الأَنْبَجِ – আমের রস, ম্যাংগো জুস।

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর مستثنى بإلا এর কি إعراب হয়েছে বর্ণনা কর।

فَرَّ اللُّصُوْصُ إِلاَّ وَاحِدًا ـ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ الْأَخْيَارَ ـ فَهِمْتُ الدَّرْسَ إِلاَّ مَسْئَلَةً ـ لَمْ يَنْجُ أَحَدٌ مِنَ الْمُقَاتِلِيْنَ إِلاَّ خَالِدٌ ـ مَا غَابَ أَحَدٌ عَنِ الْفَصْلِ إِلاَّ فَرِيْدًا ـ مَا سَلَّمْتُ عَلَى الْحَاضِرِيْنَ إِلاَّ مُحَمَّدٍ .

৩. বাম পাশের সঠিক শব্দ দ্বারা ডান পাশের শূন্যস্থান পূরণ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কি إعراب হয়েছে এবং কেন হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

١ ـ لَا يَكْسِبُ ثِقَةَ النَّاسِ إِلاَّ	عِقْد عَائِشَةَ
٢ ـ سَرَقَ اللِّصُّ جَمِيْعَ الْحُلٰى إِلاَّ	عَلِيا
٣ ـ هَلِ اسْتُشْهِدَ أَحَدٌ فِى الْمَعْرَكَةِ إِلاَّ	اَلْمُخْلِصُونَ

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর غير শব্দটিতে কি إعراب হয়েছে এবং কেন হয়েছে বর্ণনা কর।

حَضَرَ التَّلَامِيْذُ كُلُّهُمْ غيرَ زُبَيْرٍ ـ أَكَلْتُ السَّمَكَةَ غَيرَ رَأْسِهَا. مَا عَادَ الْمَرِيْضَ عَائِدٌ غَيْرُ الطَّبِيْبِ ـ لَمْ يَقْتُلِ الذِّئْبُ غَيرَ شَاةٍ. مَا سَلَّمْتُ عَلَى الْقَادِمِيْنَ غَيْرِ سَعِيْدٍ ـ لاَ تَعْتَمِدْ عَلٰى غَيرِ اللهِ .

৫. নীচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে পড় এবং অর্থ বল।

١ ـ دَخَلْتُ غُرَفَ الدَّارِ إِلاَّ ... النَّوْمِ ٢ ـ صَامَ هَاشِمٌ رَمَضَانَ ... يومًا

٣ ـ حَفِظْتُ الدُّرُوسَ ... دَرْسًا ٤ ـ اِحْتَرَقَ أَثَاثُ الْبَيْتِ مَا عَدَا ...

٥ ـ لاَ يَنْفَعُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ ... عَمَلك ٦ ـ لاَ أُرِيْدُ .... الاصلاح ... ثُم

مراجع الكتاب

١. الطريق إلى النحو ـ للأستاذ أبى طاهر المصباح

٢. النحو الواضح (الأحزاء كلها) ـ دار المعارف بمصر

٣. قطر الندى وبل الصدى ـ للإمام ابن هاشم الأنصارى

٤. النحو والصرف للمرحلة الثانوية ـ وزارة المعارف المملكة العربية السعودية

٥. قواعد اللغة العربية للمرحلة المتوسطة ـ دار المعارف المملكة العربية السعودية

٦. الكافية ـ لابن حاجب

٧. هداية النحو ـ للشيخ سراج الدين عثمان

٨. ألفية ابن مالك ـ لابن مالك

٩. بدر منير شرح نحومير ـ للمولوى عبد الرب الميراتهى

١٠. شرح شذور الذهب ـ للإمام ابن هشام الأنصارى

١١. المعجم المفصل فى النحو العربى ـ للدكتورة عزيزة نوال

١٢. كتاب الأشباه والنظائر فى النحو ـ للعلامة جلال الدين السيوطى

١٣. شرح المفصل ـ للعلامة مؤفق الدين يعيش

١٤. مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ـ للإمام ابن هشام الأنصارى

تم والحمد لله بالخير فى السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ١٤٢٢ من الهجرة النبوية

★ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই ইসলাম কখনো জাগতিক জীবনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেনি। বরং তাতে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ প্রদান করেছে।

★ জাগতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ ইংরেজী ভাষার তীব্র প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। অহর্নিশি আমরা এ ভাষার মুখোমুখি হচ্ছি। কখনো লজ্জিত হচ্ছি। আবার কখনো আক্ষেপে থমকে দাঁড়াচ্ছি। শুধু কি তাই ? এ ভাষা ছাড়া আজ জাগতিক জীবনে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়াও অসম্ভব।

★ তাই এ ভাষা আমাদের শিখতে হবে। যুগ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। যুগের ষ্ট্রিয়ারিংকে শক্ত হাতে ধরতে হবে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ক্ষয়িষ্ণু এ সমাজকে মজবুত, শক্তিশালী, সজীব ও প্রাণবন্ত সমাজে পরিণত করতে হবে।

★ এ দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের প্রকাশ "সহজে ইংরেজী শিখব" বইটি।

★ ঝলমলে ছাপা। ১৭৬ পৃষ্ঠা। নির্ধারিত মূল্য ৯০/= (নব্বই) টাকা মাত্র।

★ সচিত্র নিত্য ব্যবহৃত শব্দমালা সংজোযিত করে বিভিন্ন ধরণের অনুশীলনীর মাধ্যমে সুসজ্জিত। শিক্ষার্থীর সৃজন শক্তিকে শাণিত ও দুর্বার করার এক অকল্পনীয় প্রয়াসে সমৃদ্ধ। অবলীলায় ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারার এক বিস্ময়কর ক্ষমতায় সমন্বিত।

★ ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক রূপে হয়েছে সমাদৃত। আপনার জাগতিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে আপনিও এগিয়ে আসুন।

★ ডাক যোগে পেতে হলে পত্র লিখুন। ২ কপির উর্ধ্বে হলে আমরাই ডাক মাসুল বহন করি।

সর্ব প্রকার যোগাযোগ

নাসীম আরাফাত

শিক্ষক,	পরিচালক,
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ	আল হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ঢাকা- ১২১৭	৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা- ১২১৯
ফোন ঃ ৯৩৫৮৫৫১	ফোন ঃ ০৬৬৬২-৬০৬৩১৮